সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্য

প্রথম খণ্ড

মোবারক হোসেন

সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্য

প্রথম খণ্ড

মোবারক হোসেন

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্য
মোবারক হোসেন

প্রকাশক ঃ
মুনাওয়ার আহমদ, সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা অফিস ঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১
চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
লেখক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ
ফেব্রুয়ারি ২০০৩, ফাল্গুন ১৪০৯ বাং

মুদ্রাকর ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ফোন ঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ঃ নাজমুল হায়দার, কালার ক্রিয়েশন
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৫৫০১০৭

মূল্য ঃ ১০০.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

Sangbadpotrar Ghathan Boichitra, Written by : Mobarok Hossain, Published by: Munawwar Ahmad, Chairman, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price : Tk. 100.00, US$ 2.00 ISBN— 984-493-084-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

হারিয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ
অকৃত্রিম শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু
পিতা- মৌঃ লোকমান আলী
ও
একান্ত স্নেহের উৎসস্থল
মাতা- নূরজাহান বেগম

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

আমরা সংবাদপত্রের গঠন-কাঠামোগুলোর ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর প্রকাশনার বিভিন্ন রকম গঠন-বৈচিত্র্য অনুকরণ ও অনুসরণ করি। সংবাদপত্র সম্পর্কে আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে প্রকাশনা খুবই কম।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে রচনা করা বই-পুস্তক আরো কম। এ গ্রন্থটির নিবন্ধগুলো বিশেষ করে সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব ও শ্রেণী বিভাগ, কার্টুনের প্রভাব ও শ্রেণী বিভাগ, বৈশিষ্ট্যসহ অন্যান্য বিভাগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ভিন্ন আঙ্গিকে, সরল ভাষায়, সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে- যা সংবাদকর্মী ও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করার জন্য সহজ হবে। এই নিবন্ধগুলোর বিষয়-সম্পর্কিত ইঙ্গিত কোনো কোনো পুস্তকে থাকলেও আমার জানা মতে, এত ব্যাপক বিস্তৃতির পরিধিতে প্রতিটি প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ পুস্তক এখন পর্যন্ত খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে।

এ বিষয়গুলোর গচ্ছিত বর্ণনা পাঠককে সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন পন্থায় সহজ উপায়ে দিক-নির্দেশনা দিবে। আমি এ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি এম. মোজাম্মেল হক এমপি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সংবাদপত্রের পরিধিটা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আধুনিক বিশ্বের এক প্রান্তের মননশীল সংবাদপত্রগুলোর কাঠামো ও কর্ম-কৌশল অন্য প্রান্তের সংবাদপত্রকে সহজে প্রভাবিত করে। দেখা যায়, এক দেশের একটি সুপরিকল্পিত ধারার সংবাদপত্র বেশকিছু উপকরণে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সে দেশের অনেক সংবাদপত্রের মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য পাঠকের মাঝে বিশেষ মর্যাদার আসন করে নিয়েছে। সেই পত্রিকার জনপ্রিয় আইটেমগুলোর অনুকরণে যদি অন্য দেশে অন্য পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয়, তবে সে দেশের অনেক পত্রিকার মাঝে ওই পত্রিকাটি আধুনিক চিন্তাধারার সংবাদপত্র হিসেবে সচেতন পাঠকের কাছে মর্যাদার আসনে আসীন হবে। 'সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্য' গ্রন্থটি এমনি কিছু সুচিন্তিত নিবন্ধের সমন্বয়ে সুগঠিত। বইটির নিবন্ধগুলোর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির অনেক গ্রন্থের প্রবাহে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। সংশ্লিষ্ট মহলের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে হয়তো আরো তথ্য গচ্ছিত আকারে উপস্থাপন করা সম্ভব হতো। কিন্তু তথ্য প্রাপ্তিতে বিভিন্ন মহলের অসহযোগিতা, অহেতুক বিড়ম্বনা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

দেশের বিচক্ষণ সাংবাদিকগণ উন্নত দেশগুলোর বিখ্যাত সংবাদপত্রসমূহ থেকে পাঠককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এমন জনপ্রিয় উপকরণগুলো আহরণ করে নিজ পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করে। অথচ তারা জাতির ভবিষ্যৎ সংবাদকর্মীদের জন্য শিক্ষণীয় প্রকাশনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয় না বা অন্যকে উৎসাহ দেয় না। অবশ্য এটাও বাস্তব যে, একটি ব্যাপক বিস্তৃতির জটিল বিষয়কে বুঝে সংক্ষিপ্ত আকারে সবার বোঝার উপযোগী করে উপস্থাপন করা সবার পক্ষে শ্রমসাধ্য নয়।

সাংবাদিকতা সাহিত্যের মতো একটা গভীর অনুভূতিশীল বিষয়। আমাদের নতুন প্রজন্মের সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে অনেক নতুনত্ব সম্পন্ন সংবাদপত্র উপকরণ সৃষ্টি হওয়ার পর স্বাভাবিক নিয়মে একবার প্রকাশিত হয়ে ওগুলো জন্মেই বিলীন হয়ে যায়। পর্যাপ্ত গবেষণা ও সংরক্ষণের অভাবে সেগুলো সহসাই বিলুপ্ত হচ্ছে। অথচ ওই উপকরণগুলোর গঠন-প্রকৃতি গচ্ছিত করে গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করলে বিশ্বব্যাপী ওইসব সৃষ্টির সমাদর বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু সেগুলোর মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা কেউ করছে না।

www.pathagar.com

যেসব মেধাবী তরুণ গহীন হৃদয়ের আবেগ থেকে ব্যতিক্রমী চিন্তাধারায় নতুনতত্ত্বসম্পন্ন নিবন্ধ সৃষ্টি করছে, তারাও হয়তো জানে না তারা কী এক মূল্যবান উপকরণ হঠাৎ করেই সৃষ্টি করে ফেলে। যেসব বিভাগীয় সম্পাদক সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন তারাও বিষয়গুলো অনুভব করছেন বলে মনে হয় না। এ জন্য দরকার প্রয়োজনীয় গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ; তাহলে সে উপকরণগুলোর বৈচিত্র্যময় কাঠামো নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে না। শুধু সংবাদপত্রই নয়, যে কোনো গণমাধ্যমের নিজস্বতা বলতে কিছু আছে কী? যদি তা থাকেও সেটাকে হুবহু অনুকরণ-অনুসরণ করার ব্যাপারটা অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য আত্মিক মর্যাদার বিচারে বলা যায় রুচির ব্যাপার। তবে এ সব বিষয়ে গবেষণা করার অধিকার যেসব মননশীল মানুষের রয়েছে এটা জোর দিয়ে বলা যায়। একজন সংবাদকর্মীর তথ্য সংগ্রহের পর তা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত– বিষয়টা একটি সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গোপনীয়তা বলা যায়। তাছাড়া মুদ্রণের পর কোনো সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান যদি নিজস্বতার গোপনীয়তা দাবি করে, তাহলে তা হতে পারে নিজস্ব অভিমত। একটি প্রকাশিত সংবাদপত্র যখন তার আপন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে পাঠকের হাতে চলে যায় তখন সেটা সমস্ত গোপনীয়তার সীমা অতিক্রম করে পাবলিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তখন যে কোনো শ্রেণীর সৃষ্টিশীল মানুষ বা গবেষক পত্রিকাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা-সমালোচনা, নিরীক্ষণ-বিশ্লেষণ করার অধিকার রাখে। সেই অধিকারের সূত্রে নতুন নতুন সৃষ্টির পরশে যদি বিশ্ব গণমাধ্যমশিল্প বা পাঠক-বিবেক আরো জাগ্রত হয়, তাহলে এ স্বার্থরক্ষা করা বিবেকবান মানুষেরই দায়িত্ব। এ গ্রন্থকারের এটুকুই প্রত্যাশা।

– মোবারক হোসেন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
সংবাদপত্রের প্রথম পাতা

সূচনা পর্ব ১১
সংবাদপত্রের নামফলক ১২
ছন্দময় স্লোগান ১৩
শ্রেষ্ঠ সংলাপ ১৪
প্রথম পাতার সংবাদ নির্বাচন ১৪
সংবাদের গঠন-শৈলী ও শব্দসীমা ১৫
সংবাদ নিবন্ধের গুরুত্ব নির্ণয় ১৬
সংবাদের গেটাপ-মেকাপ ১৬
শিরোনাম নির্বাচন ১৭
শিরোনাম মেকাপে লক্ষণীয় ১৭
লিড ও সেকেন্ড লিডের গুরুত্ব নির্ণয় ১৮
অন্যান্য বিভাগ থেকে প্রথম পাতার সংবাদ ১৯
বক্স-নিউজ ২০
রিভার্সের ব্যবহার ২০
মন্তব্য প্রতিবেদন বা বিশেষ কলাম ২১
নগর সংস্করণ ২২
প্রথম পাতার বিভিন্ন উপকরণ ২২
প্রথম পাতার ট্রিটমেন্ট ২৩
প্রথম পাতার প্রভাব শেষের পাতায় ২৩
শেষের পাতায় নামফলক ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
দৈনিক পত্রিকায় টুকরো সংবাদ

সূচনা পর্ব
টুকরো সংবাদের গুরুত্ব ২৫
টুকরো সংবাদের প্রয়োজনীয়তা ২৬
শিরোনাম ২৭
উপ-শিরোনাম ২৭
টুকরো সংবাদের বৈশিষ্ট্য ২৭
উৎস ও প্রকারভেদ ২৮
অন্যান্য বিভাগে টুকরো সংবাদ ২৯

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার গ্রহণে লক্ষণীয় বিষয় ৩১
সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রস্তুতি ৩২
সাক্ষাৎকারের শৈল্পিকতা ও গেটাপ-মেকাপ ৩৩
ছকচিত্রে সাক্ষাৎকারের শ্রেণী বিভাগ ৩৪
বিশেষ সাক্ষাৎকার ৩৫
বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকার ৩৫
বিশেষ সাক্ষাৎকারদাতার পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা ৩৬
সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরিবেশ ও সময় বর্ণনা ৩৭
সাক্ষাৎকারের সংবাদ ৩৮
ঘোষণা ৩৮
শিল্পীর ব্যক্তিজীবন নিয়ে ৩৯
বিরূপ পরিস্থিতি ও আলোচিত প্রসঙ্গ নিয়ে ৪০
ক্ষুদ্রাকৃতির সাক্ষাৎকার ৪২
আজগুবি প্রশ্নের সাক্ষাৎকার ৪৩
অন্যান্য সাধারণ সাক্ষাৎকার ৪৬
নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনভিত্তিক সাক্ষাৎকার ৪৬
তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার ৫০
আঞ্চলিক সাক্ষাৎকার ৫১
কল্পনাধর্মী সাক্ষাৎকার ৫২
নতুন সাক্ষাৎকার সৃষ্টি ও লক্ষণীয় দিক ৫৫
সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব ৫৬
শেষ কথা ৫৬

চতুর্থ অধ্যায়
সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় কী? ৫৭
গোড়ার কথা ৫৭
বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পাদকীয় ৫৭
সম্পাদকীয়র আকার ও সংখ্যা ৫৯
সম্পাদকীয় নিবন্ধের শব্দসংখ্যা ৬০
অন্যরকম শ্রেণীবিন্যাস ৬০
প্রকারভেদে সম্পাদকীয় ৬২
অনুসন্ধানী ছক ৬৩
উদাহরণসহ বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পাদকীয় ৬৪–৭৪

www.pathagar.com

সাধারণ সম্পাদকীয়র কাঠামো ৭৫
সম্পাদকীয় লেখকদের লক্ষণীয় বিষয় ৭৫

পঞ্চম অধ্যায়
সংবাদপত্রে চিঠিপত্র বিভাগ

চিঠিপত্রের শ্রেণী বিভাগ ৭৭
উদাহরণসহ বিভিন্ন শ্রেণীর চিঠি ৭৭-৮৪
কয়েক রকম চিঠির স্বরূপ বর্ণনা ৮৫-৮৭
চিঠিপত্র বিষয়ে তিনজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার ৮৯-৯২

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাতীয় দৈনিকে কার্টুন

অংকন শিল্পের বিস্তার ও বুদ্ধিমত্তা ৯৪
কার্টুনের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও সার্থকতা ৯৪
কার্টুনের পরিচ্ছন্নতা ৯৬
কার্টুন অংকনে স্বাতন্ত্র্য পন্থা ৯৭
কার্টুনে রঙের ব্যবহার ৯৯
দুই রঙা কার্টুন ৯৯
তুলির ছোঁয়ায় রঙের ব্যবহার ১০০
কার্টুনে স্ক্রিনের ব্যবহার ১০০
কার্টুন বিষয়ে পূর্ব-পরামর্শ ১০১
ছকচিত্রে কার্টুনের শ্রেণীবিন্যাস ১০২
প্রধান কার্টুন ১০৩
পকেট কার্টুন ১০৪
গুচ্ছ কার্টুন ১০৫
ধারাবাহিক কার্টুন ১০৫
প্রচ্ছদ কার্টুন ১০৮
মুখমণ্ডলকেন্দ্রিক কার্টুন ১১০
ফিচারভিত্তিক কার্টুন ১১১
অলঙ্করণ বা অঙ্গ-সজ্জিতকরণ কার্টুন ১১২
সংলাপ-সৃষ্ট কার্টুন ১১৩
কলাম কার্টুন ১১৪
কোলাজ কার্টুন ১১৬
সহায়ক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থসমূহ ১১৯

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
প্রথম ভাগ
সংবাদপত্রের প্রথম পাতা

সূচনা পর্ব

একটি পত্রিকা প্রকাশনার আগে পরিকল্পকদের চিন্তা-চেতনায় যে বিষয়টা প্রাধান্য পায় সেটা হচ্ছে পত্রিকাটিকে কীভাবে প্রতিযোগিতার মুখে অন্যান্য পত্রিকা পেরিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নেওয়া যায়। আর এ জন্য পত্রিকার কাঠামো থেকে শুরু করে পত্রিকা অফিসের দক্ষ জনবল, ভেতরের ও বাইরের পরিবেশ সবকিছু অনুকূলে নেওয়া পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তার মধ্যে প্রথম পাতার পরিকল্পিত কাঠামোও একটা লক্ষণীয় বিষয়। এ নিবন্ধে শুধু প্রথম পাতার কাঠামো বা পৃষ্ঠাসজ্জা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান-এর 'সংবাদের মেকাপ' নিবন্ধ মতে, "সাংবাদিকতার প্রথম যুগে পৃষ্ঠাসজ্জা বলে কিছু ছিল না। সংবাদপত্রের প্রথম পাতার প্রথম কলাম থেকে সংবাদ শুরু হতো। তারপর এক কলাম থেকে আরেক কলামে সংবাদ উপস্থাপিত হতো শিরোনাম ছাড়াই, কোন সংবাদের কি গুরুত্ব তা সংবাদটি পুরো পাঠ না করে বোঝার কোন উপায় ছিল না। সমস্ত পত্রিকা জুড়ে থাকত খালি বিস্তীর্ণ ধূসর বডি টাইপ।"

কিন্তু এখন সময় পাল্টে গেছে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতার পৃষ্ঠাসজ্জায় আসছে পরিকল্পিত পরিবর্তন।

সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন একজন পাঠক আর পাঁচটা পত্রিকার মধ্যে একটি পত্রিকা বেছে নেবে, কিংবা প্রতিদিন পড়ার জন্য নির্বাচন করবে, তখন নিশ্চয় পাঠকের দৃষ্টি সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন পত্রিকাটির ওপর আগে পড়বে– যেটি বাহ্যিকভাবে দেখতে সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তারপর পাঠক যখন দীর্ঘদিন পড়ে পত্রিকাটির ভেতর ও বাইরের সব পাতা নিরীক্ষণ করে আত্মস্থ করবে তখন আস্তে আস্তে বুঝবে, বিভিন্ন বিভাগের বা পাতার নিবন্ধ পরিবেশনা কৌশল, কতটা মনোমুগ্ধকর রচনা-শৈলীতে ভরপুর। এ ভাবে একটি পত্রিকায় একজন পাঠক নিয়মিত হয়। সংবাদপত্রের প্রথম পাতার কাঠামো পর্যালোচনা করতে গিয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এই পয়েন্টগুলো পাঠকসমাজের কাছে জনপ্রিয়তার উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত। এ নিবন্ধে পর্যায়ক্রমে প্রথম পাতার সেইসব বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

১.
সংবাদপত্রের নামফলক

প্রতিটি পত্রিকার ক্ষেত্রে নামফলক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি পত্রিকার সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই নামফলক। এ নামফলককে নেম-প্লেট (Name Plate) বা ফ্ল্যাগ (Flag) বলে। বলা যেতে পারে, মানুষের যেমন মুখমণ্ডল পত্রিকার তেমন নামফলক। প্রতিটি মানুষের মুখমণ্ডলে নাক, চোখ, মুখ, ঠোঁট থাকার পরও যেমন একজনের সাথে অন্যজনের সৌন্দর্যের পার্থক্য সৃষ্টি হয়, এদের মধ্যে কারো কারো মুখমণ্ডল হয় ব্যতিক্রমী সুন্দর; তেমনি যে ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে সে ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন ডিজাইনের অক্ষরের মধ্যে থেকে অক্ষর নির্বাচন করে নামফলক নির্মিত হলে কাছাকাছি সৌন্দর্যের বৃত্তে প্রবেশ করা যায়; তবে এর চেয়ে আরো ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্য গুণী চিত্রশিল্পীদের বর্ধিত চিন্তার সমন্বয়ে একই ভাষায় প্রচলিত অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য রূপ আবিষ্কার করে, নামফলক তৈরি করে সৌন্দর্যের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছা যায়। এ রীতি আমাদের দেশের সংবাদপত্র জগতে প্রচলিত।

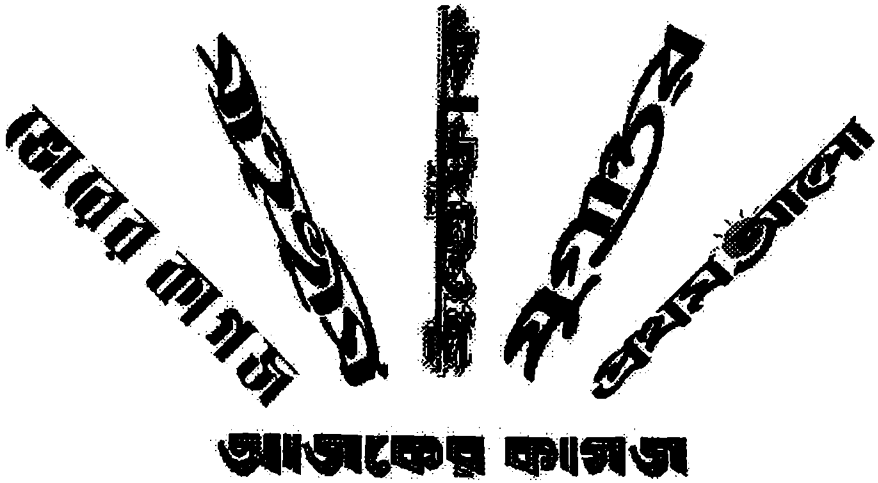

কয়েকটি সংবাদপত্রের স্বাতন্ত্র্যধর্মী নামফলক

এক শ্রেণীর পাঠক সব সময় পত্রিকার নামফলকেও নতুনত্ব বা সৌন্দর্যের সন্ধান করে। আর এই জন্য নামফলকে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সম্পাদকগণ পত্রিকার প্রকাশনার আগ মুহূর্তে প্রয়োজনে অন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হলেও অঙ্কন শিল্পীদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের হাতে-আঁকা টাইপের নামফলক আহবান করে। অনেকগুলো ব্যতিক্রমধর্মী হস্তাক্ষরের মধ্যে যেটি বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত, নতুন পত্রিকার নীতি-নির্ধারকগণ সেটিকে

www.pathagar.com

সম্ভাব্য পত্রিকার নামফলক হিসেবে গ্রহণ করেন। একজন পাঠক যখন সদ্য প্রকাশিত একটি পত্রিকা প্রথমে হাতে নেয় তখন তার চোখ আগে স্থির হয় নামফলকে। এ কারণে পত্রিকা সম্পাদকগণ নামফলক সুন্দর করতে বেশি যত্নবান হন।

২.
ছন্দময় স্লোগান

নামফলকে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা যেমন পাঠক আকর্ষণের জন্য তেমন পছন্দসই স্লোগান সংযোজনের বিষয়টাও একই রকম। এ স্লোগানগুলো সাধারণত সংযোজিত হয় নামফলকের উপরে-নীচে-পাশে কিংবা এরকম কাছাকাছি সুবিধাজনক অবস্থানে, যাতে স্লোগানটি নামফলকের সৌন্দর্য বর্ধনে আরো সহায়ক হয়। পাঠককে উজ্জীবিত করার জন্য সব সংবাদপত্রে সুন্দর স্লোগান থাকা বাঞ্ছনীয়।

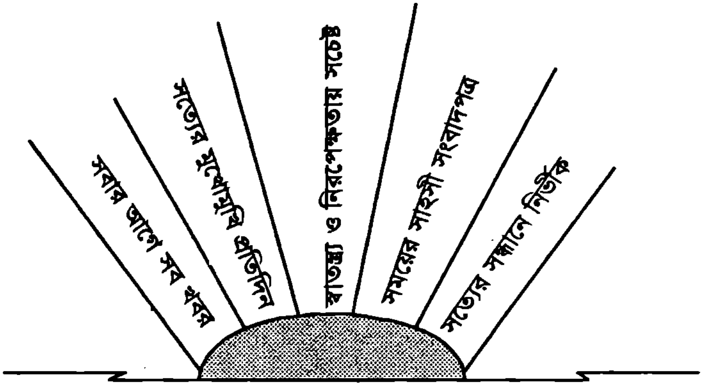

দৈনিক পত্রিকার পাঠকপ্রিয় কয়েকটি স্লোগান

একটি মনোমুগ্ধকর স্লোগান তরুণ পাঠকের তারুণ্যকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে। সুন্দর কথামালায় সৃষ্ট স্লোগান পাঠকের মুখে সঙ্গীতের সুরের মতো ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠে। পত্রিকার অন্যকিছু ভালো লাগার আগে পাঠক-মনে ছন্দময় স্লোগানটি পত্রিকার নাম উচ্চারণের সাথে সাথে আলাদা একটা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। তখন হয়তো পাঠক মনের অজান্তে উদ্যত হাতে মুষ্টি বেঁধে নিজের কাছে প্রিয় হয়ে যাওয়া ওই পত্রিকার নির্ধারণ করা স্লোগানটি মুখে বুদ বুদ করে আওড়াতে পারে এভাবে– 'তারুণ্যের পত্রিকা, জীবনের দৈনিক'... ইত্যাদি। এসব স্লোগানে ছন্দ না থাকলেও থাকে ছন্দময়তা, থাকে কাব্যিক গতি। একটি স্লোগান যেন একটি চিত্র, একটি প্রতিধ্বনি।

এভাবে একটি স্লোগানই হয়তো একজন পাঠকের কাছে একটি পত্রিকাকে ভালো লাগার প্রথম কারণ হতে পারে।

www.pathagar.com

স্বল্পশব্দে আকর্ষণীয় স্লোগান তৈরি করা সংবাদপত্রের জন্য আরেকটি দুরূহ কাজ। কোন স্লোগানটি পাঠকপ্রিয় হবে বা কার স্লোগান কতটা ছন্দময়, তা হাতের কাছে না পেলে তুলনা করে নির্ণয় করা যায় না। এ জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে হাজারো মানুষের কাছ থেকে স্বরচিত ছন্দময় স্লোগান আহ্বান করে। পত্রের মাধ্যমে ডাকযোগে প্রাপ্ত শত শত স্লোগানের মধ্য থেকে এভাবে শ্রেষ্ঠ স্লোগানটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্বাচন করে স্থায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

এ স্লোগান ধারণ করার পদ্ধতিটা শুধু সংবাদপত্রে নয়, বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান নিজেদের শিল্প-পণ্যের অধিক প্রচারের জন্য স্লোগান ব্যবহার করছে। এসব স্লোগান একই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার উদ্দেশ্য একটাই তা হচ্ছে আরো ভালো– অধিক ভালো স্লোগান সংগ্রহ করা। সংবাদপত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ স্লোগান সংযোজন করার জন্য এ পন্থাই বেছে নেওয়া উত্তম।

৩. শ্রেষ্ঠ সংলাপ

পরিকল্পিত চিন্তাধারার সংবাদপত্রগুলোতে নিত্যদিনের শ্রেষ্ঠ সংলাপটি সংযোজন করা একটা রীতিসিদ্ধ বিষয়। যে দেশে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হচ্ছে সে দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিকসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ সভা-সেমিনারে অথবা অন্য কোথাও বিভিন্ন রকম মানসিকতা প্রদর্শন করে উক্তি করে থাকেন। এসব উক্তিতে থাকে ক্ষমতার দম্ভ, গোঁড়ামি, আইনের প্রতি অবজ্ঞা, কঠিন সত্য উচ্চারণ কিংবা সময়-উপযোগী উচিত কথা– যা সহসা যে কোনো মানুষের মুখ থেকে দেশের যে কোনো স্থানে বের হতে পারে। এক দল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন সংবাদকর্মী নিত্যদিন খেয়াল রেখে অথবা সংগৃহীত সংবাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে এরকম একটি সংলাপ যদি সংবাদপত্রে সংযোজন করে তাহলে তা পাঠকমহলে প্রশংসিত হবে নিঃসন্দেহে। আর যদি এ ধরনের সংলাপ সাজিয়ে দেওয়ার রীতি সংবাদপত্রে স্থায়ী রূপ পায়, তাহলে তো আরো প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সব পাঠকই প্রত্যাশা করে দেশ-বিদেশে যেখানেই হোক চব্বিশ ঘণ্টায় উচ্চারিত হওয়া শ্রেষ্ঠ সংলাপটি নির্বাচন করে, সংবাদপত্রের প্রথম পাতার নির্ধারিত যে কোনো স্থানে, মুদ্রণ করার নিয়ম তার প্রিয় সংবাদপত্রে অব্যাহত থাক। যাতে পাঠক ওই স্থানে খুঁজে মুহূর্তেই তা জেনে নিতে পারে। এ ধরনের অন্বেষণ করা শ্রেষ্ঠ সংলাপ পড়ার মজা এখন পরিকল্পিত ধারার পত্রিকাগুলোর পাঠকের একটি পছন্দনীয় বিষয়।

৪. প্রথম পাতার সংবাদ নির্বাচন

জাতীয় দৈনিকের প্রতিটি পাতাই পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে সবচেয়ে বেশি

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পাতা ও শেষের পাতা। তার মধ্যে প্রথম পাতায় যেহেতু সবচেয়ে আগে পাঠকের দৃষ্টি পড়ে, সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম পাতা সংবাদপত্রের সূচনালগ্ন থেকে পাঠকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। প্রথম পাতার সংবাদ নির্বাচন করতে গিয়ে বার্তা সম্পাদনা বিভাগ এ জন্য একটা বাড়তি চাপ নিয়ে প্রতিদিনের কাজ সমাপন করে। সারাদিনের ঘটে যাওয়া অনেক সংবাদের ভিড়ে বেশিরভাগকেই প্রথম পাতায় স্থান দিতে হয়। কোন কোন সংবাদ প্রথম পাতায় যাবে– এটা নির্বাচন করা জনগুরুত্বসম্পন্ন সংবাদের ক্ষেত্রে খুব কঠিন না হলেও মধ্যম পর্যায়ের ক্ষেত্রে মোটামুটি দুরূহ কাজ। পত্রিকার পলিসি ও পাঠকের কাছে কোন সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ– প্রধানত এ দু'টি বিষয়কে মাথায় রেখে প্রথম পাতার সংবাদ নির্বাচন করতে হয়। এর ওপর ভিত্তি করে তিন প্রকার সংবাদ নিউজ-টেবিলে পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সংবাদগুলো প্রথম পাতায়, দ্বিতীয় শ্রেণীরগুলো শেষের পাতায় এবং তৃতীয় শ্রেণীর সংবাদগুলো অন্যান্য পাতায় স্থান দেওয়া হয়। এ সংবাদ নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গিটা এ সময়ের আধুনিক কাঠামোর দৈনিকগুলোতে বেশি প্রতিফলিত হচ্ছে। আর প্রাচীনধারার পত্রিকাগুলোতে প্রচলিত আছে অন্য রীতি। পারতপক্ষে সবগুলো সংবাদের শিরোনাম প্রথম পাতায় পেস্টিং করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। এতে কয়েক রকম সমস্যা চোখে পড়ার মতো। যেমন– ১. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ববহ সংবাদের মাঝে অনেকটা হারিয়ে থাকার মতো অবস্থা হয়; ২. অতিরিক্ত সংবাদের চাপাচাপিতে প্রথম পাতা ঘিঞ্জি মনে হয়; ৩. বেশি সংবাদ প্রথম পাতায় স্থান দেওয়ার কারণে অন্য পাতায় জাম্প (Jump) দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর এ জাম্প-সংবাদ পড়ার জন্য পাঠককে তাৎক্ষণিক নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিভিন্ন পাতায় সন্ধান করতে হয়। এসব অসুবিধার কারণে অনেক বোদ্ধা পাঠক আজকাল আধুনিকধারার পত্রিকাগুলোর দিকে ঝুঁকছে।

৫.

সংবাদের গঠন–শৈলী ও শব্দসীমা

একটি পরিকল্পিত সংবাদপত্র প্রতিবেদকের কাছে প্রত্যাশা করে স্বল্প শব্দ ব্যবহার করে ভালো বা মানসম্পন্ন প্রতিবেদন। এই পরিকল্পিত ধারার প্রতিবেদন তৈরি করতে পারদর্শিতা দেখানোটা হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকের জন্য বিশেষ যোগ্যতা। কারণ এই প্রতিষ্ঠান যে রকম সংবাদ নিবন্ধ চায় তা প্রতিবেদক তৈরি করে দিতে সক্ষম। এতে বার্তা সম্পাদনাকালে অতিরিক্ত এডিট বা বাড়তি ভোগান্তি পোহাতে হয় না। দ্রুত ছুটে চলা সংবাদপত্রের সময়ের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এ জন্য কোনো কোনো পত্রিকা সংবাদ নিবন্ধ তৈরি করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যে প্রতিবেদকের প্রতিবেদন লেখা শেষ করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। কোনো ক্ষেত্রে যদি প্রতিবেদন দীর্ঘ করার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই চিফ রিপোর্টার বা বার্তা সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ আছে।

www.pathagar.com

যাতে সেই দিন ওই প্রতিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা থাকে বা বাড়তি চিন্তা করার একটা আগাম প্রস্তুতি থাকে। এতে প্রতিবেদনের মান নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব গতি ও চিন্তার সঠিক প্রয়োগের সুযোগ থাকে। পত্রিকাও পরিকল্পিত ও মানসম্পন্ন হয়।

৬.
সংবাদ নিবন্ধের গুরুত্ব নির্ণয়

সংবাদপত্রের প্রথম পাতা অন্যান্য পাতার চেয়ে যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা আরো বার কয়েক বলা হয়েছে। প্রথম পাতায় গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ স্থান দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতা সব পত্রিকাতেই থাকে। এ কারণে জরুরি সংবাদগুলোকে প্রথম পাতায় আংশিক রেখে বাকি অংশ জাম্প করে অন্য পাতায় নিয়ে যেতে হয়। প্রথম পাতায় অধিক সংবাদের চাপ থাকলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ অনেক সময় পাঠককে খুঁজে পেতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ কারণে বার্তা বিভাগের দায়িত্বশীল কয়েকজনকে বার্তা বিষয়ে আলাদা আলাদা নিউজ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে সংবাদের গুরুত্ব নির্ণয় করতে হয়। এ রকম চিন্তাসমৃদ্ধ সিদ্ধান্তের ফলে প্রথম পাতায় অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদের চাপ কম পড়ে। পাঠক তার বেশি আগ্রহের সংবাদটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে পারে প্রথম পাতায়। আর যদি অধিক সংবাদের চাপে জাম্প লাইনস (Jump lines) দিয়ে অন্য পাতায় নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ পাঠককে আংশিক সংবাদ পড়ে আবার অন্য পাতায় বাকি অংশ পড়ার জন্য ছুটে যেতে হয়। এই যে বাকি অংশ সংবাদ পড়ে ছুটে যাওয়া– পাঠক এটাকে অনেক সময় একটা অতিরিক্ত ঝামেলা মনে করে। এ কারণে অনেক পত্রিকা কম সংবাদে, কম জাম্পে, প্রথম পাতা তৈরির বিশেষত্ব সৃষ্টি করেছে। আর একশ্রেণীর পাঠক সেই পত্রিকাগুলোর দিকে ঝুঁকছে। এ জন্য সংবাদের গুরুত্ব নির্ণয়ের ব্যাপারে বার্তা বিভাগে দায়িত্বরতদের বেশি তৎপর হওয়া জরুরি।

৭.
সংবাদের গেটাপ-মেকাপ

প্রথম পাতায় যে সংবাদগুলোকে জনগুরুত্বের ভিত্তিতে স্থান দেওয়া হয়, সেগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য হোক অথবা পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনের জন্যই হোক অনেক পত্রিকা কিছুটা হলেও ভিন্নতা আনছে। যেমন, অনেক সংবাদের মধ্যে একটি সংবাদকে হয়তো গুরুত্ব অনুযায়ী প্লে-আপ (Play-up) শিরোনাম ও নিউজের বডি কম্পোজ দুটোই দুই কলামে মেকাপ (Make-up) করা হলো অথবা তিন কলামের নিউজে বডি দেড় কলাম করে তিন কলামে কম্পোজ করা হলো। এতে প্রথম পাতার আর দশটা সংবাদের মধ্যে ওই সংবাদ দুটো কিছুটা হলেও উপস্থিতির দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবে। এতে নিত্যদিনের গতানুগতিকতার যে একঘেয়েমি সেটা থেকেও পাঠক কিছুটা নিস্তার পাবে।

www.pathagar.com

৮.
শিরোনাম নির্বাচন

প্রতিবেদনের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় দিয়ে হেডিং বা শিরোনাম তৈরি করা হয়। পাঠক যেন শিরোনাম পড়ে বুঝতে পারে প্রতিবেদনের অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ। স্বল্প শব্দের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী শিরোনাম তৈরি করতে পারদর্শিতা দেখানোটা একজন সংবাদকর্মীর জন্য বিশেষ যোগ্যতা। সাধারণত বিভাগীয় প্রধান শিরোনাম তৈরি করে থাকেন। তার আগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশ থাকে, প্রতিবেদক নিজেই একটা প্রাথমিক শিরোনাম তৈরি করে প্রতিবেদন জমা দেবেন। প্রতিবেদকের শিরোনাম মানসম্মত বা পছন্দসই হলে বিভাগীয় প্রধান বা বার্তা সম্পাদক সেটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এতে বিভাগীয় প্রধানের ওপর চাপ কিছুটা হলেও কম পড়ে। আর প্রতিবেদকের তৈরি করা শিরোনামের ওপর বার্তা সম্পাদক ও বিভাগীয় প্রধান নতুন চিন্তা মিশিয়ে প্রয়োজনে কিছুটা পরিবর্তন করে, আরো ভালো শিরোনাম তৈরি করার সুযোগ পায়।

একথা না বললেই নয় যে, একজন বার্তা সম্পাদকের বিচক্ষণতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তখনই, যখন তিনি তাৎক্ষণিক চিন্তায় প্রশংসনীয় অতি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম তৈরিতে পারদর্শিতা দেখাতে পারেন। শিরোনামের শিল্প-সৌন্দর্য কিন্তু খুব গভীর বিষয়। বার্তা সম্পাদনাকালে সংবাদ পরিবেশনের আইনগত দিক লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি শিরোনাম তৈরিতে দক্ষতা দেখাতে হয়। বিশেষ করে অল্প শব্দে সুগভীর অর্থসম্পন্ন শিরোনাম পাঠক প্রত্যাশা করে।

কখনো কখনো এক লাইনের শিরোনামে সংবাদের ভেতরের গুরুত্ব পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে না পারায় দ্বিতীয় লাইনেও জায়গা নিতে হয়। তাতেও শিরোনামের পূর্ণতা না আসলে উপ-শিরোনামের প্রয়োজন হয়। এই উপ-শিরোনাম অনেকে আবার লিড-নিউজের শিরোনামের নীচে ব্যবহার করে, কেউ আবার উপরে ব্যবহার করে। কোনো পত্রিকায় উপরে উপ-শিরোনামে সোল্ডার বা রোল ব্যবহার করা হয়। আবার কখনো রিভার্স ব্যবহার করতেও দেখা যায়।

আসলে প্রকৃতপক্ষে শিরোনাম করার ক্ষেত্রে এসব কিছুই করার প্রয়োজন হয় না। তবুও বলতে হয়, সংবাদ শিরোনামের জন্য দুই কলাম ও তিন কলাম সংবাদের ক্ষেত্রে এক লাইনের (Barline) সুচিন্তিত শিরোনামই যথেষ্ট। এতো কিছু ব্যবহারের কারণে প্রথম পাতার মূল্যবান জায়গার অপচয় যাতে না হয়, সে দিকটিতে দায়িত্বশীলদের বেশি করে নজর রেখে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম তৈরি করতে হয়।

৯.
শিরোনাম মেকাপে লক্ষণীয়

প্রথম পাতায় গাদাগাদি করে অনেক সংবাদের স্থান করা হলে পত্রিকাটি ঘিঞ্জি মনে হতে

www.pathagar.com

পারে। সচেতন পাঠক এ কারণে বিরক্ত হতেই পারে। শুধু সংবাদ নয় শিরোনাম মেকাপের ক্ষেত্রেও কিছু লক্ষণীয় দিক আছে। এসব দিকে লক্ষ্য না রাখলে শিরোনাম তৈরিতে অনেক সময় প্রথম পাতার অতিরিক্ত মূল্যবান জায়গা নষ্ট হয়। যখন একটি শিরোনাম দুই কলাম বা তিন কলাম করা হয় এবং তা যদি উপর-নীচে দুই লাইনে করা হয়, তখন শিরোনামের অক্ষরগুলো বাড়ানোর সাথে সাথে দুই লাইনের মাঝখানে বা দুই শব্দের মাঝখানে অক্ষরের সমপরিমাণ নম্বরের স্পেসও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে যদি পত্রিকার প্রথম পাতার শিরোনাম মেকাপে 'লাইন-স্পেস' বা 'ওয়ার্ড-স্পেস' না কমিয়ে রেখে দেওয়া যায় তবে পত্রিকার পাতা দেখতে খুবই সাধারণ এবং অশৈল্পিক মনে হতে পারে। এতে সে প্রথম পাতাই হোক বা শেষের পাতাই হোক। এ কারণে অনেক তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও মেধাসম্পন্ন বার্তা সম্পাদক লাইন-স্পেস ও শব্দ-স্পেস কমিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। এতে পত্রিকার প্রথম পাতা সুন্দর দেখায়। আবার অনেকে মনে করেন এতে পত্রিকা হিজিবিজি দেখায় বা ঘিঞ্জি মনে হয়। আবার দুই লাইনের শিরোনামে কেবলমাত্র লাইন-স্পেস কমানোর লক্ষ্যে অক্ষরের উপরে ব্যবহৃত 'রেফ' বা 'চন্দ্রবিন্দু' এবং নীচে 'রসুকার' বা 'দীর্ঘুকার' দু-চার পয়েন্ট কমিয়ে নেওয়া যায়, এতে সামান্য হলেই লাইন-স্পেস কমিয়ে শিরোনামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে বেশি পয়েন্ট কমাতে গেলে দেখতে খারাপ এবং অন্যান্য অক্ষরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হতে পারে। 'রেফ' বা 'চন্দ্রবিন্দু' এবং 'রসুকার' ও 'দীর্ঘুকার' অক্ষরের নম্বর বৃদ্ধির সাথে সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এতে ওই চিহ্নগুলো নীচের লাইন কিংবা উপরের লাইনে এককভাবে অযথা বাড়তি জায়গা নষ্ট করে। তবে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিতে এখনো অনেক বার্তা সম্পাদকেরই নজর পড়েনি অথবা অনেকে এদিকটিতে নজর দেওয়া ততো গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন না।

১০.
লিড ও সেকেন্ড লিড-এর গুরুত্ব নির্ণয়

আজ থেকে অনেক অনেক দিন আগে লিড-নিউজের গুরুত্ব নির্ণয়ের প্রথা চালু হয়। অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান এ প্রসঙ্গে তাঁর 'সংবাদপত্রের মেকাপ' নিবন্ধে বলেন : "সাংবাদিকতার ইতিহাসবিদদের মতে, ১৮৪০ সালের পর থেকে সাংবাদিকতা তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে থাকে। তারপর থেকে 'ভাল খবর', 'তাজা খবর' ইত্যাদি দ্বারা পাঠককে আকর্ষণের চেষ্টা চলতে থাকে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতার উপরের অংশে ডানদিকে বড় শিরোনামের নীচে ছাপা হতে থাকে দিনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি। সংবাদপত্রের পরিভাষায় যার নাম হয় 'লিড'। সেই থেকে এখন পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রথম পাতার এই লিড-নিউজ (Lead-news)কে নিয়ে বার্তা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রতিদিন একবার একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হন সেটা হচ্ছে- 'আজকের লিড কী হবে'। তারপর বিশেষ সাংবাদিকদের মতামত বিনিময়- 'এটা

www.pathagar.com

হওয়া উচিত, ওটা হলে পাঠক সন্তুষ্ট হবে' ইত্যাদি। এভাবে এক সময় লিড (Lead) ও সেকেন্ড লিড (Second lead) নির্বাচন করা হয়। এ কারণে পরদিন পত্রিকায় দেখা যায়, কমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছাড়া প্রায় সব পত্রিকায় নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থানে থেকে প্রধান নিউজ নির্বাচন করেছে। এ কারণে একই দিনের বিভিন্ন পত্রিকায় লিড-নিউজে ভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু আসলে যেসব পত্রিকা বৃহত্তর পাঠকসমাজের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে লিড-নিউজ নির্বাচন করে পিছুটান, আদর্শগত স্বার্থ ও সব সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে; সেসব পত্রিকা সব মহলের পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং ওইসব পত্রিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে লিড-নিউজ নির্বাচন করাও একটা বড় বিষয়। লিড-নিউজে অনেক সময় পাঠকের আবেগকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ কারণে অনেক লিড-নিউজ কেউ দুই কলাম করলে কেউ তিন কলাম করে, আবার ওই একই নিউজ কোনো কোনো পত্রিকা চার কলাম, পাঁচ কলাম... করতে করতে আট কলামও করে, যাকে ব্যানার (Banner) বা ফলাও শিরোনামে অভিহিত করা হয়। (অবশ্য আবেগঘন কেবলমাত্র আট কলামের শিরোনামকে Screamer বা দৃষ্টি আকর্ষক ফলাও শিরোনাম বলে।) অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খানের ভাষ্য মতে, "১৮৯০ সালের দিকে ব্যানার হেডলাইন চালু হয়। তখন থেকে ব্যানার শেষে সর্বশেষ কলামে খবর নেমে যাবে এ ব্যবস্থার সঙ্গে পাঠক অভ্যস্ত হতে শুরু করল।"

এখানে তিনি ফলাও শিরোনাম চালু হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এসব করা হয় কেবলমাত্র বেশি আবেগঘন সংবাদের ক্ষেত্রে। সংবাদ যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তা কখনো কিন্তু নামফলক বা এডিশান ডেট-এর (Edition date) উপরে স্থান পায় না, এটা সাধারণ পাঠকের ধারণা। কিন্তু আবেগকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আরো এমন একটি মেকাপ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যার মাধ্যমে নামফলকের উপরেও লিড-নিউজের স্থান দিতে হয়; নামফলককে আরো নীচে সরিয়ে। এ পদ্ধতিকে "Sky line" মেকাপ পদ্ধতি বলে। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় লিড-নিউজ বা সেকেন্ড লিড নির্বাচনে দায়িত্ববান বিশেষ সংবাদকর্মীরা কতটা যত্নবান বা সতর্ক হয়।

১১.
অন্যান্য বিভাগ থেকে প্রথম পাতার সংবাদ

নিত্যদিনের কর্মের মধ্যদিয়ে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রকে আরো সুন্দর করার জন্য প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মীদের সব সময় সচেতন থাকা দরকার। বিশেষ করে প্রথম পাতাকে সুন্দর এবং আরো তথ্যভিত্তিক করতে হলে এমনই নিয়ম হওয়া উচিত। আমরা সাধারণত জানি, কোনো বিভাগের কোনো সংবাদ জরুরি মুহূর্তে প্রথম পাতায় যাওয়ার ব্যাপারে বার্তা বিভাগের দায়িত্বশীল আগেই নির্দেশনা দেন। এটা হয় বিশেষ পরিস্থিতিগুলোতে। তবে জরুরি কোনো সংবাদ আসলে অবশ্য দায়িত্বরত সংবাদকর্মীরা তৎক্ষণাৎ বার্তা বিভাগের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্তকে অবহিত করেন

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তের জন্য। কিন্তু যদি এমন নির্দেশনা থাকে যে, মফস্বল বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ, অর্থনীতি বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক ডেস্ককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে প্রথম পাতায় যাওয়ার উপযুক্ত সংবাদ বা তথ্যমূলক প্রতিবেদন যেন ভেতরের পাতায় না যায়। এরকম চিন্তা-চেতনা কাজের সময় প্রতিটি সংবাদকর্মীর থাকা উচিত। তাহলে প্রতিটি সংবাদকর্মী নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আলোচনা করবে। আর প্রতিটি বিভাগ থাকবে সর্বদা সচেতন। এতে প্রথম পাতা সব সময় তথ্যভিত্তিক ও মানসম্পন্ন হবে।

১২.
বক্স-নিউজ

প্রথম পাতায় কোনো কোনো পত্রিকায় মাঝে মধ্যে 'বক্স-নিউজ' দেখা যায়। বক্স-নিউজের গুরুত্বটা অন্যান্য সাধারণ নিউজের চেয়ে আলাদা। যে নিউজটা অন্যান্য নিউজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অথবা ওটাকে লিড বা সেকেন্ড লিডও করা যাবে না এবং বিশেষ কারণে সংবাদটি পাঠকের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ; সে কারণে অনেক সময় সহজে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করার জন্য কোনো কোনো সংবাদকে রেখা বেষ্টিত করে বক্স (Box) করা হয়। এ বিশেষত্বটা অবশ্য সব পত্রিকা সব সময় সৃষ্টি করে না। আবার কোনো কোনো পত্রিকা এতোটা বেশি বক্স-নিউজ করে যে, বক্সের যে উদ্দেশ্য অনেক সময় তা ব্যাহত হয়। আবার কোনো কোনো পত্রিকা বক্সের গুরুত্ব অনুভব না করার কারণে এক মাসেও একটা বক্স-নিউজ ছাপে না। অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ছোট, অভিনব, মজাদার কিংবা শোকাবহ সংবাদকেও সিঙ্গেল কলামে বক্স আইটেম করা হয়। এই সংবাদগুলোকে 'বক্স-স্টোরি'ও বলে।

১৩.
রিভার্সের ব্যবহার

আধুনিকধারার পত্রিকাগুলোর কোনো কোনো বিজ্ঞ সাংবাদিক রিভার্স ব্যবহারের বিপক্ষে। তারপরও সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বিভিন্নভাবে রিভার্সের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রিভার্স ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য অনেকটা বক্স-নিউজের মতো; অর্থাৎ অন্যান্য সংবাদ থেকে রিভার্সযুক্ত সংবাদকে একটু আলাদা করে চিহ্নিত করা, যাতে পাঠক ওই সংবাদের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়ে ওই সংবাদের বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারে। রিভার্সের ব্যবহার সাধারণত তিনভাবে প্রথম পাতায় দেখা যায়। ১. উপ-শিরোনামে রিভার্স; ২. শিরোনামে রিভার্স; ৩. পুরো নিউজে রিভার্স। তবে রিভার্স ব্যবহারে বিভিন্ন পত্রিকায় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কোনো পত্রিকা উপ-শিরোনামে রিভার্স ব্যবহার করছে, আবার কোনো পত্রিকা ব্যবহার করছে না;

www.pathagar.com

যুক্তিটা অনেকটা এই রকম যে, উপ-শিরোনাম যেহেতু অক্ষরের পয়েন্ট ছোট করে বা রোল (সোল্ডার) ব্যবহার করে করা যায় সেহেতু আলাদাভাবে রিভার্সের কী প্রয়োজন। আবার কোনো কোনো পত্রিকা দুই কলাম বা তিন কলাম নিউজের শিরোনামেও রিভার্স করছে, তবে এক্ষেত্রে ভিন্নতা এটাই লক্ষণীয় যে, শিরোনাম যদি দুই অথবা তিন কলামে হয় এবং দুই লাইনে হয় তাহলে প্রথম লাইনে যে রিভার্সের পার্সেন্টেজ দেওয়া হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় লাইনে তার চেয়ে কম বা বেশি পার্সেন্টেজ দেওয়া হয়েছে। এতে শিরোনামের সৌন্দর্য বাড়ে এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টির প্রতি যত্নবান হওয়া যায়। আবার কোনো কোনো পত্রিকা সম্পূর্ণ নিউজটাই কালো রিভার্স করে ফেলে। এতে যদি ১০০% কালো রিভার্স দেওয়া হয়, তাহলে সাদা অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করে দেখা যায়। কিন্তু এতে অনেক পাঠকের কাছে পত্রিকা অপরিচ্ছন্ন মনে হতে পারে। অনেকে কালোকে মনে করে অশুভের প্রতীক। ইউরোপেও সব সময় খারাপের দ্যোতক হিসেবে কালোকে বিবেচনা করা হয়। হয়তোবা এ রকম কোনো কারণে এবং পরিচ্ছন্নতার দিকটিতে খেয়াল রেখে, কোনো কোনো পত্রিকা রিভার্সের পার্সেন্টেজ কমিয়ে এবং অক্ষর কালো রেখে অক্ষরের সাথে মানানসই হালকা রিভার্স করে। এতে সংবাদপত্রের পরিচ্ছন্নতার দিকটিও রক্ষা হয়। তবে কোনো কোনো পত্রিকা ১০০% রিভার্সের এই কালো রূপটিকে স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার যে করছে না তা নয়, বরং এটাকে আরো মর্যাদার সাথে ব্যবহার করছে। সংবাদপত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর নানা দিক থেকে সুবিধা বেড়েছে। তার মধ্যে রিভার্স ব্যবহারের সুবিধাটা এখানে আলোচ্য। রিভার্সের ব্যবহার যেমন সংবাদপত্রের সৌন্দর্য বাড়ায় তেমন অপব্যবহার সংবাদপত্রকে অপরিচ্ছন্নও করে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে রিভার্সের গুরুত্ব নির্ণয় করে কোথায় কত শতাংশ রিভার্স ব্যবহার করা দরকার, তা কিন্তু বেশির ভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংবাদকর্মী চিন্তা করে না। শুধু লিখে দেয়– 'উপরের লাইন রিভার্স', কত শতাংশ তা উল্লেখ থাকে না। এক্ষেত্রে সংবাদকর্মীর আগে রিভার্সের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কম্পিউটারের রিভার্স প্রোগ্রাম থেকে বাস্তব ধারণা নেওয়া দরকার– কত শতাংশ রিভার্স কোন নম্বরের অক্ষরে কী রকম দেখায় তাও নলেজে থাকা দরকার। এরকম ধারণা থাকলে রিভার্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা আসে, সংবাদপত্র পরিচ্ছন্ন হয় এবং পাঠকের আকর্ষণ বাড়ে।

১৪.
মন্তব্য প্রতিবেদন বা বিশেষ কলাম

মন্তব্য প্রতিবেদনকে বিশেষ কলাম বলা যেতে পারে। এই মন্তব্য প্রতিবেদন বা বিশেষ কলাম আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ের বিশেষ পরিস্থিতিতে রচিত হয়ে থাকে বা জনমনে সাড়া জাগানো যে কোনো সংকট মুহূর্তকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয়। এই

www.pathagar.com

মন্তব্য প্রতিবেদনগুলো লেখা হয় বিশেষ কলাম-লেখক বা বুদ্ধিজীবী পর্যায়ের সাংবাদিক কর্তৃক, যাদের মন্তব্যে জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিমূলক তথ্য উপস্থাপন করা থাকবে এবং এ কারণে পাঠকমহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হবে। এসব প্রতিবেদন সাধারণত সম্পাদকীয় পাতায় যেখানে উপ-সম্পাদকীয় ছাপা হয়, সেখানে ছাপানোর পূর্বাপর নিয়ম। কিন্তু বেশ আগে থেকে অনেক পত্রিকা এই মন্তব্যধর্মী প্রতিবেদনগুলোকে পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে পাঠক আকর্ষণীয় করার জন্য প্রথম পাতায় প্রথমাংশ ছাপছে। এইসব প্রতিবেদন বর্তমান সময়ের পরিকল্পিত সংবাদপত্রগুলোতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে মাঝে মধ্যে প্রথম পাতায় ছাপা হচ্ছে। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রথম পাতার জন্য এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

১৫.
নগর সংস্করণ

বিভিন্ন পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা মফস্বল শহরের চেয়ে রাজধানী শহরে বহুগুনে বেশি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের শেষ-খবর আসার অপেক্ষা করতে করতে অনেক সময় মফস্বল শহরে পত্রিকা পাঠানোর সময় পেরিয়ে যায়। এ কারণে পত্রিকা যথারীতি ছাপিয়ে সব সংবাদের সমন্বয়ে প্রকাশনার কাজ শেষ করা হয়। এরপরও দেখা যায়, কোনো সংবাদের শেষ-খবর তখনও আসেনি। পত্রিকার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কোনো কোনো পত্রিকা শেষ-সংবাদ নিয়ে নগর সংস্করণ বের করে। এতে যে যে পত্রিকা নগর সংস্করণ বের করে, প্রতিযোগিতার যুগে তার চাহিদা রাজধানীর পাঠক মহলে বাড়ে। এ জন্য প্রথম পাতায় অনেক সময় সংবাদের পরিবর্তন ঘটিয়ে নগর সংস্করণ করা হয়। এতে ওই পত্রিকায় যে পাঠক সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটিও পায়– এ রকম একটা আস্থা ওই পত্রিকার ওপর সৃষ্টি হয়। প্রথম পাতায় নগর সংস্করণ এ জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৬.
প্রথম পাতার বিভিন্ন উপকরণ

প্রথম পাতায় সংবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম চিত্তাকর্ষক উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে অন্য পত্রিকা থেকে ভিন্নতা আনছে কোনো কোনো পত্রিকা। এর মধ্যে রয়েছে সারাদিনের ঘটে যাওয়া সংবাদের মধ্যে পাওয়া শ্রেষ্ঠ সংলাপটির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রথম পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে বৈচিত্র্য আনা, সমকালীন কোনো ঘটনার প্রথম পাতায় সময়োপযোগী কার্টুন ছাপা, পত্রিকা প্রকাশের দিনে অতীতের অন্যান্য বছরে বিশ্বের কোথায় কী ঘটেছে, যা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় তার উদ্ধৃতি করা– ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রথম পাতায় বৈচিত্র্য আনছে অনেক পত্রিকা।

www.pathagar.com

১৭.
প্রথম পাতার ট্রিটমেন্ট বা যথাযথ নিরীক্ষণ

প্রথম পাতা যেসব বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে একটা নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, প্রতিদিন সে বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে ফুটে উঠছে কিনা তা নিরীক্ষণ করাও একটা বড় দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালন করেন সাধারণত বার্তা সম্পাদক। এ জন্য তাকে প্রতিদিনই সব বিষয়ে সজাগ থাকতে হয়। এবং কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তাকে প্রধান নির্বাহীর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্বশীল অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে বার্তা সম্পাদক প্রতিদিনই সতর্ক থাকতে সচেষ্ট হন। যে পত্রিকায় এ ধরনের জবাবদিহিতা যত বেশি, সে পত্রিকা তত মানসম্পন্ন।

১৮.
প্রথম পাতার প্রভাব শেষের পাতায়

দিনের জরুরি সংবাদগুলোর প্রথম পাতায় স্থান দেওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছা সব বার্তা সম্পাদকের থাকে। বলা যেতে পারে, এটা সম্পাদকের পূর্বাপর নির্দেশও। এ কারণে জরুরি সংবাদের শিরোনামসহ দু'চার লাইন প্রথম পাতায় দিয়ে বাকি অংশ শেষের পাতায় নিয়ে যায়। এভাবে প্রথম পাতার একটা বড় প্রভাব শেষের পাতায় পড়ে। কোনো কোনো পত্রিকা আবার যারা জাম্পের ব্যাপারটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে তারা তাদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের নিউজগুলো শেষের পাতায় শিরোনামসহ ছাপে। এ কারণে বলা যেতে পারে শেষের পাতা প্রথম পাতারই একটা প্রভাবিত অংশ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান তাঁর 'সংবাদের মেকাপ' নিবন্ধে বলেন : "কোন কোন পত্রিকা দেখা যায় প্রথম পাতায় দিনের খবর সাজিয়েও তারা তৃপ্ত নন। সে জন্যই তারা পাঠককে উপহার দেন 'দ্বিতীয় বাইরের পাতা' (সেকেন্ড ফ্রন্ট পেজ)।... এতে আধিক্য থাকে স্থানীয় সংবাদ বা ফিচারের। অনেক পত্রিকার এ পাতা বেশ জনপ্রিয় এবং বলাই বাহুল্য প্রথম পাতার পৃষ্ঠাসজ্জার অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এর কারণে 'প্রথম বাইরের পাতা'য় (ফার্স্ট ফ্রন্ট পেজ) খবরের ভিড় কমে এবং যে কোনো পৃষ্ঠাসজ্জা-সম্পাদকের জন্যই নিঃসন্দেহে তা অনেকটা স্বস্তি বয়ে আনে।"

এতে আরেকটা সুবিধা তা হচ্ছে প্রথম পাতার ওপর যে অতিরিক্ত নিউজের চাপ পড়ে তা 'প্রথম বাইরের পাতা' বা শেষের পাতায় প্রথম পাতার মতো করে ছাপিয়ে দিয়ে প্রথম পাতাকে ঘিঞ্জির হাত থেকে রক্ষা করা। সেই সাথে পাঠকও জাম্প শিরোনামের নিউজ খুঁজতে যেতে যে হয়রানি বা অন্য পাতায় ছুটোছুটি, তা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পায়। তবে সব পত্রিকা যে শেষের পাতায় জাম্প নিউজ দেয় তা ঠিক না। এ জন্য ২-এর পাতা বা অন্যান্য পাতা ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

১৯.
শেষের পাতায় নামফলক

বর্তমানে আধুনিক রূপরেখায় প্রকাশিত কিছু দৈনিক শেষের পাতাকেও প্রথম পাতার মতো মর্যাদার সাথে ব্যবহার করছে। আসলে প্রথম পাতায় সব নিউজের স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে সুস্থ চিন্তার মাধ্যমে শেষের পাতাকে নতুন রূপে সজ্জিত করে এতোটা গুরুত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে প্রথম পাতায় পত্রিকার নামের যে আকর্ষণীয় নামফলকটা থাকে, প্রায় সমান আকারে অথবা সামান্য কিছু ছোট করে শেষের পাতায়ও আরেকটা নামফলক দেওয়া হয়। এতে উল্টে-পাল্টে পত্রিকা হাতে নিলে শেষের পাতাকে প্রথম পাতার মতোই দেখতে মনে হয়। সংবাদের গেটাপ-মেকাপও প্রথম পাতার মতো। তাছাড়া এডিশান ডেট-ও সেঁটে দেওয়া থাকে। এতে শেষের পাতার প্রতি পাঠকের আলাদা একটা আকর্ষণ তৈরি হয়। এ রীতি কেবল আধুনিক ধাঁচের পত্রিকাগুলোতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সনাতনধর্মী পত্রিকাগুলো এ নীতি থেকে অনেক দূরে। এ কারণে পুরোনো ধারার পত্রিকাগুলোর শেষের পাতা দেখতে কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে। আর এই নীতি অনুসরণের আর একটা সুবিধা হচ্ছে- কোনো পাঠক পত্রিকা পড়লে অন্য পাঠক দূর থেকে শেষের পাতার বড় নামফলক দেখে বুঝতে পারে যে, ওই পাঠক কী পত্রিকা পড়ছে। এতে পত্রিকার প্রচারও হয় বলা যেতে পারে। কোথায়, কোন পাঠক, কয়টা ওই পত্রিকা পড়ছে- তা আশপাশের সব পত্রিকার পাঠকই পেছনের পাতা দেখে বুঝতে পারে, এতে প্রচার সংখ্যাও প্রভাবিত হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম ভাগ
দৈনিক পত্রিকায় টুকরো সংবাদ

সূচনা পর্ব

প্রায় এক দশকের অধিককাল আগে দৈনিক পত্রিকার ভেতরের পাতায় বিশেষ করে মফস্বল পাতায় 'টুকরো সংবাদ', 'গুচ্ছ সংবাদ'– এ রকম শিরোনাম দিয়ে বেশ কয়েকটি সংবাদকে উপ-শিরোনামের মাধ্যমে একত্রে যুক্ত করে ছাপা হতো। তখন ওইসব গুচ্ছ সংবাদের আলাদা কোনো শিরোনাম বা কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। তখন সংবাদের গুরুত্বটা এখনকার মতো পরিকল্পনা নিয়ে বিবেচনা করা হতো কিনা তা অবশ্য অতীতের পত্রিকাগুলো পড়ে দেখে বোঝা যায় না। তবে এটা খুবই স্পষ্ট যে, তখন সাধারণ ক্ষুদ্র আকারের মফস্বল সংবাদগুলোকে এভাবে 'টুকরো খবর', 'গুচ্ছ সংবাদ' শিরোনাম দিয়ে ছাপা হতো।

বর্তমানে এখন অনেক কিছুর ধরন পাল্টে গেছে। সেই সাথে পাল্টে গেছে সংবাদপত্রের কাঠামোগত রূপ। এখন প্রতিযোগিতার যুগে কৌশলগত অনেক চিন্তা-চেতনার সমন্বয় ঘটছে সংবাদপত্রে। এমনি প্রভাব পড়ে পরিকল্পিত রূপ নিয়ে আরো সুগঠিত হয়েছে সংবাদপত্রের 'টুকরো খবর'।

টুকরো সংবাদের গুরুত্ব

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে বহুগুন। এখন মানবসমাজে সবচেয়ে বড় অভাব চলছে সময়ের। তাই যে কোনো কর্মক্ষেত্রে মানুষ সময় বাঁচাতে সচেষ্ট।

সচেতন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত চব্বিশ ঘণ্টায় বিশ্বের কোথায় কী ঘটেছে তা দিনের শুরুতে সময়-সুযোগ বুঝে জেনে নেওয়ার জন্য মানুষ সংবাদপত্রের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। আর অন্যান্য গণমাধ্যমের চেয়ে সংবাদপত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে যে, ব্যস্ততার এক ফাঁকে পত্রিকা খুলে এক নজর চোখ বুলালেই সব জানা হয়ে যায়। এ কারণে সংবাদপত্র বেশি গুরুত্ব বহন করে। আর এই গুরুত্ব অনুধাবন করেই বিশেষ পর্যায়ের মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা পরিকল্পিতভাবে যতটুকু সম্ভব বা যেখানে যতটুকু দরকার সংক্ষিপ্ত আকারে সংবাদপত্র প্রকাশ করছে। এই সময় বাঁচানোর প্রয়োজনীয়তাটা গণমাধ্যমবিদরা অনুভব করে সংবাদ ও প্রতিবেদনে একটা

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত রূপ প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে ব্যস্ত পাঠক পড়তে ক্লান্তি বোধ না করে এবং সংবাদের যথাযথ মানও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের প্রথম মহাপরিচালক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম আবদুস সালামের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি তাঁর 'সম্পাদকীয় নিবন্ধ : বিষয় নির্বাচনে সমস্যা' নিবন্ধে বলেন : "পাঠকরা অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সংবাদপত্র পড়েন। তারা আসল কথাটা তাড়াতাড়ি জানতে চান।" এই উক্তিটি টুকরো সংবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমান সময়ে বেশকিছু পত্রিকায় একশ্রেণীর অতি গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট আকারের সংবাদ দেখা যায়। এ নিবন্ধে সেইসব ব্যস্ত মানুষের সময় বাঁচানোর প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে রচনা করা টুকরো সংবাদ নিয়েই আলোচনা।

টুকরো সংবাদের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান এই যান্ত্রিক যুগে হাজারো ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে টুকরো সংবাদের পরিকল্পিত রূপরেখার জন্ম হয়েছে। একজন ব্যস্ত মানুষ খুব সকালে হয়তো কিছুক্ষণ একটি পত্রিকা পড়বেন, যে পত্রিকাটি তার মনের মতো করে সাজানো। পাঠক প্রথমে খুঁজে সংক্ষিপ্ত আকারের মাত্র কয়েক লাইনে যথাসম্ভব স্বল্প-শব্দে ব্যক্ত করা জরুরি অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ। মানুষের এমন মনোভাব বা চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো কোনো সংবাদপত্রের নীতি-নির্ধারকরা প্রথম পাতায় ছোট আকারের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে স্থান দেয়। সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব টুকরো সংবাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

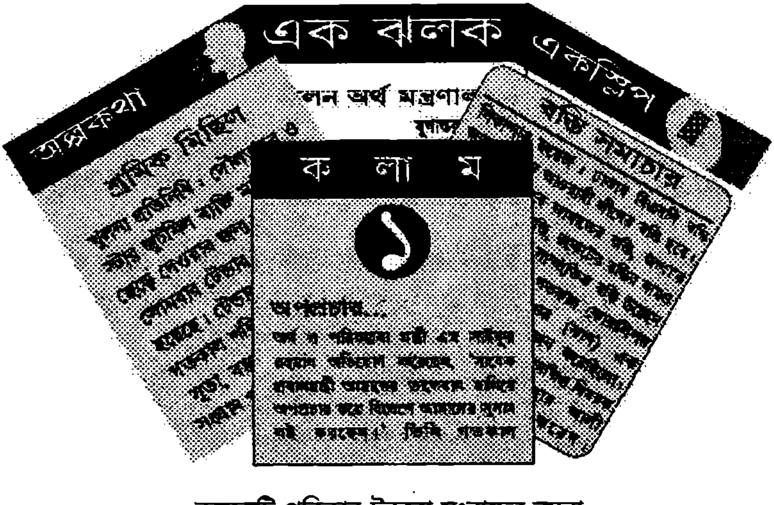

কয়েকটি পত্রিকার টুকরো সংবাদের নমুনা

www.pathagar.com

শিরোনাম

কোনো কোনো পত্রিকা টুকরো সংবাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গা এবং একটা নির্দিষ্ট শিরোনাম রাখে, অনেকটা কলাম আকারে। আবার কোনো কোনো পত্রিকা কোনো শিরোনাম রাখে না। যেসব পত্রিকা শিরোনাম রাখে তারা ওই শিরোনামের নীচে দিনের নির্বাচিত সব টুকরো সংবাদকে আলাদা-আলাদা উপ-শিরোনাম দিয়ে সাজায়। পাঠক খুব সকালে যখন পত্রিকা হাতে নেয় তখন নিত্যদিনের অভ্যাসবশত ওই শিরোনামের নীচে কী কী টুকরো সংবাদ জমা হয়েছে তা এক নজর দেখে নেয়। এ কারণে এ ধরনের টুকরো সংবাদের জন্য পত্রিকার প্রথম পাতায় বা শেষের পাতায় বোধহয় একটা নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকা উত্তম, যাতে পাঠক প্রতিদিন সকালে সেই টুকরো সংবাদের জন্য ওই জায়গাই অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ পাঠক যেন নিশ্চিত থাকে যে, ওই গুরুত্বপূর্ণ ছোট সংবাদগুলো গত চব্বিশ ঘণ্টায় সৃষ্টি হয়ে থাকলে ওই নির্ধারিত জায়গায় বা শিরোনামে পাওয়া যাবেই।

উপ-শিরোনাম

টুকরো সংবাদে এক সাথে অনেকগুলো খবর থাকে। প্রতিটি সংবাদের আলাদা-আলাদা উপ-শিরোনাম থাকে। সংবাদকর্মীরা কোনো সংবাদের শিরোনাম তো সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় করতে সচেষ্ট হয়ই, সেই সাথে টুকরো সংবাদের উপ-শিরোনাম তৈরির সময় আরো যত্নবান হওয়া দরকার। দুই থেকে তিনটি শব্দে যেন আকর্ষণীয় উপ-শিরোনাম রচনা করা যায় এবং যাতে কোনোক্রমেই উপ-শিরোনাম দ্বিতীয় লাইনে জায়গা না করে নেয়। এক লাইনে এবং প্রতিদিন একই নম্বরের টাইপে উপ-শিরোনাম করা হলে টুকরো সংবাদের কলামটি সুন্দর দেখায় এবং পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়।

টুকরো সংবাদের বৈশিষ্ট্য

টুকরো সংবাদের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সংবাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান সময়ের প্রথম পাতার টুকরো সংবাদকে সব সংবাদের নির্যাস বলা যেতে পারে। এ সংবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনগুরুত্বসম্পন্ন, চিত্তাকর্ষক, তথ্যসমৃদ্ধ বা মানবসমাজের অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক কিছু উদ্ধৃত থাকে, যা পাঠককে কোনো না কোনোভাবে আকর্ষণ করবেই।

এসব সংবাদের কাঠামো কেমন হবে তা সংশ্লিষ্ট পত্রিকার নীতি-নির্ধারকদের পূর্বেই নির্ধারণ করে দেওয়া দরকার। যারা পরিকল্পিত সংবাদপত্র সম্পাদনা করছেন তাদের টুকরো সংবাদের কাঠামো কয় লাইন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে বা নিম্নে কত লাইন, ঊর্ধ্বে কত লাইন এবং কেন এতো লাইনের বেশি টুকরো সংবাদকে বর্ধিত করা যাবে না তা-ও আগে আলোচনা করে সংবাদকর্মীদের জানিয়ে দেয়া কর্তব্য, যাতে বেঁধে

www.pathagar.com

দেওয়া নিয়ম সংবাদকর্মীরা অতিক্রম না করে। যেহেতু অন্যান্য সংবাদের চেয়ে টুকরো সংবাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকবে, সেহেতু ওই সংবাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সংবাদকর্মীকে প্রতিদিন ওই টুকরো সংবাদ বিভিন্ন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে তাদের নির্ধারণ করা বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষণে কিছুটা ব্যস্ত সময় কাটানো প্রয়োজন। ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে নির্দেশনা দেওয়া উচিত। এভাবে টুকরো সংবাদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সংবাদকর্মীরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে এমনিতেই সব স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকে।

উৎস ও প্রকারভেদ

সাধারণত চার প্রকার টুকরো সংবাদ পত্রিকায় সচরাচর দেখা যায়। আন্তর্জাতিক, জাতীয়, মফস্বল ও ক্রীড়া। সংবাদপত্রে এই চারটি বিভাগই হচ্ছে এ টুকরো সংবাদগুলোর প্রধান উৎস। তার মধ্যে অবশ্য প্রথম তিন প্রকার টুকরো সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় ছাপা হয়। এবং ক্রীড়া বিভাগ থেকে কম টুকরো সংবাদ আসে। তবে বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, চিকিৎসা, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিভাগে টুকরো সংবাদের রূপরেখার আলোকে কোনো আকর্ষণীয় সংবাদ-সূত্র থাকলে, টুকরো সংবাদের পূর্ব-পরামর্শ স্মরণ করে, ওই বিভাগ থেকে তৎক্ষণাৎ ওই সব সংবাদ টুকরো সংবাদে রূপ নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সংবাদকর্মীর কাছে জমা হয়। এ কারণে টুকরো সংবাদের কলামে কখনো কখনো ভিন্ন বিষয়ভুক্ত সংবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে একটি অনুসন্ধানীর মাধ্যমে এক মাসের পাঁচটি জাতীয় দৈনিকে অনুসন্ধান চালিয়ে এই সব তথ্য পাওয়া গেল।

প্রথম পাতার টুকরো সংবাদের অনুসন্ধানী ছক–১

ক্র. নং	পত্রিকার নাম	আন্তর্জাতিক	জাতীয়	মফস্বল	ক্রীড়া	তথ্যপ্রযুক্তি	চিকিৎসা	অর্থনীতি
১.	আজকের কাগজ	–	৪৮	১০	–	–	১	২
২.	ভোরের কাগজ	–	৮	৪৩	–	–	–	–
৩.	প্রথম আলো	৩	২৩	২৬	–	–	১	–
৪.	বাংলাবাজার পত্রিকা	১৭	১০	৩২	–	–	–	–
৫.	যুগান্তর	–	৬	১১	–	–	১	১
	মোট	২০	৯৫	১২২	–	–	৩	৩

মাসের নাম : আগস্ট, ২০০১

মোট পত্রিকা : ৫টি

মোট সংবাদের সংখ্যা : ২৪৩

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক	:	২০
জাতীয়	:	৯৫
মফস্বল	:	১২২
ক্রীড়া	:	×
তথ্য প্রযুক্তি	:	×
চিকিৎসা	:	৩
অর্থনীতি	:	৩
মন্তব্য	:	

অন্যান্য বিভাগে টুকরো সংবাদ

সাধারণত দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছোট সংবাদগুলো আন্তর্জাতিক ডেস্ক, মফস্বল, অর্থনীতি ও ক্রীড়া বিভাগ থেকে যথারীতি প্রথম পাতায় চলে যায়। আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ববহ সংবাদগুলো নিজ বিভাগে ভিন্ন শিরোনামে আলাদা আলাদা টুকরো সংবাদের কলামে স্থান পায়। তবে সব পত্রিকা যে সব বিভাগে এটা করে তা কিন্তু নয়। কোনো কোনো পত্রিকার কোনো কোনো বিভাগ তা করে থাকে। ওইসব বিভাগে শুধু ওই বিভাগ সংক্রান্ত সংবাদই স্থান পায়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম ভাগ

সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার

সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। এ গণমাধ্যমটি অন্যান্যগুলোর চেয়ে জনমনে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এ কারণে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সর্বমহলে সমাদৃত। সংবাদপত্রের সাথে ব্যক্তিত্বের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সংবাদপত্রের বেশিরভাগ পাতায় শিল্প, সাহিত্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন বিশেষ ব্যক্তিগণ সংবাদ হয়ে আসেন। আর এ সংবাদ পাঠক মহলে অত্যধিক প্রাধান্য পায়। এ কারণে পত্রিকাগুলো প্রতিভাবান ব্যক্তিগণকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের মতামত, পরামর্শ, উপদেশ সম্বলিত বিভিন্ন ফিচার, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ছাপে। অন্যদিকে ওইসব মেধাসম্পন্ন মানুষ নিজেদের ব্যক্তিত্বকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে সাধারণ পাঠকের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এতে সংবাদপত্র কোনো কোনো ব্যক্তির প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমন্বয়ে প্রতিবেদন ছাপিয়ে পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়। এমনিভাবে মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিজেদের আরো পরিচিত করে তুলেন। ফলে সংবাদপত্র ও ব্যক্তিত্ব একে অন্যের কাছে এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র চায় তার অধিক প্রচার, আর ব্যক্তিত্ব প্রচার চায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব নিজে প্রচারিত হতে পারে না সংবাদপত্র ছাড়া; আর সংবাদপত্র প্রচারিত হয় ব্যক্তিত্বকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে। এই যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক– এটা চিরন্তন সত্য।

অনেক সময় সংবাদকর্মীদের মাঝে অনেক প্রশ্নের উদয় হয় শিল্প, সাহিত্য ও চলমান রাজনীতি নিয়ে। কখনো কখনো সংবাদকর্মীগণ উদিত প্রশ্নের জবাব জানার পরও ব্যক্তির সমর্থনের অভাবে লিখতে পারে না। এ কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাথে সংবাদকর্মীরা আলাপ করে প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে একটা সমান্তরাল সম্পর্ক এনে ফিচার তৈরি করে। আবার দেখা যায়, ওই ব্যক্তিত্বের সাথে আলাপ করতে করতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে এসেছে যা পাঠক মহলে খুবই গুরুত্ব পাবে; হয়তো আলাপের আগে ওই সংবাদকর্মীরও বিষয়টি জানা ছিল না। এমন অভাবনীয় বিষয় বেরিয়ে আসে যা সংবাদপত্রকে আরো দায়িত্বশীল করে, সেই সাথে পাঠককে করে মুগ্ধ। এইসব ব্যক্তিত্বের ছাপ সংবাদপত্রে সংবাদকর্মীরা দুইভাবে উপস্থাপন করে– ১. সরাসরি আলাপ

www.pathagar.com

করে সংবাদ আকারে ও ২. সাক্ষাৎকার আকারে। সাধারণভাবে সংবাদকর্মীরা সাক্ষাৎকার বলতে সংবাদপত্র জগতের সাক্ষাৎকার-নির্ভর সংবাদগুলোকেই বোঝেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির সাথে আলাপ বা মতবিনিময় করে যে সংবাদ সৃষ্টি করা হয় সাক্ষাৎকার বলতে তা-ই বোঝানো হয়। এ প্রসঙ্গে কেন মেজলার (News Gathering by Ken Metzler) বলেন, "চমৎকার রিপোর্টিং-এর শতকরা আশি ভাগই হচ্ছে ইন্টারভিউ নেয়া। সাংবাদিকতা শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে অনেক ভালো রিপোর্টারও জনগণের সাথে সঠিকভাবে কথা বলতে পারে না। অথচ যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ও অপেক্ষা করে, তার জন্য বিশেষ ধরনের পুরস্কার অপেক্ষা করতে থাকে। শুধু তথ্য ও মতামত জানাই নয় বরং নিজ জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনেক মাল-মসলা জমা হয়। সুতরাং খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে আজীবন শিক্ষণ প্রক্রিয়া।" এই মতামতে কেন মেজলার সাক্ষাৎকারভিত্তিক সংবাদ-নিবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় সংবাদ জগতে বিরাজ করছে সাক্ষাৎকার-নির্ভর আরেকটা ভিন্ন ধরনের চিত্র। আমাদের পত্রিকাগুলোতে সংবাদধর্মী সাক্ষাৎকার তো আছেই সেই সাথে আছে সংলাপধর্মী কিছু মৌলিক সাক্ষাৎকার। এই সংলাপধর্মী সাক্ষাৎকারগুলোর নির্দিষ্ট রূপরেখা বা স্ব-স্ব গঠন শৈলী নিয়ে পরিকল্পিত ধারার পত্রিকাগুলোতে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে।

এই নিবন্ধে শুধু ওইসব সংলাপধর্মী সাক্ষাৎকার (Q. and A.)-এর গুরুত্ব নিয়েই আলোকপাত করা হচ্ছে।

এ দেশের সংবাদপত্রে এমনিতেই সংলাপধর্মী সাক্ষাৎকার কম। মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি পত্রিকা বিশেষ আইটেম হিসেবে এ ধরনের সাক্ষাৎকার বিচ্ছিন্নভাবে ছাপানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো পত্রিকা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে এতো বেশি দীর্ঘ করে ফেলে যে, অযথা অতিরিক্ত প্রশ্ন-উত্তরে সাক্ষাৎকারগুলো ভারি হয়ে যায়। এসব সাক্ষাৎকার পড়তে অনেক সময় পাঠক আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। প্রশ্ন ও উত্তর অতিদীর্ঘ হওয়ার কারণে পাঠক বেছে বেছে আকর্ষণীয় প্রশ্ন-উত্তরের অংশটুকু পড়ে থাকে। আসলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে একটু সজাগ ও যত্নবান হলে এ ধরনের সমস্যা কেটে উঠা সম্ভব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে লক্ষণীয় বিষয়

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে অবশ্যই কৌশলী হতে হবে। কিছু কিছু সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চারটি পয়েন্ট সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সংবাদকর্মীর অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন–

১. কোনো কোনো সময় শিল্প, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক অঙ্গনের কোনো ব্যক্তি বিতর্কিত কথাবার্তা বলে ফেলে বা বিতর্কিত ভূমিকা পালন করে। তখন পাঠকের

www.pathagar.com

কাছে ওই ব্যক্তি কৌতূহলী নানা প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। সাধারণ মানুষ মানসিকভাবে তার পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে সংবাদকর্মীরা অনেক প্রশ্ন নিয়ে তার মুখোমুখি হয় সংবাদ তৈরি করার জন্য কিংবা সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য।

২. রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে হঠাৎ কোনো ব্যক্তিকে অপসারণ করা হলে অথবা কোনো ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলে পাঠক মহল তার মতামত সম্পন্ন সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করে। তখনই কোনো কোনো সংবাদকর্মীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় ওই ব্যক্তির প্রতি।

৩. অনেক সময় প্রশ্ন করার পরও উত্তরদাতা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে কৌশলে সঠিক উত্তর এড়িয়ে গিয়ে দায়সারা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দিয়ে মুক্তি পেতে চান। তখন সংবাদকর্মীর উচিত কৌশলে প্রশ্ন করে পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়া যে, উত্তরদাতা প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

৪. অনেক সময় প্রশ্ন-উত্তরের মাঝে নতুন প্রশ্নের উদয় হয়। এবং তাৎক্ষণিক বেরিয়ে আসা প্রশ্নে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসে, যা পাঠকের কাছে খুবই গ্রহণীয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রস্তুতি

কোনো সংবাদকর্মী যখন সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্যোগ নেন তখন তার অবশ্য ব্যক্তি ও বিষয় নির্বাচনের সাথে সাথে সম্ভাব্য প্রশ্নমালা নিয়ে একটা পূর্ব-প্রস্তুতি থাকা দরকার। যাতে সাক্ষাৎকার পর্বটি পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ ব্যাপারে ডানিয়েল আর উইলয়ামসন (News Gathering by Daniel R. Williamson.) বলেন, "সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে ইন্টারভিউ গ্রহণকারী ব্যক্তির এবং যে বিষয়ে ইন্টারভিউ নেয়া হবে তার পটভূমি জানার পৃথক প্রস্তুতি নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক শেখ এনামূল হক তাঁর 'সংবাদপত্রের রূপরেখা' গ্রন্থে বলেছেন : "সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করলে রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চমৎকার ও তাক লাগানো প্রশ্ন করতে পারেন এবং এভাবেই সাংবাদিকরা সমাজে অভিপ্রেত ভূমিকা রাখতে পারেন। এ সম্পর্কে ফ্রাঙ্ক বুর্টান (News Room by Frank Burton) এক মজার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, আফ্রিকার একজন জননন্দিত রাজনীতিক কেনিয়ার মই কিবাকী (Mwai Kibaki) প্রায় অভিযোগ করে বলতেন, রিপোর্টাররা হোমওয়ার্ক করে না। রিপোর্টার যে মন্ত্রী বা ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নিতে চান, তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখময় অতীতে আঁচড় কাটতে পারলে তাহলে সেটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।"

অবশ্য একই প্রসঙ্গে একটু ভিন্নভাবে সাংবাদিকতা প্রথম পাঠ গ্রন্থে (খ. আলী আর রাজী, মঞ্জুরুল ইসলাম, নাঈমুল ইসলাম খান) লেখকত্রয় বলেছেন : "সাক্ষাৎকারের আগেই সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে যতোদূর সম্ভব খবরা-খবর সংগ্রহ করে জেনে নিতে

www.pathagar.com

হবে। পুরনো পত্রপত্রিকা ঘেঁটে, সাক্ষাৎকারদাতার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কারও সাথে কথা বলে সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে ধারণা নিয়ে নিতে পারেন প্রতিবেদক। কোন কোন প্রশ্ন তিনি করবেন তাও আগে থেকে নির্ধারণ করতে পারেন এই পড়াশুনার মধ্য দিয়েই। যে বিষয়ে প্রতিবেদক কথা বলবেন সে বিষয়টি সম্পর্কে সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন বা বইপুস্তক তার পড়ে নেয়া উচিত।"

সাক্ষাৎকার নিবন্ধ তৈরির সময় সাক্ষাৎকারদাতাকে সংবাদকর্মীর মুখোমুখি হতেই হয়। তবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিরা অনেক সময় সংবাদকর্মীদের ইচ্ছানুযায়ী সরাসরি মুখোমুখি হতে চান না, যদিও সাক্ষাৎকার দিতে একেবারে অনিহা থাকে না। এসব ক্ষেত্রে ওই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'দেখি প্রশ্নমালায় কী কী আছে'– এই বলে প্রশ্নপত্রটি নিয়ে পড়ে দেখে হয়তো বলতে পারেন– 'উত্তর লিখে রাখব, ক'দিন পরে ফোন করে এসে নিয়ে যাবেন'। এ রকম পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীর পুরো প্রশ্নমালা তৈরি করে সম্ভব হলে কম্পিউটারে কম্পোজ করে রাখা ভালো। যাতে চাওয়ার সাথে সাথে পরিচ্ছন্ন একটি প্রশ্নপত্র ওই সম্মানিত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যায়। এ কারণে সাক্ষাৎকারের পূর্ব প্রস্তুতি বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে আরো জরুরি।

সাক্ষাৎকারের শৈল্পিকতা ও গেটাপ-মেকাপ

যে কোনো ধরনের সাক্ষাৎকার নিবন্ধ ছাপানোর জন্য সংবাদপত্রের পাতায় সব সময় একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা দরকার। সেই সাথে নির্দিষ্ট কাঠামো ও নির্দিষ্ট গেটাপ-মেকাপ থাকা প্রয়োজন। এতে সংবাদপত্রের নান্দনিকতা প্রকাশ পায়। কারণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাক্ষাৎকার সংবাদের মতো প্রতিবেদনধর্মী নয়। সংবাদ ও সাক্ষাৎকারের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত অনেক ব্যবধান। যা ঘটে এবং যা রটে তা থেকেই সংবাদ সৃষ্টি হয়। আর সাক্ষাৎকার সৃষ্টি হয় একজন সংবাদকর্মীর সুচিন্তিত অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে। এর গঠন-কাঠামো হয় সংলাপধর্মী– এ জন্য সাক্ষাৎকারকে সংবাদ ছাপানোর সময় একই পাতায় অঙ্গীভূত করে একাকার না করে এর জন্য ভিন্ন পাতায় আলাদা স্পেস বরাদ্দ করা দরকার। এতে পাঠক ভিন্নতার সন্ধানে নির্দিষ্ট জায়গায় স্বাভাবিকভাবে সাক্ষাৎকার নিবন্ধের খোঁজ করবে।

দ্বিতীয় ভাগ

সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ

'সাংবাদিকতা প্রথম পাঠ' গ্রন্থে ভিন্নভাবে চার প্রকার সাক্ষাৎকারের ধারণা পাওয়া যায়। যথা–

১. সংবাদ সাক্ষাৎকার : তথ্য সংগ্রহ করে সাদামাটা প্রতিবেদন নির্মাণের জন্য এ ধরনের সাক্ষাৎকার একজন প্রতিবেদককে প্রতিদিন নিতে হয়।

২. অভিমত সাক্ষাৎকার : এ ধরনের সাক্ষাৎকার সাংবাদিকের ধারণা বা প্রশ্ন এবং

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারদাতার উত্তর বা অভিমতের সংমিশ্রণ।

৩. ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার : এ স্টোরি একজন বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎকারকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়।

৪. গোষ্ঠী সাক্ষাৎকার : এ সাক্ষাৎকারে অনেক মানুষের অভিমত তুলে ধরা হয়।

কিন্তু বর্তমান সময়ে দেশীয় পত্রপত্রিকাগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কাঠামোর বেশ কয়েক রকম সাক্ষাৎকার দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলোকে প্রথমত ভাগ করা যায় এভাবে–

ছকচিত্রে সাক্ষাৎকারের শ্রেণী বিভাগ

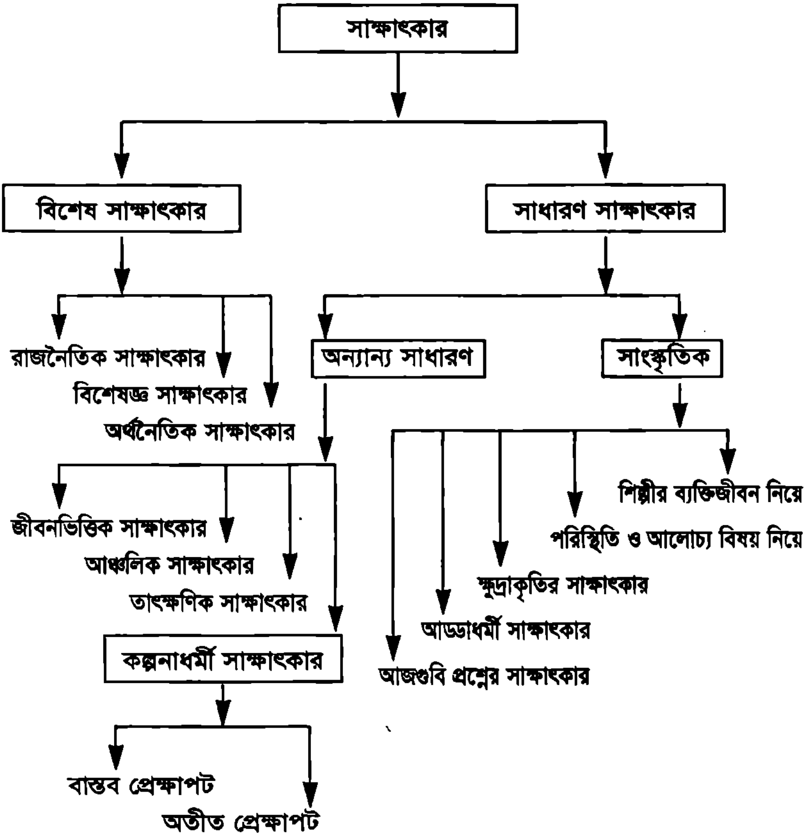

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে পাওয়া সাক্ষাৎকারগুলোকে সাধারণভাবে প্রথমত দুই স্তরে ভাগ করা যায়।

১. বিশেষ সাক্ষাৎকার ও

২. সাধারণ সাক্ষাৎকার।

সাধারণ সাক্ষাৎকার প্রায় মাঝে মধ্যে সব দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেখা যায়। তবে কোনো কোনো পত্রিকা প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনুধাবন করে বেশ যত্নসহকারে ইদানীং বিশেষ সাক্ষাৎকার ছাপে।

বিশেষ সাক্ষাৎকার

বিশেষ সাক্ষাৎকার কোন কোন প্রসঙ্গে হওয়া উচিত তা একজন সম্পাদক বা সংবাদকর্মীর দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। তবে বিষয়টা আরো স্বচ্ছ করার প্রয়োজনে নিম্নে শ্রেণীবিভাগ করে তুলে ধরা হলো।

১. রাজনৈতিক

অনেক সময় কোনো রাজনীতিকের বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আবার কোনো রাজনীতিক দলের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে বা কোনো দল যখন দলীয় কারণে দেশ ও জনগণের স্বার্থ তুচ্ছ করে বিরূপ ভূমিকা রাখে, সেই চরম পরিস্থিতিতে কোনো দলীয় নেতা যদি উল্টো দলের বিপক্ষে যায়, তখন রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

২. বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকার

বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারও পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা প্রযুক্তি, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সেক্টরে আছেন, তারা সেই সব সেক্টরের ভেতরের কথা অন্যান্যদের চেয়ে ভালো জানেন এবং বোঝেন। শুধু তাই নয়, নিজ নিজ সেক্টরের মতো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সেক্টরের কার্যক্রম কোন পর্যায়ে রয়েছে তাও তাদের নখদর্পণে। ফলে উপযুক্ত প্রশ্নমালা তাদের সামনে তুলে ধরা হলে তার উত্তরসমূহ পাঠকপ্রিয়তা পাবে– এমন দুর্লভ সাক্ষাৎকার তাদের কাছ থেকে অর্জন করা সম্ভব। অনেক সময় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণালব্ধ সাম্প্রতিক প্রসঙ্গও তারা সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেন, এতে পাঠক অজানার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।

ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার বিষয়ে 'সাংবাদিকতা প্রথম পাঠ' গ্রন্থে বলা হয়েছে– "ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার পাঠকের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। যাঁরা খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন

www.pathagar.com

কিংবা কোনো কারণে যাঁরা আর দশজন মানুষ থেকে বিশিষ্ট তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটি-নাটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ভাবনা-চিন্তা বা সাফল্য সম্পর্কে পাঠক জানতে চান।"

অবশ্য ওই গ্রন্থে ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার বলতে লেখকত্রয় বিনোদন জগতের ব্যক্তিত্বদেরও বুঝিয়েছেন কিন্তু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার বলতে বিনোদন জগত ছাড়াও অন্যান্য সেক্টরের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেরও বোঝানো হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক

অর্থনীতি হচ্ছে জীবনের তথা বিশ্বের চালিকা শক্তি। অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ দেশগুলো আজ বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে। এ কারণে অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে এগিয়ে চলে দেশ ও জাতি। এ জন্য সারা বিশ্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে প্রতিটি দৈনিকে রেখেছেন অর্থনীতিবিষয়ক পাতা ও সংবাদকর্মী। ওই বিভাগের সংবাদকর্মীরা প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর নিয়ে অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদ তৈরি করছেন। তারপরও আমাদের রফতানিমুখী শিল্পপণ্য, লাভজনক-অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান, আমদানিমুখী শিল্প, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রসার লাভ করা কোনো শিল্প বা সফল শিল্পপতি প্রভৃতি সম্পর্কে মতামতসম্পন্ন অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিশেষ সাক্ষাৎকার পাঠক মহলে বেশ আকর্ষণীয়।

বিশেষ সাক্ষাৎকারদাতার পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা

সংবাদপত্রে যেসব বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ছাপা হয় তারা অবশ্যই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি। তাদের রয়েছে গৌরবময় অতীত, বিচিত্র পেশাগত অভিজ্ঞতা আর বর্ণাঢ্য শিক্ষাজীবন। সংবাদপত্রের কর্মীরা চলমান প্রসঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ ব্যক্তি শনাক্ত করে এমন কিছু মতামতসম্পন্ন সাক্ষাৎকার ছাপেন, যা পাঠকের কাছে সময়োপযোগী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সাক্ষাৎকারদাতার বিজ্ঞতা প্রকাশ করে সাক্ষাৎকারকে আকর্ষণীয় করার জন্য সাক্ষাৎকারদাতা বিশেষ ব্যক্তির শিক্ষাজীবন, পেশাগত জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়, গবেষণা (প্রকাশনা যদি থাকে) সংক্রান্ত ডিগ্রি, বছরের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ইংরেজি সালে উল্লেখ করে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সাক্ষাৎকার-নিবন্ধে জুড়ে দিলে পরিচিতি পড়ে ওই সাক্ষাৎকারদাতার প্রতি পাঠকের বিশেষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে সম্মান বোধ জন্মে। এতে সাক্ষাৎকার নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারদাতার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মতামত পাঠকের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায়। পাঠক আগ্রহভরে পরিচিতি পড়ে ব্যক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করে পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি পড়তে আরো আগ্রহী হয়।

www.pathagar.com

একটি পত্রিকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিশেষ সাক্ষাৎকার হিসেবে একজন বিশিষ্ট ব্যাংকারের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। ওই সাক্ষাৎকারের শুরুতেই পরিচিতি পর্বে সাক্ষাৎকারদাতার বিশেষত্ব হিসেবে তার শিক্ষাজীবন ও কর্মময় জীবনের প্রতি আলোকপাত করা হয় এভাবে–

"বিশিষ্ট ব্যাংকার জনাব আবদুল রকীব ১৯৪২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর থানার ছলিমাবাদ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব রকীব ১৯৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে কৃষি উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ে এমএডিই ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিশ্ব ব্যাংকের ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের একজন আন্তর্জাতিক ফেলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। জনাব আবদুর রকীব তদানীন্তন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, পাকিস্তানের একজন ডিপ্লোমা অ্যাসোসিয়েট। তিনি পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের সদস্য ছিলেন। তিনি গ্রামীণ ফান্ড এবং আইইউবিটিএ-এর বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য। জনাব আবদুর রকীব ১৯৬৭ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে তার বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ারের সূচনা করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা প্রধান, অঞ্চল ও বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রধানসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রেষণে বিআইবিএম-এর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।"

সাক্ষাৎকারের পরিবেশ ও সময় বর্ণনা

পাঠককে সাক্ষাৎকার নিবন্ধ পাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সূচনা পর্বে পরিচিতি হিসেবে বিশেষ সাক্ষাৎকারদাতা ও বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারদাতার প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বর্ণনা দেওয়া হয়। এটা ওই প্রতিবেদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে দেশের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ অনেক সাক্ষাৎকারদাতার ওই রকম বর্ণাঢ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে না। আপন প্রতিভা বলে তারা কোনো না কোনোভাবে জাতির কাছে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করে। ওই সব খ্যাতিসম্পন্ন সাক্ষাৎকারদাতার সাক্ষাৎকার রচনাকালে হুট করে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু না করে, সূচনা পর্বে সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরিবেশ ও সময়কাল বর্ণনা করলে পাঠকের কাছে সাক্ষাৎকারটি বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগমুহূর্তে কী কী ঘটেছে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিক কী রকম পরিবেশে তা গ্রহণ করেছেন, এটা পাঠকের জানার সুযোগ তৈরি হয়।

সাক্ষাৎকার নিবন্ধের জন্য যে এটা একটা বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করা– তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সূচনা পর্বটা এরকম হওয়া উচিত–

www.pathagar.com

“১২ নভেম্বর বেলা ৩টা। অর্থমন্ত্রীর মিন্টো রোডের বাসা। হালকা নীল রঙের কার্পেটে ঢাকা গেস্টরুম। সারা রুমে দেয়াল ঘেঁষে সোফা বিছানো। গেস্টরুমে জনাত্রিশেক লোকের নীরব প্রতীক্ষা। এর মধ্যে দু'একজন নেতাগোচের লোক এক কোণে বসে নিচু স্বরে কথা বলছেন। কথাবার্তায় ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, এরা মন্ত্রীর এলাকার লোক। পূর্ব-নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এ প্রতিবেদককে মন্ত্রী মহোদয়ের সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা, সময় বিকেল ৩টা। ক্রমে ৪টা বেজে গেলো। অপেক্ষমাণ মানুষের উদ্বিগ্নতা বাড়ছে এরপর ৫টা। মন্ত্রী এলেন। পরিচয় দিতেই মন্ত্রী মহোদয় সবার আগে জানতে চাইলেন, “২০ মিনিটে আপনার হবে তো?”

এভাবে শুরু হতে পারে সাক্ষাৎকার নিবন্ধের সূচনা পর্ব।

সাক্ষাৎকারের সংবাদ

বিশেষ সাক্ষাৎকার একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের বেশির ভাগ অংশ ভেতরের পাতায় ছাপা হয়। নিবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার কারণে প্রথম পাতায় সম্পূর্ণ স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। পাঠককে আকর্ষণ করার জন্য কোনো কোনো পত্রিকা বিশেষ সাক্ষাৎকার নিবন্ধের প্রথমাংশ সামান্য কিছু প্রথম পাতায় এবং বাকি অংশ ভেতরের পাতায় ছাপায়। আবার কোনো কোনো পত্রিকা সাক্ষাৎকারদাতার গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের কিছু উদ্ধৃতি ও মূল সাক্ষাৎকারের সার-সংক্ষেপ নিয়ে একটি বক্স-নিউজ করে প্রথম পাতায় ছাপে এবং নিউজের শেষে বিশেষ বল চিহ্নের মাধ্যমে একটু বড় টাইপে Jump lines দিয়ে উল্লেখ করা হয়– 'সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ দেখুন অমুক পাতায়'। এই বিশেষ সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠকের মনে বাড়তি আকর্ষণ যোগায়। এবং সংবাদটি পড়ার পর পাঠকের মনে পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি পড়তে প্রেরণা সৃষ্টি করে।

ঘোষণা

বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রকাশের আগের দিন সাক্ষাৎকারদাতার প্রাথমিক পরিচিতি ও সাক্ষাৎকারের বিষয়ের উপর ঘোষণা প্রকাশ করা একটা পাঠক পছন্দনীয় রীতি। এ রকম ঘোষণা পাঠককে সাক্ষাৎকার নিবন্ধ পড়ার জন্য আগেই মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এই ধরনের বিশেষ আয়োজনের বিশেষ ঘোষণা দেওয়ার রীতি অনেক পাঠকের কাছে খুবই পছন্দের বিষয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ

সাধারণ সাক্ষাৎকার

অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারগুলো সাধারণ সাক্ষাৎকারের পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য ক্ষেত্র, বয়স বা রুচি বিশেষে সাধারণ সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব পাঠক মহলে কম নয়। সংবাদপত্রে বিশেষ সাক্ষাৎকার ছাড়াও এমন কিছু সাধারণ সাক্ষাৎকার আছে যা পাঠকের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার কারণে সংবাদপত্রেও বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছে। সাধারণ সাক্ষাৎকার ও বিনোদনধর্মী সাক্ষাৎকারের মধ্যে কোনো কোনো পত্রিকায় এমন কিছু সাক্ষাৎকার আছে যা কলামের মতো বিশেষ নাম নিয়ে স্থায়ী উপকরণ হিসেবে প্রতি সংখ্যায় পাঠকের হাতে আসছে। এই সাক্ষাৎকারগুলোই সংবাদপত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎকারের সাথে মর্যাদার দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত।

নীচে কয়েক রকম সাক্ষাৎকারের স্বরূপ বর্ণনা করা হলো।

সাংস্কৃতিক

সিনেমা-নাটকের নায়ক-নায়িকা, প্রবীণ ও নবাগত শিল্পীদের সাক্ষাৎকার, কণ্ঠশিল্পী বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্যান্য কলাকুশলীদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাক্ষাৎকার অনেক পাঠকের কাছে বিনোদনপূর্ণ ও আকর্ষণীয়।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিনোদন বিভাগের পাতায় বেশ কয়েক রকম সাক্ষাৎকার নিবন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। এ সাক্ষাৎকারগুলোর ধরন একেক পত্রিকায় একেক রকম। পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য পাঠকের কাছে প্রকাশের লক্ষ্যেই বোধ হয় এ রকম ভিন্নতা বিরাজমান। পর্যবেক্ষণ করে সাংস্কৃতিক পাতায় পাওয়া পাঁচ রকম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ও নমুনা আলোচনা পূর্বক নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. শিল্পীর ব্যক্তিজীবন নিয়ে

কণ্ঠশিল্পী, নাট্যশিল্পী কিংবা সিনেমা তারকা- প্রত্যেকেরই একটা ব্যক্তিজীবন আছে। একজন শিল্পীর শৈশব, কৈশোর এবং শিল্পীজীবন- এসবই পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়। একজন শিল্পী ছেলেবেলায় কোথায় বেড়ে উঠেছেন, কোথায় কোন্ স্কুলে লেখাপড়া করেছেন, বাবা-মার পেশা কী, শৈশবে জীবন-প্রকৃতি কেমন ছিল, কলেজজীবন কোথায় কেটেছে, শিক্ষা জীবনের স্মরণীয় ঘটনা, এ পেশায় কীভাবে আগমন ঘটল, কার উৎসাহ পেশাজীবনে বেশি প্রেরণা সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদি নিয়ে ভালো সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

হতে পারে, যেগুলো পাঠক খুব আগ্রহ সহকারে পড়ে। এসব সাক্ষাৎকার মাসে দুয়েকটা ছাপানোর নিয়ম সংবাদপত্রের বিনোদন বিভাগের নীতিমালার আওতায় থাকলে গঠন-বৈচিত্র্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

২.
বিরূপ পরিস্থিতি ও আলোচিত প্রসঙ্গ নিয়ে

সংস্কৃতি অঙ্গনে একজন শিল্পী যখন প্রবেশ করে তখন তার সামনে নানা রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বিড়ম্বনা আসতে পারে। এসব ঘটনা নিয়ে বিনোদন সাংবাদিকরা প্রায় তারকা শিল্পীদের মুখোমুখি হন। এগুলো সব সংবাদপত্রে প্রায় ছাপা হয়। এ সাক্ষাৎকারগুলো সাধারণ সাংস্কৃতিক সাক্ষাৎকারের আওতায় পড়তে পারে। এসব সাক্ষাৎকারে থাকে সমকালীন ক্যারিয়ারের অবস্থা, কোনো বিশেষ ঘটনা, কোনো আলোচিত বা বিতর্কিত সাংস্কৃতিক বিষয় যা অনেক সময় ব্যক্তিগত পর্যায়ের প্রশ্ন হতে পারে। কোনো ছবি সুপার হিট হলে, ভালো শিল্পীর ছবি ফ্লপ হলে, কোনো সহকর্মীকে জড়িয়ে স্ক্যান্ডাল সৃষ্টি হলে বা কেউ কারো বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করলে এ ধরনের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত এমনি একটি সাক্ষাৎকার নমুনা স্বরূপ তুলে ধরা হলো–

" ঝগড়াতে আমাকে হারাবার সাধ্য... কার : ডলি সায়ন্তনী

❑ বিয়ের পর ঝগড়াঝাটি কেমন চলছে?

● ঝগড়া আমি করি না, রবিই বাধায়।

❑ সেটা কি রকম?

● যেমন রেকর্ডিং শেষ করে রবির ফেরার কথা রাত ১০টার মধ্যে। কিন্তু রাত ১২টা বেজে গেল তবু তার কোনো খবর নেই। মেজাজটা কেমন করে ঠিক থাকে বলুন? আমারও ওইদিন কাজের ঝামেলা ছিল না। এরপর রাতে হুজুর এসে আমতা আমতা শুরু করল। তখনই শুরু হয়ে যায়?

❑ তার মানে দু'জনই সমানে চালান?

● দু'জনে আর কই চলে? আমিই বেশি কথা বলি। ও ভয়ে চুপ মেরে থাকে।

❑ তাহলে যে বললেন, ঝগড়া আপনি করেন না, রবিই বাধায়।

● রবির জন্যই তো এতো চিল্লাপাল্লা করতে হয়।

❑ শেষ পর্যন্ত কে জেতে?

● কেন আমি? আমার সঙ্গে পারবে... এমন সাধ্য কার।

www.pathagar.com

❑ এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা...

● হ্যাঁ, হ্যাঁ... অন্য প্রসঙ্গে বলুন। নইলে দেখা যাবে, আপনার সঙ্গেই আজকের দিনের ঝগড়া পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

❑ ও, তার মানে প্রতিদিনই এই কর্মটি চলে?

● তাছাড়া বলছি কি?... অনেক হয়েছে অন্য প্রসঙ্গে বলুন।

❑ কাজকর্ম কেমন চলছে?

● ভালই। তবে আমাদের এখানে শত্রুর অভাব নেই।

❑ কেন? তাদের সঙ্গেও কি ঝগড়া চলে নাকি?

● না। তা হবে কেন, তবে উল্টাপাল্টা কথা বললে আমিও ছাড়ি না... তা বুঝতে পারছি (নিজেও সাবধান হই)...

❑ শোনা যাচ্ছে, বেবী নাজনীন আপনাকে প্রথম প্লে-ব্যাকে কাজের সুযোগ করে দেন। অথচ আপনি নাকি তা স্বীকার করেন না।

● এটা অস্বীকার করার কি আছে? তবে আমার যোগ্যতা না থাকলে তো আর কেউ আমাকে ডাকতো না। আমি আমার যোগ্যতার বলেই ফিল্মে কাজ করছি।

❑ ফিল্মে যেভাবে অশ্লীল কথার গান গাইছেন... ঝগড়াতেও কি তা চলে নাকি?

● (ভুরু কুঁচকে) হুমম্‌ম, ফিল্মে আগে গাইতাম চাপে পড়ে। এখন গাইছি না। আসলে অনেকেই বাইরে বড় বড় কথা বলতে পারে কিন্তু প্রফেশন টিকিয়ে রাখতে সবাই শেষে একই লাইনে আসে। এ ধরনের বড় কথা বলে লাভ নেই।

❑ সামনে নির্বাচন... এ নিয়ে কি ভাবছেন?

● ভাববার অবকাশ আমাদের নেই। কারণ, নির্বাচন এলেই সব নির্বাচনী এলাকাতে আমাদের গান গাইতে হয়। হাঁফ ছাড়ার সময় পাই না।

❑ তাহলে তো জনসভাতেও এখন ব্যস্ত! এর কোনো আলাদ অভিজ্ঞতা আছে কি?

● গত মাসে ঢাকার পার্শ্ববর্তী একটি জেলায় গাইতে গেছি। সবার শেষে আমার গাইবার কথা। সেখানে গিয়ে খেয়াল করলাম, পাশাপাশি আরও একটি জনসভা হচ্ছে এবং সেখানেও অনেক শিল্পী গাইতে এসেছে। যাহোক কিছুক্ষণ পর আমি উঠলাম। একটি গান গাইতে না গাইতেই আমার মিউজিশিয়ান কানে ফিসফিস করে

www.pathagar.com

বললো, ডলি আপা, শিগগির নামেন। আমি প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর শুনি মটমট শব্দ। দেখি পাশের সভা থেকে লোকজন স্টেজের দিকে ছুটে আসছে। এরপর হন্তদন্ত হয়ে নেমে পড়ি। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই মঞ্চ ভেঙে একাকার। কোনো রকমে জানে বেঁচে এসেছি।"

৩.

ক্ষুদ্রাকৃতির সাক্ষাৎকার

সংস্কৃতি পাতার বেশির ভাগ পাঠক হচ্ছে অধিক বিনোদন প্রত্যাশী। তারা বিনোদন পাতা পড়েই আনন্দের জন্য আর বিনোদন জগতের নতুন নতুন তথ্যের জন্য। পাঠক সমাজকে ভিন্নতর আনন্দ দেওয়ার জন্য বিনোদন সাংবাদিক বা সিনে-সাংবাদিকরা একশ্রেণীর ছোট ছোট প্রশ্ন ও ছোট ছোট উত্তরের সাক্ষাৎকার তৈরি করে। এসব সাক্ষাৎকার তরুণ বয়সী পাঠকদের বেশি আকর্ষণ করে। এ ধরনের সাক্ষাৎকার অবশ্য সব পত্রিকায় দেখা যায় না। বলা যেতে পারে, এটা এক ধরনের বিনোদন সংবাদ সৃষ্টির কৌশল। নীচে উদাহরণ হিসেবে এমনি একটি ভিন্নধর্মী সাক্ষাৎকারের নমুনা 'আজকের কাগজ' থেকে তুলে ধরা হলো–

" রাজনীতির কথা ভাবলে কষ্ট হয় : শুভ্রদেব

❑ রাজনীতি করেন?

● করি না।

❑ কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন?

● করি না।

❑ আপনার দৃষ্টিতে রাজনীতির সংজ্ঞা কি?

● আমার দৃষ্টিতে যে নীতির দ্বারা একটা দেশের জনগণ ও পশুপাখির মঙ্গল হয় তাই হচ্ছে রাজনীতি।

❑ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেতে ইচ্ছে করে কি কখনো?

● আমি এদেশের নাগরিক। এদেশকে ভালোবাসি আমি। অনেক ভালোবাসা পেয়েছি মানুষের কাছে। যদি কখনো রাজনৈতিক ময়দানে সুস্থতা ফিরে আসে, ভালো মানুষের পার্লামেন্টে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি হয় তখন হয়তো রাজনীতিতে আসতে পারি।

❑ যদি কখনো নেতা হন?

● যদি কখনো নেতা হই তাহলে প্রধান কাজ হবে এ দেশের প্রধান সমস্যাগুলো সততার সঙ্গে সমাধান করা। আমাদের প্রধান সমস্যা

www.pathagar.com

সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মাদক, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা।

- ❑ কমিটমেন্টের দিক থেকে আপনার নীতি কি হবে?
- ● আমার নীতি হবে অর্থনৈতিক মুক্তি। মাদক অপসারণ। পরিসংখ্যান মতে ১ কোটি ৪৭ লাখ লোক নিয়মিত ধূমপায়ী। তার স্থানে এরা যদি একদিন ধূমপান না করে তাহলে কতো টাকা দেশের বেঁচে যাচ্ছে ভেবে দেখুন।
- ❑ আপনি কি আদর্শবাদী?
- ● অবশ্যই।
- ❑ আপনি যদি নতুন মতবাদের জন্ম দেন, কী হবে তার রূপরেখা?
- ● তার রূপরেখা হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তি।"

৪.
আড্ডাধর্মী সাক্ষাৎকার

আড্ডাধর্মী সাক্ষাৎকারগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের ভিন্ন আদলের। একে আসলে সাক্ষাৎকার বলা যায় কিনা সেটাই ভাববার বিষয়। তবে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার পাল্টাপাল্টি প্রশ্ন-উত্তরধর্মী সংলাপ যখন আছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সাক্ষাৎকার বললে বলা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কোনো ইস্যু নিয়ে অনেক সময় বিনোদন বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক দুই থেকে তিনজন তারকা শিল্পীকে পত্রিকা অফিসে আমন্ত্রণ জানান আড্ডায় অংশ নেওয়ার জন্য। তারা উপস্থিত হলে শুরু হয় প্রশ্নের পালা। হয়তো সংবাদিক প্রশ্ন করলেন– একই প্রশ্নের উত্তর তিন শিল্পী তিন রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দিলেন। দেখা গেলো একজনের উত্তর থেকে আরেকজন প্রশ্ন করে উত্তর চাইলেন– এভাবে একজন সাংবাদিক ও দুই-তিনজন বিনোদন শিল্পী একে অপরের সাথে সংলাপ বিনিময় করে ভালো একটা বিষয়ে মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে একটা বড় সংলাপধর্মী নিবন্ধ সৃষ্টি করে ফেলেছেন। এটাকে এক ধরনের সাক্ষাৎকার বলাই শ্রেয়।

৫.
আজগুবি প্রশ্নের সাক্ষাৎকার

কোনো কোনো পত্রিকায় বিনোদন বিভাগে এক ধরনের সাক্ষাৎকার দেখা যায়। যার স্বরূপ নির্ণয় করে নামকরণ করাই দুরূপ ব্যাপার। এ কারণে এ ধরনের সাক্ষাৎকারকে উদ্ভট বা আজগুবি প্রশ্নের সাক্ষাৎকার বলাই ভালো। এ সাক্ষাৎকারগুলোর প্রশ্ন ও উত্তর

www.pathagar.com

উভয়ই সংক্ষিপ্ত হয়। এসব সাক্ষাৎকার থেকে পাঠক কতটা বিনোদন পায় তা অনুমান করাই কঠিন বিষয়। যেমন– ধরুন বাংলাদেশী একজন তারকাকে প্রশ্ন করা হলো– 'আপনি যদি অস্কার পেয়ে যান?' 'আপনি যদি লটারিতে ৩০ লক্ষ টাকা পেয়ে যান, তাহলে কী করবেন?' ইত্যাদি।

প্রশ্নকারী সাংবাদিক ও উত্তরদাতা শিল্পী উভয়েই জানেন যে, বিষয়টা সাধ্যের বাইরে তারপরও এমনটি ঘটলে একজন শিল্পীর অনুভূতি কেমন হতে পারে– তা-ই পাঠককে জানানোর চেষ্টা করে সাক্ষাৎকারে একটু অন্যরকম ভিন্নতা আনা। এসব সাক্ষাৎকারের এক প্রশ্নের সাথে আরেক প্রশ্নে বিষয়গত কোনো সাদৃশ্য থাকে না। এই সাক্ষাৎকারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন থাকে। এসব প্রশ্নের উত্তরে পাঠকসমাজকে আকর্ষণ করার মতো সংলাপ অনেক সময় শিল্পীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। তবে সব পত্রিকায় এ ধরনের সাক্ষাৎকার দেখা যায় না। নিম্নে আজকের কাগজ থেকে একটি সাক্ষাৎকার হুবহু তুলে ধরা হলো–

" ভাইয়া আমার টিন-এজ সময়টা আর নেই : ঈশিতা

❑ হঠাৎ যদি বোমাসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন?

● এমনটি কখনোই হবে না।

❑ হঠাৎ যদি বিশ্ব সুন্দরীর জন্যে নির্বাচিত হন?

● সে ভাগ্য কি আর হবে?

❑ যদি অস্কারের জন্যে মনোনীত হন?

● নিজেকে খুব ভাগ্যবতী ভাববো।

❑ যদি হলিউডের কোনো ছবিতে অভিনয়ের অফার পান?

● শুধু স্বপ্নেই হতে পারে।

❑ মার্কিন ধনপতি বিল গেটসের পুরো সম্পত্তি যদি আপনার নামে লিখে দেয়া হয়?

● গ্রহণ করবো না। অতো সম্পত্তি করবো কি?

❑ মার্কিন প্রেসিডেন্টের কন্যার বিয়ের দাওয়াতে কী ধরনের সাজ-পোশাক পরে যাবেন?

● আমার দেশীয় সাজ-পোশাক।

❑ আটলান্টিক পাড়ি দিতে বললে বাহন হিসেবে কী পেতে চাইবেন?

● অবশ্যই জাহাজ।

❑ শুটিং-এ বিমান থেকে লাফিয়ে পড়তে বললে কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

www.pathagar.com

- সেরকম ছবিতে কাস্টিংই হবো না।

❑ হঠাৎ ভয় পেলে কার নামটি মুখে আসে?

- আল্লাহর নাম।

❑ টিন-এজ কোনো ছেলে আপনাকে হঠাৎ প্রেম নিবেদন করে বসলে কীভাবে সেটা গ্রহণ করবেন?

- সবিনয়ে বলবো, ভাইয়া আমার টিন-এজ সময়টা আর নেই।

❑ কার্টুন ছবি কী দেখেন?

- মাঝে-মধ্যে।

❑ চার্লি চ্যাপলিন, মিস্টার বিন কে আপনার প্রিয়?

- চার্লি চ্যাপলিনই।"

www.pathagar.com

চতুর্থ ভাগ

অন্যান্য সাধারণ সাক্ষাৎকার

জনগুরুত্বসম্পন্ন বিশেষ ঘটনা বা দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মরত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, দীর্ঘদিন থেকে জিইয়ে রাখা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে অব্যবস্থা, অনিয়ম– যাতে জনদুর্ভোগের কারণ নিহিত; সেই সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার পাঠকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ সাক্ষাৎকারের মধ্যে কিছু কিছু সাক্ষাৎকার আপন বৈশিষ্ট্যের কারণে অসাধারণ সাক্ষাৎকারের সারিতে স্থান করে নেয়। এসব সাক্ষাৎকার পাঠক খুবই আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। সাক্ষাৎকারগ্রহীতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিই এসব সাক্ষাৎকারকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে পাঠকের মাঝে অনন্য করেছে। নীচে এধরনের চার প্রকার অন্যান্য সাধারণ সাক্ষাৎকারের গঠন-প্রকৃতি আলোচনা করা হলো।

১.

নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনভিত্তিক সাক্ষাৎকার

দারিদ্র্যতা সমাজকে বিচিত্র রূপে চিত্রায়িত করেছে। বিত্তহীন মানুষের জীবন-যাত্রা, উত্থান-পতন কতটা করুণ হয়, কতটা নির্মমতা, স্বার্থপরতা ওই সমাজে বিরাজমান তা এখনো সমাজবদ্ধ অনেক মানুষের অজানা। কোনো একজনকে উপলক্ষ করে এসব জীবনকথা আলাপচারিতার মাধ্যমে সংলাপে সংলাপে বেঁধে, গুছিয়ে সাক্ষাৎকার রচনা করলে চমৎকার সাক্ষাৎকার হয়। এ সাক্ষাৎকারগুলোতে অনেক সময় বিত্তহীন মানুষের জীবনের অজানা কঠিন সত্য বেরিয়ে আসে, যে সত্য পাঠককে ক্ষণিকের জন্য হলেও উদাস করে দেয়।

এ ধরনের ছিন্নমূল মানুষের সাক্ষাৎকার তৈরির সময় সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সংবাদকর্মীকে লক্ষ্য রাখা দরকার, সে যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছে তার চোখে-মুখে কতটা দুরন্তপনা ও বুদ্ধিদীপ্তির ছাপ স্পষ্ট। এটা পরিমাপ করে সাক্ষাৎকার শুরু করলে পাঠক-আকর্ষণীয় মিষ্টি সংলাপ তার কাছ থেকে বের করা সম্ভব।

এমনি এক স্বাতন্ত্র্যধারার সাক্ষাৎকার প্রথম আলো পত্রিকার সাপ্তাহিক আয়োজন 'ছুটির দিনে' ঠাঁই করে নিয়েছে। নিম্নে একটি সাক্ষাৎকারের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরা হলো–

www.pathagar.com

"জহুরুল ইসলাম সুমন-এর সাক্ষাৎকার

- তোমার নামে বাংলাদেশে একজন বহুত বড় লোকের নাম ছিল। তোমার বয়স কত?
- হ, এগার।
- ঢাকা শহরে আইছিলা কৈথ্যেইকা?
- বরিশাল। থানা বানাড়িপাড়া।
- বরিশালে একা যাইতে পারো?
- নাহ, লঞ্চে উঠলে যাইতে পারি।
- বাড়ি থেইকা আইছো কতদিন হইছে?
- বাড়ির থনে আইছি অনেক দিন।
- তুমি ফুটপাতে ঘুমাও কেন?
- কই থাকমু?
- বাড়ি থেইকা পালাইয়া আইছো?
- মারে দেইখ্যা আয় পরছি।
- তোমার মায় কী করছে?
- আমার মায়...
- বিয়া করছে?
- হ। সত্যি কথা কইতেছি। তারপর আমি আয়া পরছি।
- তোমার আপনা বাপ কই?
- বাপ দ্যাশে।
- বাপ কাজকর্ম করে?
- কৃষি করে।
- নিজের জমাজমি কিছু আছে তাইলে?
- হ আছে, ধানখ্যাত।
- কে ভালো– মা না বাপ?
- আগে মায় ভালো ছিল। পরে বাপ ভালো। এহন একজনও ভালো না।
- বাপ-মা দুইজনরেই তুমি দেখতে পারো না।
- নতুন জামাই আসার পর মায় আমারে একছের মারছে। দুই দিন আমি অজ্ঞান ছিলাম, আমার ছোট ভাইয়ে আমারে খাওয়া আইন্যা দিত।
- তুমি কী করছিলা যে মায়ে মাইরা বেহুঁশ করছিল?
- আমার মায়ের বিয়াতে যাই নাই, হেইলেইগ্যা মারছিল ওড়ন দিয়া।

www.pathagar.com

- বিয়া-শাদীতে ভালো খাওন পাইতা। গেলা না কেন?

❑ মায়ের বিয়া আমার জিদ আইসা পড়ছিল। আমি পলাইছিলাম হারুতগো ক্ষেতে।

- তুমি চাইছিলা তোমার মায় আর বিয়া না করুক?

❑ হ। আমার ছোড ভাইয়ের কথাও হুনে নাই। আমি অনেক কানছি আর মায়েরে কইছি, মা বিয়া কইরো না।

- তোমার মা-বাপের বিয়া ভাঙলো কেন?

❑ আমার বাপে মায়রে পিটাইতো। মায়ে পালান দিত আমাগো দুই ভাইরে নিয়া।

- বাপের মাইর বন্ধ করতে পারো নাই?

❑ আমরা তো ছোড। আমি বাদা দিলে আমারে ফিক্যা খ্যারের মইধ্যে ফালাইয়া দিত।

- ব্যথা পাইতা না?

❑ খ্যারে ব্যথা লাগে না। আরাম লাগে। ভিটার মাটিতে পড়লে খবর আছে।

- তোমার ছোট ভাই থাকে কোথায়?

❑ আমার মায়ের কাছে।

- ব্যাপারটা বুঝলাম না। মায়ের কাছে গেলে তোমারে মারে আর তোমার ছোট ভাইরে কাছে রাখে।

❑ ছোড্ডায় বিয়ায় গেছিল। মায়ের কুলে থাকে। অর বয়স সাত বৎসর। ওয় আমারে দ্যাখলে দৌড়াইয়া আইসা পড়ব।

- এইটা কেন মনে হইল তোমার?

❑ আমার ভাই না! এক রক্ত।

- তোমার মায় দেখতে কেমন?

❑ ফর্সা। দ্যাখতে এক্কেরে পচা।

- দেখতে পারো না তাই বললা?

❑ হ। আমি তারে চাই না।

- তোমার মতো শিশুর এই বয়সে মায়ের খুব দরকার।

❑ মায় আমাকে দ্যাখলে চ্যাহারা খারাপ করে। আমার এই মায়ের দরকার নাই।

- বাড়ি থেইকা চইলা আসার পর মায়ের সঙ্গে দেখা করছিলা?

❑ দেখা হইছিল। পলাইয়া গেছিলাম আমার ভাইরে দ্যাখতে।

- ছোট ভাইয়ের জন্য কী করতে মন চায়?

www.pathagar.com

- ❑ ছোট ভাইটারে আমার কাছে নিয়া আসমু।
- ● তারে কোথায় রাখবা, কী খাওয়াইবা?
- ❑ আমি খাওয়ামু। আমার সাথে এক নম্বরে ঘুমাইবো।
- ● এক নম্বর কোথায়?
- ❑ এই (সদরঘাট) টার্মিনালে।
- ● তোমার ঘর নাই কেন?
- ❑ ঘর লাগে না। আমি তো থাকতেই আছি। একটা আলাদা রুম থাকলে ভালো হইতো।
- ● আলাদা রুম কী করবা?
- ❑ আমার ছোড ভাইরে রাখমু। তারে স্কুলে নিয়া যামু।
- ● তুমি স্কুলে যাও নাকি?
- ❑ যাই। ওই ক্যালাবের স্কুলে। তারা বই দ্যায়, পড়ায়। শুক্কুরবার দিন মাংস দিয়া ভাত খাওয়ায়।
- ● আইজকা কী খাইছো?
- ❑ আইজকা বিরানি খাইছি।
- ● টাকা দিছে কে?
- ❑ কে দিব আবার, আমি কাজ করছি। কাজ কইরা খাই। কাজ না করলে খাওয়া কিউ দ্যায় না। সবাই কয় আহা, বাচ্চাটা না খাইয়া আছে, কিন্তু খাইতে দিতে চায় না।
- ● আমি দেখলাম খোলা ট্রাকে বইসা আনারস চিবাইতে ছিলা?
- ❑ ওইখানে আনারস পাইছিলাম। একদিক পচা। সদরঘাটে অনেক কিছু পাওয়া যায়। আমাগো দ্যাশে এত খাওয়া নাই।
- ● তোমার দেশে কী কী খাওয়া পাওয়া যায়?
- ❑ ধান, চাল, নাইরকেল, মাছ এইসব। মাংস নাই। কোনো আম নাই, ফল নাই।
- ● ফলের কথা বললা কোন ফলটা তোমার খাইতে ভালো লাগে?
- ❑ রাজশাহীর জাতের আম, সাগর কলা, বকরির মাংস এইসব ভালো লাগে।
- ● কোন ফুল দেখতে পছন্দ কর?
- ❑ ফুল আমার ভালো লাগে না। বড় মানুষের মানুষেরা ফুল সাজাইয়া রাহে। ফুল খাইতে পারে না।
- ● তাই ভালো লাগে না তোমার?
- ❑ হ। পানিফুল আমি অনেক খাইছি।

www.pathagar.com

- তোমার জীবনে এমন একটা ঘটনা বলো যা অনেকদিন মনে থাকব?
- মায় আমার লগে যেইসব ই করছে সব সময় মনে থাকব।
- কী করছে দুই-একটা ঘটনা বলো?
- আমার ছোড ভাইরে ধইরা মারে প্রত্যেক দিন। সেইটাও আমার মনে থাকব। আমার ভাইরে আমি লইয়া আমু। "

২.
তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার

এ ধরনের তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার (On-the-spot-interview) চোখে দেখা কোনো ঘটনার উপর হতে পারে। যেমন– আইন-শৃঙ্খলা, বাস-ট্রেন-বিমান দুর্ঘটনা, প্রচণ্ড রকম কোনো অনিয়ম ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে শেখ এনামূল হক 'সংবাদপত্রের রূপরেখা' গ্রন্থে বলেন, এ ধরনের রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে আইনগত দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ফিলিপাইনের একটি বাস দুর্ঘটনার রিপোর্টের বিবরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশনের পরিণতি দেখানো হয়েছে ঐ রিপোর্টে। রিপোর্টার এক বাস দুর্ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন, 'ড্রাইভার ছিলো অনেকটা মাতালের মতো। আমার মনে হয় সে অবশ্যই মদ খেয়েছিল।"[২]

"ড্রাইভার মাতাল থাকুক আর নাই থাকুক। আদালতে গিয়ে সে বললো যে, গাড়ির ব্রেক ফেল করেছিল এবং দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্যে সে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। এরপর সে পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো এবং তিন বছরের সমপরিমাণ বেতন পেল ডিক্রিতে। আর রিপোর্টারের গেল চাকরি।" এ জন্য তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার নিবন্ধ তৈরির সময় আইনগত দিক অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয়।

এ ছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। এ সমাজে আইন-শৃঙ্খলাবিরোধী অনেক কার্যকলাপ চোখের সম্মুখে ঘটে। যারা ঘটায় তারা 'কুচ পরোয়া নেহি'– এ রকম একটা ভাব মনে পোষণ করে। ওরা আবার এ রকম কার্যরত অবস্থায় সংবাদপত্রের কর্মীদের মুখোমুখি হলে ভড়কে যায়। তখন প্রশ্ন করলে কখনো বাস্তব সত্য, কখনো আবল-তাবল কথাবার্তা বলে। এই অসংলগ্ন কথাবার্তার সুযোগে তাৎক্ষণিক প্রশ্নে অনেক কঠিন সত্য কথা তাদের মুখ থেকে আদায় করা যায়। যা পাঠককে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

যেমন– ধরুন একজন ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে ট্রাকচালকের কাছে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায় করছে। এখানে ড্রাইভার বা ট্রাফিক যাকেই প্রশ্ন করা হোক না কেন– ওদের যে কাউকেই বাক্যালাপের মাধ্যমে ধরলেই সুন্দর ও ছোট একটা

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার বের হয়ে আসতে পারে। অনুরূপভাবে যদি সীমান্তের কাছাকাছি কোনো গ্রামে চোরাচালানিদের পথের মাঝে চোরাই পণ্যসহ পেয়ে প্রশ্ন করা যায়, তবে এখানেও একই রূপ কথোপকথনের মাধ্যমে কিছু কঠিন বাস্তবতা প্রকাশ পাবে। এসব সাক্ষাৎকার সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র। এ জন্য একশ্রেণীর পাঠক খুবই মনোযোগী হয়ে সাক্ষাৎকারগুলা পড়ে।

এ সাক্ষাৎকারগুলো ছাপার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক। তাহলে যেসব পাঠক এ ধরনের সাক্ষাৎকার পাঠে অভ্যস্ত তারা পত্রিকা হাতে নিয়ে যথাস্থানে খোঁজ করবে। এই ধরনের সাক্ষাৎকারের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন থাকবে– এটাই এ ধরনের সাক্ষাৎকারের কাঠামো এবং উত্তর হবে সেই প্রশ্নের অনুপাতে সমান আকারে। যেন শব্দসংখ্যা প্রশ্নের সমপরিমাণে হয়। ধরা যাক, পাঁচ কিংবা ছয়টা প্রশ্ন থাকবে। এই পরিমাণ প্রশ্নের মধ্যে সাক্ষাৎকার নিবদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকলে মেকাপের সময় প্রতি সংখ্যাতেই এক সমান জায়গা বা 'স্পেস' দখল করবে। এতে পত্রিকার আঙ্গিক রূপ সুন্দর ও নান্দনিক হয়।

৩.
আঞ্চলিক সাক্ষাৎকার

আঞ্চলিক পর্যায়ে অনেক সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোনো কোনো সাক্ষাৎকার পাঠক মহলে খুব হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে। এ ধরনের সাক্ষাৎকার রচনা করার জন্য সংবাদকর্মীকে সব সময় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকা কর্তব্য।

আঞ্চলিক কোনো ঘটনা যখন দেশব্যাপী আলোচিত হয়ে যায় তখন আঞ্চলিক সাক্ষাৎকার বিশেষ সাক্ষাৎকারের মতো গুরুত্ব পায়। এসব সাক্ষাৎকার দেশের যে কোনো অঞ্চলের পাঠকের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অন্যদিকে মাঝে-মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহে পত্রিকার আঞ্চলিক পর্যায়ে দৃষ্টি পড়লে ওই এলাকার পাঠকও আঞ্চলিক আবেগে গর্বিত হয়ে সাক্ষাৎকারগুলো পড়ে। এ রকম স্থানীয় দৃষ্টিকোণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করাকে লোকালাইজ (Localize) বা স্থানীয়করণ করা বলা হয়।

রাজধানীর বাইরে যে বড় বড় শহরগুলো আছে, বছরান্তে বা তার পরে সে শহরগুলোর বিশেষ আলোচিত কোনো ইস্যু নিয়ে সেসব বিষয়-সংশ্লিষ্ট কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ছাপলে পাঠকের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়। এ ধরনের সাক্ষাৎকারও আঞ্চলিক সাক্ষাৎকারের পর্যায়ে পড়তে পারে।

www.pathagar.com

৪.

কল্পনাধর্মী সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকারের পূর্ব শর্ত হচ্ছে- প্রশ্নকর্তা সাংবাদিকের মুখোমুখি একজন উত্তরদাতা থাকবেন। ওই উত্তরদাতা না থাকলে সাক্ষাৎকার নিবন্ধ সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু কল্পনার মাধ্যমে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটিয়ে কোনো কোনো পত্রিকায় এক ধরনের সাক্ষাৎকার বিরাজ করছে। এ সাক্ষাৎকারগুলোকে কল্পনাধর্মী সাক্ষাৎকার বলা যায়।

কল্পনাধর্মী সাক্ষাৎকারে অনেক না-বলা কথা ব্যক্ত করা যায়। সমাজে ঘটে গেছে এমন ঘটনা যা সব শ্রেণীর মানুষের জানা অথচ সংবাদ আকারে ছাপা হওয়ার পরও প্রকাশনা নিয়মনীতির কারণে এমন কিছু প্রসঙ্গ অব্যক্ত থেকে যায়, যা সংবাদ পড়ে অনুমান করা গেলেও সংবাদের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেসব প্রসঙ্গের কল্পনার দৃষ্টিতে সংলাপ রচনা করে সংবাদপত্রে উপস্থান করলে পাঠক অন্য রকম আনন্দ পায়। আবার প্রশ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্বক ভাব প্রকাশ করে সংলাপে সংলাপে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার রচনা করা যায়।

অতীতের আলোচিত কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো কুখ্যাত কিংবা বিখ্যাত ব্যক্তি অথবা পরলোকগত কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার তৈরি করা যেতে পারে। এতে পাঠক অতীতের সেই ঘটনাগুলো পুনঃমন্থন করতে পারে। এ ধরনের সাক্ষাৎকার দুই শ্রেণীতে ভাগ করে উপস্থাপন করা যায়। ১. বাস্তব প্রেক্ষাপট; ২. অতীতের প্রেক্ষাপট।

বাস্তব প্রেক্ষাপট

এ সাক্ষাৎকারগুলো সাধারণত সমাজের বিরূপ পরিস্থিতির ঘটমান বাস্তবতাকে প্রকাশ করে রচনা করা যেতে পারে। এই ধরনের সাক্ষাৎকারে কাউকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ধরে সমাজের ভণ্ডামি, অরাজকতা, যাবতীয় অনিয়ম রূপক আকারে রচনা করে প্রকাশ করলে পাঠক মহলে খুব সমাদৃত হয়। এ সাক্ষাৎকারগুলো বিদ্রূপ ম্যাগাজিনের উপকরণ হিসেবে প্রকাশ করাই উত্তম। এ ধরনের সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারদাতা হিসেবে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে কল্পনার মাধ্যমে তার বলয়ের যাবতীয় অসঙ্গতি তুলে ধরলে সাক্ষাৎকার বেশি আকর্ষণীয় হওয়ার কথা। নীচে এমনি একটি সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হলো-

" মনোনয়ন বোর্ডে জনৈক এমপি প্রার্থী

❑ খুন-খারাবির অভিজ্ঞতা আছে তো ভাই। মার্ডার করতে ভয়টয় পান তো?

● ১৬ বছর বয়সে বাপের একমাত্র শত্রুকে খুন কইরা হাতেখড়ি দিছি। তারপর দুই যুগে মাত্র ১৪টা খুন করছি। আপনাগো সহযোগিতা

www.pathagar.com

পাইলে এলাকায় 'হিটলার' অইয়া যামু চিন্তা কইরেন না।

❑ ভোট চুরি করণের সব পদ্ধতি জানা আছে তো? নাকি শিখাইতে অইবো?

● মাথা খারাপ!!! সব ভোটাভুটিতেই ভুট চুরি কইরা দারুণ হাত পাকাইছি। এইবারও পারুম ইনশাল্লাহ। একটুও ভুল অইবো না। দরকার অয় ভোটের আগেই কতো ভোট পামু তা জানাইয়া দিবার পারি। কনতো অহনই কইয়া দেই।

❑ চুরি-চামারি করে এ পর্যন্ত কতো টাকার সম্পদ বানাইয়াছেন?

● যদিও আমি সরকারি দলে আছিলাম-সয়সম্পদ খুব বেশি বানাইবার পারি নাই। সাকুল্যে ২/৩ কোটি অইবো আর কি!! এই জন্যেই তো এইবার বিরোধী দলের নমিনেশন চাইতাছি।

❑ এমপি হবার পর সরকারি দলকে সব সময় সাপোর্ট করতে হবে জানেন? নমিনেশন পেলে বন্ড সই দিতে হবে।

● বন্ডসই অহনই রাইখ্যা দেন। বিরোধী ঐক্যজোট তো সরকারি দলেরই অংশ। যেহানেই থাকি সরকারি দলেই তো আছি।

❑ এলাকার গুণ্ডা বাহিনীর ওপর আপনার প্রভাব কতো দূর?

● অনেক দূর কইবার পারেন। কুত্তার লাহান যেহানে খুশি লেলাইয়া দিবার পারি। এলাকায় হেরাইতো আমারে চিনে। কিন্তু বিরোধী দলে থেইকা খাড়াইতাছি বইলা অরা মালপানি বেশি চাইতাছে। বলতাছে আমরাই নাকি আসল দল। বিরোধ করতাছি বইলাইতো নির্বাচন হইতাছে।

❑ এলাকায় অত্যাচার, অবিচার নিয়মিত চালিয়ে যেতে পারবেন তো?

● মন্ত্রীও বানাইবার পারেন। হগ্গলরে ট্রেনিং দিয়া ছাইড়া দিমু।"

অতীতের প্রেক্ষাপট

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা অতীতে ঘটে গেছে এমন ভয়াবহ কিংবা যা অতীতের পাঠকের মতো বর্তমানের পাঠককেও এখনো আকর্ষণ করবে– এরকম চিরস্মরণীয় ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রধান চরিত্রকে উপলক্ষ করে সাক্ষাৎকার রচনা করা যেতে পারে। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে অতীতের বহু ঘটনার প্রধান চরিত্রকে টেনে আনা যায়। এসব ঘটনার সাক্ষাৎকার পাঠকের কাছে ভিন্নমাত্রার আকর্ষণ সৃষ্টি করে। নিম্নে এমনি একটি সাক্ষাৎকার আজকের কাগজ থেকে তুলে ধরা হলো–

" পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খান পরকালে কেমন আছে তা জানা প্রয়োজন। 'আজকের ফাটাফাটি' তাই দোজখে গিয়ে তার সাক্ষাৎকার ধারণ করে। পাঠকের জন্য

www.pathagar.com

এর চুম্বক অংশ প্রকাশ করা হলো–

❑ কেমন আছেন?

● মদ নেই, মেয়ে নেই, ভালো থাকি কিভাবে?

❑ একাত্তরের কথা জানতে আপনার কাছে আসা...।

● ওরে বাপরে!

❑ অমন লাফিয়ে উঠলেন যে?

● একাত্তরের কথা শুনলে কলিজার পানি শুকিয়ে যায়। দরদর করে কান্না আসে। হায়! হায়! কি হলো।

❑ আপনারা তো কঠিন লড়াই করছিলেন।

● লড়াই করেছিলাম মানে, শালা বাঙালিগো সাইজ করে ফেলেছিলাম। ভেজালটা হলো পানি।

❑ পানি?

● আরে তোমাদের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা যে নদীগুলো আছে, ওগুলো বদ।

❑ ওরা তো নদী।

● তোমাদের দেশে নদী একেবারে মালুর মতো। আর চেয়ে দেখ আমাদের ঝিলম নদী। আহা কিতনা খুব সুরত। মেরা দিল উফ্...।

❑ একাত্তরে তো আপনারা এদেশে নির্যাতন করেছেন।

● চান্স আর পেলাম কই, যুদ্ধটা চলতো আর কিছুদিন। ঠিক বুঝিয়ে দিতাম যুদ্ধ কাকে বলে।

❑ আপনারা তো হারলেন।

● ওখানেই তো সব ঝামেলা লাগলো, আমেরিকা চীন যদি আর দুটো দিন আগে চলে আসতো। তাহলে দেখতে...।

❑ আপনার কি বাংলাদেশে আসার শখ আছে?

● ওরে বাপরে তোমার পায়ে ধরি, হাতে ধরি বাংলাদেশ যাবার কথা বলো না। ওরা ভাই কঠিন চিজ।

❑ ভুট্টো সাহেব তো এসেছিলেন।

● আরে ভাই, ভুট্টো আর আমি এক হলাম নাকি। আমার তো মদ না হলে চলেই না। বাংলাদেশে মদের দোকানে গেলে আমাকে যদি সাইজ করে দেয়। তো...।"

যেখানে সাক্ষাৎকার দীর্ঘ করার উপকরণ কম সেখানে পাঠক স্বার্থে সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট শব্দসীমায় রাখা উচিত। এসব ক্ষেত্রে অতিদীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে যেমন পাঠক পড়তে বিরক্তি বোধ করবে তেমন সংবাদপত্রের মূল্যবান জায়গাও নষ্ট হবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম ভাগ

নতুন সাক্ষাৎকার সৃষ্টি ও লক্ষণীয় দিক

বিভিন্ন রকমের সাক্ষাৎকারে সমৃদ্ধ সংবাদপত্রগুলো পাঠকের জন্য আরো বহুমুখী সুগভীর বিশালত্ব ধারণ করে স্বীয় বৈশিষ্ট্য জাহির করছে। এগুলোকে অবশ্যই ব্যাপক ব্যাপ্তির সংবাদপত্র বলা যেতে পারে। এ জন্য সব রকম সাক্ষাৎকার নিয়মিত প্রতিমাসে পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখে বিভিন্ন বিভাগকে সজাগ করা বা ক্ষেত্রবিশেষে সংকটকালে সাক্ষাৎকার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া দরকার। তাছাড়া পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রতিমাসে কোন ধরনের সাক্ষাৎকার কয়টা ছাপা উচিত, তা নীতি-নির্ধারণের সময় মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে নির্দিষ্ট করে দিলে বিভাগীয় সম্পাদকের জন্য কিছুটা সুবিধা হয়। এতে তাদের জন্য পত্রিকার কাঠামোগত রীতি মেনে চলা অনেকটা সহজ হয়। মনে রাখা দরকার বেশির ভাগ বিভাগীয় সম্পাদক নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় সম্পাদনার কাজ চালিয়ে যান; সৃষ্টিশীল চিন্তা কাজে লাগিয়ে পত্রিকাকে কী করে আরো উন্নত করা যায়, সে চিন্তা করার অবকাশ তাদেরও সব সময় থাকে না। পত্রিকাও বিভাগওয়ারি দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে; এ কারণে বেশিরভাগ পত্রিকার সাক্ষাৎকারগুলোতে গতানুগতিক ধারা বিদ্যমান। হঠাৎ করে কোনো মেধাবী সংবাদকর্মী নিজস্ব চেতনা থেকে ভিন্নধর্মী ভিন্ন কাঠামোর বৈচিত্র্যময় কোনো সাক্ষাৎকার রচনা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিলে সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয় বটে কিন্তু প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করে অনুরূপ সাক্ষাৎকার পত্রিকার নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আর বারবার পত্রিকার পাতায় ফিরে আসে না। অর্থাৎ ওই সাক্ষাৎকারের বিশেষত্ব বিভাগীয় সম্পাদকের সৃষ্টিশীল দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। এ কারণে নব্য সৃষ্ট ও বিশেষত্বসম্পন্ন সাক্ষাৎকারগুলো হঠাৎ করে সেই কাঠামোর অনুকরণে, প্রয়োজনে বিষয়গত ও কাঠামোগত কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে, নতুন কোনো মিশ্র কাঠামোর সাক্ষাৎকার রচনা করে, স্থায়ীভাবে পত্রিকায় ছাপানোর ব্যাপারে নীতিমালার আওতায় নেওয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখা কর্তব্য। এ জন্য এসব ব্যাপারে মেধাসম্পন্ন বা প্রখর অনুভূতিশীল সংবাদকর্মীদের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া দরকার। এতে সংবাদপত্র অন্তত সাক্ষাৎকারের দিক থেকে যাবতীয় দৈন্যতা কাটিয়ে উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হতে পারে।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব

সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব অপরিসীম। সাক্ষাৎকারের বিকল্প সাক্ষাৎকারই। কারণ সাধারণ সংবাদকর্মীরা যখন সংবাদ সৃষ্টি হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন তখন একশ্রেণীর চিন্তাশীল সংবাদকর্মী নিজেদের চিন্তার উৎস থেকে প্রশ্ন তৈরি করে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারধর্মী সংবাদ নিজেরাই সৃষ্টি করে, পত্রিকার অভাব পূরণ করতে পারেন। এতে করে গতানুগতিক বিষয় দিয়ে সংবাদপত্রের পাতা পরিপূর্ণ করার দরকার হয় না, পক্ষান্তরে সাক্ষাৎকার উপবেশন করার মাধ্যমে পাঠকও তার প্রিয় পত্রিকায় নতুনত্বসম্পন্ন বিষয় পেয়ে ধন্য হয়।

শেষ কথা

সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার একটি বিশেষ আইটেম। অনেক পত্রিকাই এই আইটেম থেকে পিছিয়ে। এই সাক্ষাৎকারের মতো বিশেষ-বিশেষ আইটেম সমৃদ্ধ পত্রিকাগুলো আজ আধুনিক চিন্তার দৈনিক হিসেবে পাঠক মহলে স্থান করে নিচ্ছে। তাই সব পত্রিকারই এ বিষয়টিতে নজর দেওয়া দরকার।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম ভাগ
সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয় কী?

জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রতিদিনই একটি বিশেষ পাতায় নির্দিষ্ট কাঠামোয় কয়েকটি নিবন্ধসহ কিছু চিঠিপত্র বা অভিমত ছাপা হয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে নিবন্ধটিতে ওই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী দেশ ও জাতিকে উপদেশ, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় তাকেই সম্পাদকীয় বলে।

গোড়ার কথা

সংবাদপত্র জগতে সংশ্লিষ্ট অনেকের মনে এমন প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, কে, কখন, কোথায় প্রথম সম্পাদকীয় লেখা চালু করেছিলেন, আর কীভাবে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো?

বর্তমান সময়ে যাকে সম্পাদকীয় নিবন্ধ বলে অভিহিত করা হচ্ছে তার সূত্রপাত করেছিলেন মার্কিন সাংবাদিক Noah Webster। নিউইয়র্ক থেকে তিনি ১৭৮৭ সাল থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত American Magazine, অর্ধসাপ্তাহিক American Herald ও দৈনিক American Minerva পত্রিকা বের করেন। এই মিনার্ভা পত্রিকাতেই তিনি বর্তমান আকারে প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য পত্রিকা তা অনুসরণ করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পাদকীয়

সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় পাতায় নিয়মিত নজর দিলে দেখা যায়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো গুরুত্ববহ ঘটনাকে অবলম্বন করে তার উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কোনো সংবাদপত্রে আলোচনা-সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে। সম্পাদকীয় লেখার যে নির্ধারিত কিছু বিধি-বিধান রয়েছে কিছু কিছু পত্রিকাতে সেই সব নিয়ম-নীতির ব্যতিক্রম ঘটছে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের প্রথম মহাপরিচালক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম আব্দুস সালাম-এর নিবন্ধ মতে, "সম্পাদকীয় হলো একটা নির্দিষ্ট, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ পরিসরের

www.pathagar.com

মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কাজেই সেখানে চলতে হয় ধরা-বাধা নিয়মে।"

এই নিয়ম-নীতি আমরা অনেকে অনুসরণ করছি না।

সম্পাদকীয় বিভাগে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। যাতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সংবাদকর্মীরা নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী মানসম্পন্ন সম্পাদকীয় পত্রিকাকে রচনা করে দিতে সমর্থ হয়। সুপরিচিত দক্ষ সাংবাদিকের সম্পাদনায় সম্ভাবনাময় নতুন পত্রিকার আবির্ভাব হলে অনেক সময় অভিজ্ঞ সংবাদকর্মীরা অধিক সুযোগ-সুবিধার কারণে কর্মস্থল পরিবর্তন করে। এ ধরনের শূন্যতার সুযোগে লেখালেখিতে পারদর্শিতাসম্পন্ন কিছু তরুণ লেখক সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সুযোগ পায়। এই নবাগত সংবাদকর্মীরা যা লিখেন অনভিজ্ঞতার কারণে অনেক সময় তা সম্পাদকীয় হয় না। ফলে নিয়ম-বহির্ভূত সম্পাদকীয়তে কোনো কোনো পত্রিকা ভরে উঠে। সম্ভবত এই রকম কারণে সম্পাদকীয় লেখার কাঠামোতে কোনো কোনো পত্রিকায় একটা অনিয়মতান্ত্রিক গতানুগতিক ধারা তৈরি হয়েছে। পিআইবি'র গবেষক সীমা মোসলেম তাঁর 'সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় : ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ' গবেষণাপত্রে বলেছেন, "সম্পাদকীয় উপস্থাপনা রীতি ও ভাষা ভঙ্গিতেও পত্রিকা থেকে পত্রিকান্তরে রয়েছে ভিন্নতা। তবে সম্পাদকীয়র একটি স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন রয়েছে, যার আলোকে অধিকাংশ সম্পাদকীয় রচিত হয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক ওবায়দুল হক তাঁর নিবন্ধে বলেছেন, সম্পাদকীয় নিবন্ধের কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যক, যেমন ডাইরেক্টনেস, ক্ল্যারিটি ও সিমপ্লিসিটি ইত্যাদি। এগুলো না থাকলে ক্লিশে বা উলিনেস অব এক্সপ্রেশন এসে যায়। তার ফলে লেখার গুণ কমে যায় এবং বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে উইনস্টন চার্চিলের একটি কথা মনে পড়ার মতো। আইরিশ হোম রুলের উপর লন্ডন টাইমস একটি সম্পাদকীয় লিখেছিল। তখন চার্চিল বলেছিলেন : 'দ্যা টাইমস ওয়াজ স্পীচলেস ওভার দ্যা আইরিশ হোম রুল এন্ড ইট টুক থ্রি কলামস টু এক্সপ্রেস ইটস স্পীচলেসনেস।' চার্চিলের মতো কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি যদি কোনো সম্পাদকীয় সম্পর্কে একথা বলে থাকেন তাহলে তার গুরুত্ব দিতেই হয়। অর্থাৎ বক্তব্য কিছুই নেই তবে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে।" এখানে যে বক্তব্যহীনতার কথা বলা হয়েছে– এ ধরনের বক্তব্যহীনতা, অস্পষ্টতা, বর্তমান সময়ের কোনো কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বিদ্যমান। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সম্পাদকীয় লেখার কাঠামোগত ধারণা দেওয়া হলে ওই নবাগত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই সময়-উপযোগী, মানসম্পন্ন সম্পাদকীয় রচনা করতে পারবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবার অন্যদিকে কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদকীয়কে বিশেষ শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এইতো আশির দশকের আগে সম্পাদকীয় লেখার যে ধারা ছিল, সেই প্রচলিত ধারাকে আদর্শ করেই বর্তমান সময়ের কোনো কোনো পত্রিকা, সম্পাদকীয়কে একটা নির্দিষ্ট মাপে ও কাঠামোতে নিয়ে এসে লেখা শেষ করছে। তাদের কলমের ছোঁয়ায় রচিত

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় নিবন্ধে চলে কাব্যিক শব্দমালা ও যুক্তিনির্ভর বাস্তবতার খেলা। লেখক নিবন্ধের প্রতিটি লাইনে লাইনে শব্দ সম্ভারের যেন মেলা বসায়। আর পাঠক ঘটনা ও নানা বৈচিত্র্যময় শব্দের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পড়তে পড়তে এক উদ্যমে কখন যে পড়া শেষ করে ফেলে তা টেরই পায় না।

সচেতন পাঠক যদি একটু গভীরে গিয়ে সম্পাদকীয় নিয়ে চিন্তা করে তাহলে তাদের উপলব্ধিতে মাত্র কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকীয় সূক্ষ্মভাবে রেখাপাত করবে। ওই পত্রিকাগুলোর প্রতিটি সম্পাদকীয় নির্দিষ্ট মাপের শব্দ-সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। কোনোক্রমেই নির্ধারণ করে দেওয়া সীমানা অতিক্রম করবে না এবং প্রতিটি লাইন প্রতিটি প্যারা হৃদয়গ্রাহী বাক্য দ্বারা নির্মিত। মনে হবে যেন প্রতিটি বাক্য দক্ষদৃষ্টিতে পরখ করা। কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতার চিহ্নমাত্র নেই। ওইসব পত্রিকার বাক্য গঠন-শৈলী এতটাই নিপুণ হাতে তৈরি যে, প্রতিটি সম্পাদকীয় পড়ার সময় লাইনে লাইনে বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে। একটানা পড়ে যেতে পাঠক কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

আমাদের জাতীয় দৈনিকগুলোর সম্পাদকীয়র মান এরকমই হওয়া উচিত। যাতে প্রতিটি পত্রিকার সম্পাকীয়তে এই শিল্পমান বিদ্যমান থাকে। যেন সকল মত ও পথের মানুষ নিজ নিজ পছন্দের পত্রিকাকে শিল্প হিসেবে পায়। কেবল তাহলেই সৃষ্টিশীল সংবাদকর্মী হিসেবে আমাদের পরিচয় ঘটবে জাতির কাছে, তথা বিশ্ববাসীর কাছে।

সম্পাদকীয়র আকার ও সংখ্যা

নতুন ধারার কয়েকটি পত্রিকা ব্যতীত প্রায় সব পত্রিকায় বিশাল বিশাল সম্পাদকীয় লক্ষ্য করা যায়। এসব সম্পাদকীয় দেখে মনে হয় যেন সর্ববৃহৎ সম্পাদকীয় লেখার একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলছে। আসলে বর্তমানে সম্পাদকীয় নিবন্ধের পাঠক সংখ্যা এমনিতেই কম। কোনো কোনো চাঞ্চল্যকর বা জনগুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা সংবাদের মাধ্যমে জেনে নেওয়ার পর পাঠক নেহায়েত খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া একই বিষয়ের ঢাউস সাইজের সম্পাদকীয় পড়তে অনীহা প্রকাশ করে। আর এ কারণে বড় সম্পাদকীয়র পাঠক সংখ্যা আরো কম। এই বিষয়টি অনুধাবন করে এ সময়ের কোনো কোনো পত্রিকা একটা নির্দিষ্ট মাপের নির্দিষ্ট পরিধির সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপে। এতে আরেকটা সুবিধা আছে তা হলো, একটি সম্পাদকীয় ছাপতে সংবাদপত্রের যে জায়গাটুকু ব্যবহার হয়, সেই জায়গাতে দুই-তিনটি জনগুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দুই-তিনটি সম্পাদকীয় ছাপা সম্ভব হয়। ফলে একেক পাঠকের কাছে একেক ঘটনার গুরুত্ব আলাদা আলাদাভাবে স্থান পায়। যে পাঠকের কাছে যে ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সে পাঠক তার ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী তিনটির মধ্যে পছন্দেরটা নির্বাচন করে পড়ার সুযোগ পায়। এতে একটির স্থানে তিনটি মতামতসম্পন্ন নিবন্ধ পেয়ে পাঠকও সন্তুষ্ট হয়, পত্রিকার প্রচার সংখ্যাতেও প্রভাব পড়ে।

www.pathagar.com

আশির দশকের আগে প্রায় পত্রিকাই প্রতিদিন একটি করে সম্পাদকীয় ছাপতো। তার পর দু'টি করে সম্পাদকীয় ছাপার নিয়ম চালু হলো। এখন প্রায় সব পত্রিকায় দু'টি করে সম্পাদকীয় ছাপছে। তবে কয়েকটি পত্রিকা প্রতিদিন তিনটি করে সম্পাদকীয় ছাপছে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধের শব্দসংখ্যা

পুরনো ধারার সংবাদপত্রগুলোতে সম্পাদকীয় গঠনরীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান সময়ের কোনো কোনো সংবাদপত্র সম্পাদকীয় গঠন আকারের দিক থেকে পাঠকের রুচি ও গ্রহণযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে রচনা করছে। লন্ডন টাইমসের আভ্যন্তরীণ বিষয়ক সম্পাদকীয় লেখক মি. জিওফ্রে স্মিতের মতে, "৫শ' শব্দের একটি মাত্র বিষয়ের উপর ভাব প্রকাশ সম্ভব। তবে এই পরিধিতে একই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট উপ-বিষয় নিয়ে কিছু লেখাও সম্ভব নয়। তবে ৮শ' শব্দের মধ্যে হলে অধিকতর তথ্য সন্নিবেশ, একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সমগ্র নিবন্ধটি সুবিন্যস্ত করা সম্ভব।"

নিরীক্ষণ করে দেখা গেছে, পুরনো ধারার পত্রিকাগুলো একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপছে ৬০০ থেকে ৮০০ বা তার চেয়ে কিছু কম-বেশি শব্দের মধ্যে। আবার কোনো কোনো নতুন ধারার পত্রিকা মিঃ স্মিতের এই চিন্তাধারাকে অনেকটা আদর্শ করে এখন আমাদের দেশে সম্পাদকীয় ছাপছে ২০০ থেকে ৩৫০ শব্দের মধ্যে। ক্ষুদ্রাকৃতির সম্পাদকীয় লিডারেট (Leaderette)-এর মতো করে। এই যে ব্যবধান এটা পাঠক সমাজের সময়ের দাবির প্রতি খেয়াল রেখে রচিত হচ্ছে। বিষয় যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন অনেক সময় বড় আকারের সম্পাদকীয় পাঠক পড়তে গিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ কারণে ইদানীংকালে প্রকাশিত আধুনিক চিন্তাধারার সংবাদপত্রগুলো ছোট আকারের সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করতে বেশি আগ্রহী হচ্ছে।

অন্যরকম শ্রেণীবিন্যাস

সম্পাদকীয়সমূহকে আরেকভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে। যথা– মফস্বলীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক– এই তিনভাবে। আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলোতে সিংহভাগ সম্পাদকীয় লেখা হয় জাতীয় প্রেক্ষাপটে। আন্তর্জাতিক বা মফস্বলের ঘটনাকে উপলক্ষ করে লেখা সম্পাদকীয় খুব কম চোখে পড়ে। আবার মফস্বলের পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য কোনো কোনো পত্রিকা তো বিশেষ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পরিকল্পিত চিন্তাধারার মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে যদি মফস্বলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্ধান করে তার ভিত্তিতে সম্পাদকীয় লেখা হয় তাহলে অন্তত ঘটনার গুরুত্বের কারণে বিষয়টি দেশব্যাপী পাঠকের সাথে সাথে ওই অঞ্চলের পাঠকদের মাঝে ক্ষণিকের জন্য হলেও কিছুটা সাড়া জাগাতে পারে। এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, যখন অন্যান্য পত্রিকা দিনে দু'টি করে অর্থাৎ মাসে ৩০টি সম্পাদকীয়র মধ্যে একটিও মফস্বলের ঘটনা কেন্দ্রিক সম্পাদকীয় ছাপছে না অথবা মাত্র তিন-চারটা সম্পাদকীয় ছাপছে, তখন মাত্র

www.pathagar.com

একটি পত্রিকা ১৬-১৭টি মফস্বলীয় সম্পাদকীয় ছাপছে। অর্থাৎ সারা মাসের অর্ধেক সম্পাদকীয়ই হচ্ছে মফস্বলীয়। এখানে একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট– তা হচ্ছে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতি-নির্ধারকগণ হয়তো ঘটনার গুরুত্ব খুঁজতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলে মফস্বলের ঘটনাকেও প্রাধান্য দিতে বলেছেন। এই জন্য ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ মফস্বলের দিকে বেশি নজর রাখছে। অন্যদিকে মফস্বলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মফস্বলীয় হওয়ার দায়ে রাজধানী কেন্দ্রিক পত্রিকাগুলো গুরুত্বের সাথে দেখছে না। এ কারণে অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখকদেরও সম্পাদকীয় লেখার মতো মফস্বলের সংবাদ সহসা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না; এ জন্য সম্পাদকীয় পাতায় নিবন্ধ আকারেও আসে না। আর একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এমনও মনে হতে পারে যে, ওই পত্রিকাটির মফস্বলের পাঠক বেশি এ জন্য তারা নীতি-নির্ধারণে মফস্বলকে সম্পাদকীয় নিবন্ধে গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি।

আর আন্তর্জাতিক ঘটনার ব্যাপারেও একই চিত্র এসে যায়। এক মাসে কোনো কোনো পত্রিকা যখন একটিও আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর সম্পাদকীয় ছাপছে না, তখন মাত্র একটা পত্রিকা যেন সবার দৃষ্টির আড়াল থেকে ১৫-১৬টি করে আন্তর্জাতিক বিষয়ে সম্পাদকীয় ছাপছে। যখন পাঠকের অবস্থানে থেকে দিনের পর দিন ওই পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলো পড়া যায়, তখন মনে হয় যেন ওই পত্রিকাটি একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠান। ঘটনার গুরুত্বের কারণে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সুস্থ চিন্তার যুক্তির বহরে পাঠকদের নিয়ে ছুটে বেড়ানোই উদ্দেশ্য। বিশ্বের আনাচে-কানাচে যেখানেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটুক না কেন ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখকদের দৃষ্টি যেন সেখানে পড়বেই। এবং তার বিশ্লেষণ, আলোচনা, সমালোচনা, পরামর্শসহ ওই পত্রিকাটি সম্পাদকীয় ছাপবেই।

যারা ওই দু'ধরনের সম্পাদকীয় সম্পন্ন পত্রিকার পাঠক তারা যেন দু'টি ভিন্ন অবস্থানে আটকে গেছে। একশ্রেণীর পাঠক মফস্বলের গহীন গ্রামের জটিল, বর্বর, অমানবিক ঘটনাগুলোর কথা ভাবছে আর একশ্রেণীর পাঠক ভাবছে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে।

অগ্রসর প্রায় সব জাতীয় দৈনিকে এখন দু'টি করে সম্পাদকীয় ছাপার নিয়ম হয়ে গেছে। টমসন ফাউন্ডেশনের ভাষ্যে– 'আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ের ভারসাম্য রক্ষা' করার কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম যদি ব্যালান্স করে মাসের মধ্যে কখনো আন্তর্জাতিক, কখনো মফস্বল, কখনো জাতীয়; আবার এর মধ্যে সমস্যামূলক, তথ্যমূলক, পরিবেশ, অপরাধ ইত্যাদি ধরনের সম্পাদকীয় ছাপার উদ্যোগ নীতিমালার আওতায় নেয় তাহলে সম্পাদকীয় জগতে সকল পাঠকের পছন্দের ব্যাপারে একটা ভারসাম্য আসতে পারে। ফলে সব ধরনের পাঠক একটি সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সম্পাদকীয় পাঠের সুযোগ পেতে পারে। আর এ রকম নীতি থাকলেই সার্বিক বিচারে একটি সংবাদপত্রকে চতুর্মুখী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকারভেদে সম্পাদকীয়

মি. স্মিথের মতে, সম্পাদকীয় তিন প্রকার।

যথা– **১. মতামতের প্রতিফলন :** একটি সংবাদপত্র ঐতিহ্যগতভাবে যে দলের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে তাদের মতামত প্রকাশ করা। অর্থাৎ নীতিগত আদর্শের মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটানো।

২. আলোচনা বিষয় : এই পর্যায়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলো সাধারণত একটি ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার উপর বর্ণনা-বিশ্লেষণসহ অভিমত।

৩. পত্রিকার সুচিন্তিত অভিমত : পাঠক প্রথমে তথ্য জানাতে চায়, পরে তার মনস্থির করে। তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে আমরা শুধুমাত্র তথ্যই জানতে চাই না অন্যরা কী ভাবছেন তাও জানতে চাই। অর্থাৎ এই ধরনের সম্পাদকীয়র মাধ্যমে পত্রিকার দৃষ্টিকোণ থেকে সুচিন্তিত মতামত জানানো হয়। এই হচ্ছে শ্রেণী বিভাগ।

আসলে প্রকৃত অর্থে এটা কোনো মৌলিক শ্রেণী বিভাগ নয়। খন্দকার আলী আশরাফ তাঁর (দু'টি বইয়ের আলোকে রচিত (1. An introduction to your Journalism Fraser Bond. 2. New Survey of Journalism-Fox Mott and others.) নিবন্ধে কয়েক প্রকার সম্পাদকীয়র স্বরূপের ইঙ্গিতমূলক বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন– তথ্যভিত্তিক সম্পাদকীয়, ব্যাখ্যামূলক সম্পাদকীয়, বিশ্লেষণমূলক সম্পাদকীয় ও সম্পাদকীয় অভিযান। তবে স্পষ্ট করে কোনো শ্রেণী বিভাগ করা হয়নি। সম্পাদকীয়র মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটির উপর সম্পাদকীয় লিখতে হবে তবে বিষয়ে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব থাকা উত্তম।

টমসন ফাউন্ডেশনের ভাষ্যে, বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন রকমের সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র বিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নলিখিতভাবে সম্পাদকীয়কে ভাগ করা যায়। যাতে সম্পাদকীয় নিবন্ধকাররা বিষয়গুলো স্মরণ রেখে একেক দিন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সম্পাদকীয় রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয় পাতা পড়ে ও পর্যবেক্ষণ করে যে কয় রকম সম্পাদকীয় পাওয়া গেল তা নিম্নরূপ। যথা–

১. চলমান ঘটনা প্রবাহ,

২. রাজনৈতিক,

www.pathagar.com

৩. সমস্যামূলক,
৪. পরিবেশ,
৫. তথ্যমূলক,
৬. অপরাধ বা আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক ও
৭. বিশেষ সম্পাদকীয়।

প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ঘটনার আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শে মতামত থাকেই। আর যে পত্রিকা যে মতের অনুসারী তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও সুচিন্তিত মতামত প্রচার করা হয়। তবে বিষয়ে বৈচিত্র্য আনার জন্য উপরে উল্লেখিত শ্রেণী বিভাগ অনেকটা নতুন দিক-নির্দেশনা হিসেবে সহায়ক হতে পারে।

অনুসন্ধানী ছক

অনুসন্ধান কর্মটি খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনুসন্ধানকালে প্রতিটি মুহূর্ত সজাগ থেকে ১১টি পত্রিকার মধ্যে পাওয়া যায় ৫৯৪টি সম্পাদকীয়। এর মধ্যে থেকে শ্রেণীবিভাগ করা আরো কঠিন ব্যাপার। একটি সম্পাদকীয় একজনের কাছে রাজনৈতিক মনে হলে আরেকজনের কাছে মনে হবে অপরাধমূলক অথবা সমস্যামূলক। এ কারণে যতটুকু সম্ভব নিরপেক্ষভাবে জরিপ করা হলো। ওই ১১টি পত্রিকা ছাড়া সেই মুহূর্তে আর কোনো বাংলা দৈনিক হাতের কাছে না থাকায় জরিপভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	চলমান ঘটনা	রাজনৈতিক	অপরাধ বা আইন-শৃঙ্খলা	সমস্যামূলক	পরিবেশ	তথ্যমূলক	বিশেষ সম্পাদকীয়	প্রতিদিন প্রকাশিত
১.	মানবজমিন	২৭	১৪	১০	১	-	-	-	২
২.	প্রথম আলো	২২	১৯	১৩	২	-	-	-	২
৩.	ইনকিলাব	৩৮	১	৯	১	২	২	-	২
৪.	যুগান্তর	৫৭	৩	১৮	৫	-	-	১	৩
৫.	জনকণ্ঠ	২৭	৪	১৯	৩	১	-	-	২
৬.	দিনকাল	২৫	১৪	১৩	৪	৩	১	-	২
৭.	জনতা	২৯	৫	৭	৫	২	-	৩	২
৮.	বাংলাবাজার	৩৩	২	১৭	৩	১	-	১	২
৯.	ইত্তেফাক	৪৩	-	২	৪	১	১	৩	২
১০.	সংবাদ	৩৯	-	৪	৪	৪	২	১	২
১১.	ভোরের কাগজ	১৫	৪	৭	১	১	-	১	১
	সর্বমোট	৩৫৫	৬৬	১১৯	৩৩	১৫	৬	১০	২২

www.pathagar.com

মাসের নাম	:	জুন, ২০০০
পত্রিকার সংখ্যা	:	১১টি
মোট সম্পাদকীয়	:	৫৯৪টি
চলমান ঘটনা	:	৩৫৫টি
রাজনৈতিক	:	৬৬টি
অপরাধ বা আইন-শৃঙ্খলা	:	১১৯টি
সমস্যামূলক	:	৩৩টি
পরিবেশবিষয়ক	:	১৫টি
তথ্যমূলক	:	৬টি
বিশেষ সম্পাদকীয়	:	১০টি

চলমান ঘটনা প্রবাহ

সংবাদপত্রে যত সম্পাদকীয় লেখা হয় তার সিংহভাগই চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী চলমান কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জনমনে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী এ ধরনের ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করে নিত্যদিনই সম্পাদকীয় লেখা হয়। আর একজন সম্পাদকীয় লেখক দিনের প্রথমে সংবাদপত্র হাতে নিয়ে এই ধরনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংবাদই আগে খোঁজেন। তারপর সূচনা হয় সম্পাদকীয় লেখার। এ সম্পাদকীয়গুলো মাস্টহেড (Masthead)-এর পরে থাকে এবং সাইজে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। এ সম্পাদকীয়গুলোকে প্রধান সম্পাদকীয় বা লিডার (Leader) বলে। সংবাদপত্রের নীতিমালার দৃষ্টিতে গুরুত্ববহ কোনো আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ের ইস্যু নিয়েও এই ধরনের সম্পাদকীয় লেখা যায়। নীচে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনার উপর লেখা একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করা হলো–

" রক্তঝরা রণাঙ্গনে হাতির প্রতি ভালোবাসা

একটি অবলা জীব হাতিকে বাঁচাতে শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহীরা, যারা কয়েক দশক ধরে যুদ্ধ করছে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রের লক্ষ্যে, তারা এবং সরকারি সৈন্যরা মরণপণ লড়াই স্থগিত রেখেছে। আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে তার প্রাণ রক্ষা পায়। বলতেই হয়, যা পারেনি শ্রীলংকার ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট, বিভিন্ন দেশের দূতরা– সেটি পারলো একটি হাতি। শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলে এক দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় একটি হাতি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, এই খবরটি প্রথম জানায় স্পেশাল টাস্কফোর্স কমান্ডোরা। এদের কাজই ছিল তামিল বিদ্রোহ দমন। কিন্তু এই আহত, অসুস্থ হাতিটির প্রতি ভালোবাসায় দু'পক্ষই নমনীয় হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। যে তামিল বিদ্রোহীরা রাজধানী কলম্বোতে বোমার পর বোমা ফাটিয়ে মানুষ হত্যা করেছে, তারাই যখন একটি হাতির প্রতি মায়া-মমতায় আপ্লুত হয়ে অস্ত্র বিরতি করে তখন ভাবতে ভালো লাগে যে, তবু বেঁচে আছে যুদ্ধের মধ্যেও ভালোবাসা। গোলাবারুদের গন্ধের মধ্যেও জেগে ওঠে নির্মম প্রাণ। সরকারি এজেন্টরা দ্রুত আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে আবেদন করে, তারা যেন বিদ্রোহীদের অনুরোধ জানায় লড়াই থামাতে, যাতে হাতিটিকে চিকিৎসা দেয়া যায়। রেডক্রসের আবেদনে সাড়া দিয়ে তামিল বিদ্রোহীরা যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেয়। রেডক্রস কর্মী, পশু চিকিৎসক, বন্যপ্রাণী অধিকার কর্মীরা একটি জিপে চড়ে ৫০ মাইল এলাকার গভীর অরণ্যে খুঁজে খুঁজে শেষে হাতিটির সন্ধান পায়। এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতারা চেষ্টা করছেন শ্রীলংকার এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কেবিনেটমন্ত্রী, সরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তা তামিল গেরিলাদের আত্মঘাতী বোমায় প্রাণ দিয়েছেন। কত নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে তারও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। শ্রীলংকায় শান্তি ফিরে আসেনি। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু সময়ের জন্যে হলেও একটি অসুস্থ হাতি দু'পক্ষকে অস্ত্র নামাতে বাধ্য করল নিজের অজান্তে। এ ঘটনা মানুষের মনের রহস্যময় দিগন্ত উন্মোচন করল। এ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যদি হাতির প্রতি তামিল বিদ্রোহীদের এই ভালোবাসা রূপক অর্থে ধরে নেই, তাহলেও আমরা আশা করি শ্রীলংকায় শান্তি ফিরে আসবে।"

জুন, ২০০০-এ ১১টি পত্রিকায় অনুসন্ধান মোতাবেক পাওয়া তথ্যে জানা গেছে ৫৯৪টি সম্পাদকীয়র মধ্যে ৩৫৫টি চলমান ঘটনার ওপর লিখিত। এর মধ্যে আছে বিশেষ দিন, ধর্মীয়, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিশেষ কোনো ব্যক্তির স্মরণে, ঐতিহ্য ইত্যাদি। তবে বেশির ভাগ সম্পাদকীয়তে স্থান পেয়েছে জনগুরুত্ব সম্পন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনাসমূহ।

রাজনৈতিক

দলীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে কোনো সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করতে পারে না। আর দল-নির্ভর পত্রিকাগুলো যতটুকুই সত্যনিষ্ঠ মতামত সম্পাদকীয়তে ব্যক্ত করুক না কেন সাধারণ পাঠক ধরে নেবে দলীয় স্বার্থের কারণে তাদের এই বলিষ্ঠতার প্রয়োগ। স্বাধীন সম্পাদকীয় রীতি একটি সংবাদপত্রকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যেতে অনেকটা সাহায্য করে। ধ্রুব সত্য প্রকাশের অঙ্গীকার

www.pathagar.com

কাঁধে নিয়ে শুধু নয় বরং অপ্রিয় কঠিন সত্যকে যে সংবাদপত্র দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারে পাঠক মহলে সে পত্রিকা সমাদৃত হবেই হবে।

আমাদের জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রগুলো কোনো না কোনো দল বা 'ইজম' দ্বারা পরিবেষ্টিত। এতে করে অন্তত যে কোনো একশ্রেণীর পাঠক কোনো না কোনো পত্রিকার কাছে অবহেলিত হচ্ছেই। ফলে আমাদের পত্রিকাগুলো নিরপেক্ষতার ভান করলেও একশ্রেণী পাঠকের কাছে অনিরপেক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেই। আর রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপকভাবে সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করতে না পারায় নিজ নিজ দলের জন্য আলাদা আলাদা মুখপত্র সৃষ্টি করছে। এতে দলীয় কারণে সম্পাদকীয় নিবন্ধে একপেশে পক্ষপাতিত্বমূলক মতামত প্রকাশ ও প্রচার করা সম্ভব হয়। ফলে প্রকৃত ঘটনা বিকৃত হয়ে ঘোলাটে ও অস্বচ্ছ হয়ে যায়; একেক ঘটনা একেক রকমভাবে বিশ্লেষিত হয়। এ কারণে আমাদের সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষ মূল ঘটনা কোনো কোনো সময় পরিষ্কারভাবে জানতে ব্যর্থ হয়। ফলে রাজনৈতিক সম্পাদকীয়গুলোতে নিরপেক্ষ মতামত সব পত্রিকায় পাওয়া যায় না।

বর্তমান সময়ের রাজনীতিতে নানা রকম অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক ভণ্ডামি, মিথ্যাচার, দলীয় সন্ত্রাস লক্ষ্য করার মতো বিষয়। এ জন্য পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক সম্পাদকীয় ছাপা হয়। দল-নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলো এইসব নৈতিকতাবিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় প্রকাশ করছে। নীচে একটি রাজনৈতিক সম্পাদকীয় উল্লেখ করা হলো–

" বেতার ও টিভির স্বায়ত্তশাসন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বুধবার সংসদে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, এ বছরেই বেতার ও টিভির স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন চলে আসা ঐতিহ্য অনুযায়ী সরাসরি দলের নিয়ন্ত্রণে থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের কাজের ওপর বহুদিন ধরেই মানুষের আস্থা নেই। বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন দানের কথা বারবার বলা হলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই এই প্রতিষ্ঠান দু'টির স্বায়ত্তশাসন দেন তবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদার একটি পালন করা তো হবেই, সেই সাথে প্রতিষ্ঠান দু'টিও সরকারি লেবেল থেকে মুক্তি পাবে, ফলে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাও পূরণ হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি অনেক দূর এগিয়ে গেলেও এখনো আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে বেতার-টেলিভিশনের সংবাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন সরকারের আমলে বেতার-টেলিভিশনকে কেবল সরকারি প্রচারণার কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এমন হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

চেয়ে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমকেই বেশি বস্তুনিষ্ঠ বলে মনে করে। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে ওয়াদা থাকলেও ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ ভিন্ন কথা বলছে। এখন দেরিতে হলেও প্রধানমন্ত্রী স্বায়ত্তশাসনের কথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে আমরা মনে করি, এই বক্তব্য যেন শুধু সংসদ অধিবেশনের বিষয় হয়ে না থেকে অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে বেতার-টিভি মানুষের আস্থা ফিরে পাবে।"

অনুসন্ধান মতে, ১১টি পত্রিকায় রাজনৈতিক সম্পাদকীয় সংখ্যা ৬৬টি। মাত্রও দু'টি পত্রিকায় এ ধরনের সম্পাদকীয় নেই। প্রকাশিত ৬৬টি সম্পাদকীয়র মধ্যে একটি রাজনৈতিক পত্রিকা সর্বোচ্চ ১৯টি রাজনৈতিক সম্পাদকীয় ছেপেছে।

আইন-শৃঙ্খলা বা অপরাধবিষয়ক

বর্তমান সময়ের প্রকাশিত সংবাদে প্রায় সম্পাদকীয়তে আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী বা অপরাধবিষয়ক প্রসঙ্গ চলে আসে। বিশেষ করে আমাদের দেশে রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত অপরাধসমূহে কোনো না কোনো দলের সংশ্লিষ্টতা অনুভব করা যায়, তখন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সবার দৃষ্টিগোচর হয়। সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তখন হয় নীরব থাকে নয়তো উল্টো অপরাধীদের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে। আইন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অভিনব প্রতারণা এসব তো আছেই। এই সব দেখে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে অসহায়। ফলে সেটা খুব দ্রুতই সংবাদ হয়ে যায়। আর তখনই সম্পাদকীয় পাতায় নিবন্ধ আকারে আসার যোগ্য হয়ে যায়। বর্তমানে এ ধরনের সম্পাদকীয় বেশ ছাপা হচ্ছে। এমনি একটি সম্পাদকীয় নীচে তুলে ধরা হলো–

" পুলিশের কীর্তি

খিলগাঁও সবুজবাগ এলাকার জুলেখা হক সংবাদ সম্মেলন ডেকে থানা পুলিশের বিরুদ্ধে মারপিট ও মিথ্যা মামলা দায়ের যে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হওয়া প্রয়োজন। পুলিশ ধরতে এসেছিল গণফোরাম নেত্রী জুলেখা হকের ছেলে লিটনকে। তাকে না পেয়ে তার বাবা-মাকে গ্রেফতার করা হলো।

কেন? ধরতে বললে বেঁধে নিয়ে আসার ঘটনা নিয়ে একটি প্রবাদ আছে আমাদের দেশে, কিন্তু একজনের অপরাধে আরেকজনকে গ্রেফতার করার কোনো নজির কি আছে? পুলিশের ঘটানো এই ব্যাপারটির পেছনে কোনো ঘটনা আছে কি-না, সেটাই দেখতে হবে। পরিবারের

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ সবাইকে বেধড়ক পেটানোর যে নজির সৃষ্টি করল পুলিশ তাতে তাদের সম্মান বাঁচাতে পারবে কি?

পুলিশের কাজ অপরাধীকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া, আদালতই তার বিচার করবে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে আসামির বাড়িতে হানা দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াটা কি পুলিশের কাজ? এখন নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য পুলিশ স্থানীয় লোকদের উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে। জোর করে লিটনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য জোগাড় করতে চাইছে তারা। লিটনের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী কথাও শোনা যাচ্ছে। এত বড় একজন ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে থানায় কোনো মামলা নেই কেন?

শনিবার রাতে যে পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এত সব কাণ্ড ঘটাল, ওই অফিসারই পেয়েছে দায়েরকৃত মামলা তদন্তের ভার। এতে কি কোনো সুবিচার পাওয়া যাবে?

জুলেখা হকের পরিবারের সঙ্গে পুলিশ যে আচরণ করছে, তা অন্যায় ও আইনের বরখেলাপ। পুলিশ নিজেই যদি শৃঙ্খলার বাইরে চলে যায় তাহলে তাদের ওপর ভরসা করে কি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাবে? পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করি। "

অপরাধবিষয়ক সম্পাদকীয় জরিপভুক্ত সবক'টি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ৫৯৪টি সম্পাদকীয়র মধ্যে ১১৯টি আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধবিষয়ক। তুলনামূলকভাবে এ সংখ্যা আশাতীত।

সমস্যামূলক

সমস্যামূলক সম্পাদকীয় নিবন্ধ কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে? নাকি সমস্যামূলক সম্পাদকীয়র যে নির্দিষ্ট রূপ ও কাঠামো আছে তা আংশিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে রূপগত ভিন্নতা নিয়ে এখনো অবস্থান করছে, যা কাঠামোগত বিচারে ধরা পড়ছে না। বর্তমান সময়ে নাগরিক জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। নিত্যদিনই নানা সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে মানবজীবন। তারপরও পত্রিকাগুলোতে সমস্যামূলক সম্পাদকীয়র অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। সমস্যামূলক সম্পাদকীয়তে শুধু সমস্যার বর্ণনা ও সমাধানের দিক-নির্দেশনা দেয়াই নিয়ম। নীচে সমস্যামূলক একটি সম্পাদকীয় তুলে ধরা হলো যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি দৈনিক পত্রিকায়।

www.pathagar.com

" সমস্যাসঙ্কুল রংপুর মেডিকেল

রংপুর মেডিকেল কলেজে কোন সমস্যাটা নেই? শিক্ষক সংকট, শিক্ষা উপকরণের অভাব, আসবাবপত্রের অভাবসহ সব ধরনের সংকটের আবর্তে ঘুরছে প্রতিষ্ঠানটি। এখানে যে এখনো পড়াশোনা হচ্ছে, বছর বছর শিক্ষার্থীরা পাস করে ডাক্তার হয়ে বের হচ্ছে, এটাই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

সম্প্রতি প্রথম আলোর প্রতিবেদনে প্রকাশিত পরিসংখ্যানটি দেখার মতো। ১৬টি অধ্যাপকের পদের বিপরীতে কাজ করছেন মাত্র ৫ জন। সহযোগী অধ্যাপক দরকার ৩৬ জন, কাজ করছেন ৮ জন। এই তালিকাটি আরো না বাড়িয়ে শুধু এ কথাই বলা যায় যে, রংপুর মেডিকেল কলেজে টিচিং স্টাফ এতটাই অপ্রতুল যে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ আছে। কোটি টাকা মূল্যের পলিওগ্রাফি মেশিনটি টেকনিশিয়ানের অভাবে ১২ বছর ধরে কীভাবে পড়ে থাকে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। মেশিনটিকে কি এসির বাতাস খাইয়ে পুষে রাখার জন্যই কেনা হয়েছিল? কলেজের উপাধ্যক্ষ সাহেব বলেছেন, 'মেশিনটি মনে হয় ভালো আছে।' এই মনে হয় কাজের কোনো কথা নয়। এটা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা। রংপুর মেডিকেল কলেজে ক্লাসরুম ও লেকচার গ্যালারির সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। এছাড়াও ক্যান্টিন সমস্যা রয়েছে, লাশকাটা ঘরের সমস্যা রয়েছে, মোট কথা সমস্যার অন্ত নেই এখানে।

অর্থ সংকটই নাকি এ সমস্যার মূল কারণ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অর্থ দিচ্ছে না। একটি কলেজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ কোন পর্যায়ে পৌঁছলে বিদ্যুৎ বিল ১ কোটি টাকা বকেয়া পড়তে পারে? স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কি চায় না রংপুর মেডিকেল কলেজটি সুস্থভাবে চলুক? চিকিৎসক বানানোর প্রতিষ্ঠানটি রুগ্ন হলে যারা এখান থেকে পাস করে বের হবে তারা আসলেই কি জনসেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বের হতে পারবে? "

এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১১টি পত্রিকা জুন ২০০০-এ ৫৯৪টি সম্পাদকীয়র মধ্যে মাত্র ৩৩টি সমস্যামূলক সম্পাদকীয় ছেপেছে। তার মধ্যে একটি করে ছেপেছে তিনটি পত্রিকা, মাত্র দু'টি ছেপেছে একটি পত্রিকা; আর তিনটি ছেপেছে একটি পত্রিকা; মোট কথা পাঁচটির অধিক সমস্যামূলক সম্পাদকীয় কোনো পত্রিকা ছাপেনি। অথচ সমস্যায় জর্জরিত দেশ ও জাতি। এর তুলনায় সমস্যামূলক সম্পাদকীয়র সংখ্যা আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। তবে কাঠামোগত অবস্থান কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আরো কিছু

www.pathagar.com

সমস্যামূলক সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে। ওইসব সমস্যামূলক সম্পাদকীয়তে ছাপ পড়েছে হয় রাজনীতির নতুবা অপরাধের অথবা অপরাপর অন্য কোনো বিষয়ের।

পরিবেশ দূষণ

আমাদের আধুনিক যুগের যান্ত্রিক জীবনে নানাভাবে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। বিশেষ করে শিল্প-কলকারখানা অপরিকল্পিতভাবে যেখানে সেখানে গড়ে উঠার কারণে পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণের মতো ভয়াবহ সমস্যায় আমরা প্রতিদিনই আক্রান্ত হচ্ছি। এসব নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সংবাদও কম প্রকাশিত হচ্ছে না। সংবাদপত্রগুলোর নির্দিষ্ট করে দেওয়া কোনো নিয়ম-নীতি না থাকায় সম্পাদকীয় লেখকদের দৃষ্টি সহসা পরিবেশ দূষণের উপর পড়ছে না। এ কারণে জাতীয় দৈনিকগুলোতে এ বিষয়ে সম্পাদকীয়ও খুব একটা চোখে পড়ছে না। এ বিষয়টি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিধায় রাষ্ট্রীয়ভাবে এ সম্পর্কিত একটা মন্ত্রণালয়ও বহু আগে গঠিত হয়েছে। জনগণকে সচেতন করা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়াই হচ্ছে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য। সংবাদপত্রগুলো যদি পরিবেশ দূষণের নিত্য-নতুন কারণগুলো খুঁজে তার উপর সম্পাদকীয় লিখে, তাহলে সরকার ও পরিবেশ দূষণে তৎপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছুটা হলেও সজাগ হবে। জনমনেও পত্রিকার উদ্যোগের বিষয়টি প্রভাব ফেলবে। নীচে সদ্য প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার পরিবেশবিষয়ক সম্পাদকীয় হুবহু ছাপা হলো–

" ঢাকার পয়ঃলাইনের দুর্দশা

রাজধানী ঢাকার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি এলাকায় কোনো পয়ঃলাইন ব্যবস্থা না থাকায় নগরীবাসীর প্রায় ৮৫ ভাগ মলমূত্র খোলা ড্রেনের মাধ্যমে বাহিত হয়ে এই মহানগরীর চারপাশের নদীর পানিকে ভীষণমাত্রায় দূষিত করছে। এই অবিশ্বাস্য সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে আমাদের পত্রিকায় মঙ্গলবারের এক প্রতিবেদনে। এই একটি মাত্র প্রতিবেদনই বলে দিচ্ছে, প্রায় ১ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই মহানগরীর দুরবস্থা কোন মারাত্মক পর্যায়ে রয়েছে।

এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের উদ্বেগজনক দিক হলো, নগরীর সবচেয়ে অভিজাত এলাকা গুলশান, বনানী, বারিধারা ও উত্তরায় কোনো পয়ঃলাইন ব্যবস্থা নেই। মিরপুর-পল্লবী এলাকায় মাত্র ৫ শতাংশ এলাকা পয়ঃলাইনের আওতায়। পুরান ঢাকার বেশির ভাগ এলাকায় পয়ঃলাইন না থাকায় এবং অনেক লাইন অকেজো থাকায় বাসাবাড়ীর পয়ঃলাইনের সঙ্গে ড্রেনেজ লাইনের সংযোগ করা হয়েছে। ১৯২৩ সালে ঢাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর গত ৭৮ বছরে স্থাপিত হয়েছে মাত্র ৬৩১ কি.মি. পয়ঃলাইন। অথচ প্রয়োজন ৩

www.pathagar.com

হাজার ১৫৫ কি.মি. পয়ঃলাইন। অন্যদিকে পাগলায় অবস্থিত নগরীর একমাত্র পয়ঃশোধনাগারটিতে ক্ষমতার অর্ধেকও প্রতিদিন শোধন হচ্ছে না। শোধনাগারে পয়ঃবর্জ্য টেনে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশ পয়ঃলিফটও চালু নেই।

ঢাকা মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার এমন অপ্রতুলতা রাজধানী ও আশপাশের পরিবেশে এক মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করেছে, যা বিপুলভাবে নাগরিকদের শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে উঠেছে। ঢাকা জনসংখ্যার দিক থেকে যত দ্রুত স্ফীত হচ্ছে তার সঙ্গে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও নগরজীবনের অপরিহার্য পূর্বশর্তগুলো গড়ে তোলা হচ্ছে না। এর সবটা যে আমাদের সাধ্যের বা আওতার বাইরে তা বলা যাবে না। আমাদের পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি ও আন্তরিকতার অভাবও এক্ষেত্রে আমাদের দৈন্যকে নগ্ন করে তুলছে। নাগরিকরা ঢাকা ওয়াসাকে এ বাবদ ঠিকই ট্যাক্স দিচ্ছে কিন্তু তার বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধা মোটেই দিতে পারছে না। ঢাকা মহানগরীর নাগরিক সুযোগ-সুবিধাহীন এই অপরিকল্পিত স্ফীতির ফলে যেসব মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে, তা একে ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। কিন্তু এ নিয়ে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদৌ কোনো উদ্বেগ বা চিন্তা-ভাবনা আছে কিনা তা বোধগম্য নয়। সবকিছু যেন চলছে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো।

সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের আবেদন, পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সংকট চরম আকার ধারণ করার আগেই এ ব্যাপারে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিন এবং তা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হোন। পর্যাপ্ত পয়ঃলাইন নির্মাণ, শোধনাগার নির্মাণ ও সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে ঢাকাকে একটি পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর নগরী হিসেবে গড়ে তোলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।"

জুন ২০০০-এ প্রকাশিত ১১টি পত্রিকার সম্পাদকীয়সমূহে অনুসন্ধান চালিয়ে ৫৯৪টি সম্পাদকীয়র মধ্যে মাত্র ১৫টি পরিবেশ সংক্রান্ত সম্পাদকীয় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি পত্রিকা এ বিষয়ে কোনো সম্পাদকীয় ছাপেনি। আর যে আটটি পত্রিকা ছেপেছে তার মধ্যে কোনো কোনোটাতে পরিবেশ বিষয়টা ভাসা ভাসাই থেকে গেছে। 'বনায়নের গম হচ্ছেটা কি'– এই শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে একটি পত্রিকা গমের অপব্যবহারের বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। পরিবেশ প্রাধান্য পায়নি।

মূলত প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লেখা হয়। এ সময়ে পরিবেশ বিষয়ে পত্র-পত্রিকাগুলোতে বিশেষ করে যেসব পত্রিকার নীতি-নির্ধারকরা

www.pathagar.com

পরিবেশবিষয়ক সংবাদ পত্রিকার নীতির আওতায় নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করে ছাপে, সেসব পত্রিকায় প্রচুর সংবাদ ছাপা হয়েছে। কিন্তু সম্পাদকীয় অনুরূপ ছাপা হচ্ছে না।

তথ্যমূলক

এ ধরনের সম্পাদকীয়তে শুধুমাত্র তথ্য দেওয়া বা পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়। অন্য সম্পাদকীয়র মতো এ নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বা সমালোচনা করার অবকাশ কম। যা ঘটা উচিত নয় অথচ ঘটে গেছে, এমন তথ্যের পরিসংখ্যান যা তুলে ধরলে পাঠক জেনে আশ্চর্য হয়ে যেতে পারে– এ ধরনের তথ্য ও পরিসংখ্যান দেশ ও জাতির কাছে তুলে ধরাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এ ধরনের সম্পাদকীয় সম্বন্ধে খন্দকার আলী আশরাফ তাঁর নিবন্ধে বলেন, "লক্ষ্যভেদে কোন্ কোন্ সম্পাদকীয় স্রেফ তথ্যমূলক হতে পারে। এ ধরনের সম্পাদকীয় নিবন্ধে সংবাদে প্রকাশিত ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। তথ্য পরিবেশনই এইসব সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্দেশ্য।"

এ রকম তথ্যমূলক সম্পাদকীয় এখন চোখে পড়ে কম। সম্পাদকীয় লেখকদের এ ধরনের সম্পাদকীয় লেখার মতো অনেক তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদই চোখে পড়ার কথা। সে অনুপাতে তথ্যমূলক সম্পাদকীয় সংবাদপত্রের পাতায় আসছে না। অনেক অনুসন্ধান করে একটি মাত্র জাতীয় দৈনিকে বিলুপ্ত প্রায় তথ্যমূলক কয়েকটি সম্পাদকীয়র মধ্যে একটি তুলে ধরা হলো–

" এইডসের ঝুঁকি

এইডস সম্পর্কে সর্বসাম্প্রতিক তথ্য হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষের জন্য যেমন তা মহাবিপর্যয়কর, তেমনি বাংলাদেশের জন্যও তা কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। পৃথিবীর ৩ কোটি ৩৪ লাখ লোক এখন এইডসে আক্রান্ত। আর বাংলাদেশে শুধু পৃথিবীর মধ্যে বলেই নয়, এদেশের চারপাশে যে ক'টি দেশ রয়েছে, সেই ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড আর নেপালেই এইডস ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপকভাবে। এইডস হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম (প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতিজনিত অর্জিত রোগলক্ষণ, সমাহার)। যে ভাইরাসে সংক্রমিত হলে এইডস হয়, তার নাম এইচআইভি তথা মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি সৃষ্টিকারী ভাইরাস। ইউনিসেফের দেশসমূহের অগ্রগতি ২০০০ শীর্ষক রিপোর্টের বরাদ দিয়ে গত বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে ওপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

এদিকে এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত রেডক্রসের সর্বসাম্প্রতিক এক তথ্য হচ্ছে– ১৯৪৫ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যেখানে যুদ্ধ মারা গেছে ২ কোটি ৩০ লাখ লোক, সেখানে একই সময়ে এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ১৫ কোটি মানুষ। রেডক্রসের ওয়ার্ল্ড ডিজাস্টার রিপোর্ট ২০০০-এ এ কথা বলা হয়েছে। এ রিপোর্টে আফ্রিকার এইডস পরিস্থিতিকে এক মহাদুর্যোগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের দেশগুলোতে ২ কোটি ৩০ লাখ লোক এইডস ভাইরাস এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত। এটা সারা বিশ্বের ৭০ শতাংশ। এইডসের কারণে শুধু জিম্বাবুইয়েতেই সপ্তাহে ১২শ' লোকের মৃত্যু হচ্ছে। এইডস ভাইরাস এইচআইভি-তে আক্রান্ত ৯০ শতাংশ আফ্রিকানই জানে না যে, তারা এ রোগে আক্রান্ত। ওপরে ইউনিফেসের দেশসমূহের অগ্রগতি ২০০০ শীর্ষক যে রিপোর্টটির কথা বলা হয়েছে, তাতে আছে শুধু আফ্রিকা মহাদেশে এইডস সবচেয়ে মারাত্মক দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। শুধু গত বছর বিশ্বে এইডসের কারণে মারা যায় ২৮ লাখ লোক, যার ৭৯ শতাংশই ছিল আফ্রিকান। আফ্রিকা ছাড়াও এশিয়া, মধ্য ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বহু অংশে এইডস ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পর বিশ্বে ভারত হচ্ছে দ্বিতীয় দেশ, যেখানে এইডস সংক্রমণ সর্বাধিক। ভারতে ৫ লাখ ৭০ হাজার মহিলা এবং ৩ লাখ ৪০ হাজার পুরুষ এইচআইভি সংক্রমণের শিকার। মানবজাতির অংশ হিসেবে বিশ্বে বিপর্যয়কর এইডস সংক্রমণে আমরা অবশ্যই মহা উদ্বিগ্ন। তবে ঐ কালান্তক ব্যাধি তার মরণছোবল যেন এ দেশের উন্নত চিকিৎসাসেবা বঞ্চিত মানুষের ওপরেও না-হানতে পারে, সে ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ স্বাভাবিকভাবেই সবচাইতে বেশি হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি দেশের সরকারকেই তার নিজ নিজ দেশে এই কালান্তক ব্যাধির সংক্রমণের বিরুদ্ধে যেমন পৃথক পৃথকভাবে, তেমনি আবার যতদূর সম্ভব সমন্বিতভাবেও একাধারে প্রতিরোধক ও সম্ভাব্য প্রতিষেধক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে এক প্রখ্যাত কলামিস্টের লেখা থেকে জানা গেছে, অবশেষে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এইডস রোগের সর্বোত্তম প্রতিষেধক যে ত্বকচ্ছেদ (সারকামসেশন) তা আবিষ্কার করেছেন। ত্বকচ্ছেদ যদি কার্যকর প্রতিষেধক হয় তবে বাংলাদেশের জন্য তা হবে আশীর্বাদ। ধর্মীয় কারণে এমনিতেই এখানে বেশিরভাগ পুরুষেরই ত্বকচ্ছেদ হয়। প্রতিরোধ ব্যবস্থাটাই অবশ্য প্রধান। বলা হয়ে থাকে 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর' (প্রতিরোধই আরোগ্যের চেয়ে

www.pathagar.com

উত্তম)। এইডসে আক্রান্ত হলে তার প্রতিষেধকের খোঁজ করতে যাওয়ার আগে এ রোগের বেলাতেই সে কথা প্রযোজ্য। আর এইডসের বেলায় এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে গণসচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলন। কারণ এইডস মূলত সামাজিক ব্যাধি। মূলত সামাজিক কারণেই এ রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকে।"

জুন ২০০০-এর ১১টি জাতীয় দৈনিকে অনুসন্ধান চালিয়ে মাত্র ছয়টি তথ্যমূলক সম্পাদকীয় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ছয়টি পত্রিকায় কোনো তথ্যমূলক সম্পাদকীয় স্থান পায়নি। তবে তথ্য-নির্ভর কিছু সম্পাদকীয় ছাপা হলেও সম্পাদকীয় নীতিমালার আওতায় এগুলোকে তথ্যমূলক সম্পাদকীয় বলা যায় না। আর যে ছয়টি ছাপা হয়েছে এগুলোকে আংশিক তথ্যমূলক সম্পাদকীয় বলা যেতে পারে। কারণ তথ্যমূলক সম্পাদকীয়র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমবর্ধমান তথ্য উপস্থাপন করে পাঠককে বিস্মিত করা। এখানে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা করে অহেতুক সম্পাদকীয়কে লম্বা করার কোনো অবকাশ নেই।

বিশেষ সম্পাদকীয়

আজকাল কদাচিৎ বিশেষ সম্পাদকীয় চোখে পড়ে। হঠাৎ ঘটে যাওয়া আবেগাপ্লুত কোনো ঘটনা, বিশেষ স্মরণীয় কোনো দিন বা বিশেষভাবে গৃহীত কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পদক্ষেপ কিংবা বিশেষ কোনো বিজয় উপলক্ষে লেখা হয় বিশেষ সম্পাদকীয়। এ সময় সম্পাদকীয়র যে স্থান জুড়ে দু'টি অথবা তিনটি সম্পাদকীয় লেখা হতো বিশেষ সম্পাদকীয় ছাপার দিনে মাত্র একটি অর্থাৎ ওই বিশেষ সম্পাদকীয় ছাড়া আর কোনো সম্পাদকীয় ছাপা হয় না। বিশাল স্থান জুড়ে মাত্র একটি সম্পাদকীয় শোভা পায়।

জুন ২০০০-এ ১১টি পত্রিকার মধ্যে ছয়টি পত্রিকায় মাত্র ১০টি বিশেষ সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে একটি পত্রিকা সর্বোচ্চ তিনটি বিশেষ সম্পাদকীয় ছেপেছে। আর বাকি পাঁচটি পত্রিকা কোনো বিশেষ সম্পাদকীয় ছাপেনি।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ

সাধারণ সম্পাদকীয়র কাঠামো

জাতীয় দৈনিকে প্রায় প্রতিদিন চলমান ঘটনার উপর যে সাধারণ সম্পাদকীয় রচনা করা হয় তাকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা– প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ, তৃতীয় বা শেষ অংশ।

প্রথম অংশ

প্রথম অংশ বা সূচনা পর্বে যে সংবাদটি নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হবে সেদিনের সে সংবাদটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়।

দ্বিতীয় অংশ

নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশ বা মধ্যপর্বে থাকবে উল্লেখিত সংবাদটির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আলোচনা, সমালোচনা, সুচিন্তিত মতামত ও মন্তব্য। এ অংশে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিও প্রদর্শন করা হয়।

তৃতীয় অংশ

তৃতীয় অংশ বা সর্বশেষ পর্বে থাকবে আলোচিত সংবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বা দেশ ও জাতিকে পরামর্শ, উপদেশ, আবেদন এবং দিক-নির্দেশনা। এটিই সম্পাদকীয় নিবন্ধের সর্বশেষ অংশ।

সম্পাদকীয় লেখকদের লক্ষণীয় বিষয়

- সম্পাদকীয় সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক বক্তব্য। এ নিবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ।
- 'লেখার সময় তথ্য ও মতামতের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।'
- ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার স্বনামধন্য সিপি স্কটের মতে, 'মন্তব্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করুন কিন্তু তথ্যের পবিত্রতা বজায় রাখুন'।
- খবরে যে সকল তথ্য বিদ্যমান তা নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধকে ভারাক্রান্ত করার কোনো দরকার নেই। এতে মতামত দেওয়ার জন্য পরিধিতে ঘাটতি পড়তে পারে।
- সম্পাদকীয়র ভাষা কখনো জোরাল, কখনো আক্রমণাত্মক, কখনো বিদ্রুপমূলক হতে পারে। আবার কখনো বিনয়ের সঙ্গে বক্তব্য পরিবেশিত হতে পারে। তবে

www.pathagar.com

রচনাভঙ্গি নির্ভর করে সাধারণত পত্রিকার নীতি, অবস্থান ও সম্পাদকীয় লেখকের পরিবেশনা কৌশলের উপর।

- এ নিবন্ধে রাষ্ট্রের জারিকৃত আইন, সংবিধান বা যা প্রকাশ হলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষতির আশঙ্কা বেশি, এমন সব বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখা নিষিদ্ধ।
- দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন স্পর্শকাতর বিষয় বা সাম্প্রদায়িক হানাহানির আশঙ্কা রয়েছে এমন সব বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখা নৈতিকতা বিরোধী।
- ব্যক্তিগত আক্রোশ, হিংসা বা বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটে এমন বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখা ঠিক নয়।
- সমকালীন চাঞ্চল্যকর ঘটনা অদ্ভুত বা সমাজে একেবারে অভিনব এমন ঘটনার বর্ণনা-বিশ্লেষণ করেও আকর্ষণীয় সম্পাদকীয় লেখা যায়।
- ভালো সম্পাদকীয় রচনার জন্য প্রয়োজনে সহযোগী দৈনিকেও চাঞ্চল্যকর সংবাদ-সূত্র অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।
- পরিশেষে সম্পাদকীয়র ভাষা হতে হবে সহজবোধ্য এবং আকার হতে হবে মধ্যম পর্যায়ের, যাতে পাঠক পড়তে বিরক্তি বোধ না করে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
প্রথম ভাগ

সংবাদপত্রে চিঠিপত্র বিভাগ

সংবাদপত্রে 'চিঠিপত্র বিভাগ' একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বিভাগটি পাঠকমহলে খুবই জনপ্রিয়। বিশেষ করে জাতীয় দৈনিকগুলোতে যখন গ্রামীণ কোনো পত্রলেখকের চিঠি ছাপা হয় তখন এলাকায় সচেতন জনতার কাছে বিষয়টি গুরুতর আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকের দৈনন্দিন সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। এ কারণে পাঠকদের কাছে এ বিভাগটি বেশ প্রিয়।

চিঠিপত্রের শ্রেণী বিভাগ

সংবাদপত্র অফিসে প্রতিদিন আসা হাজার হাজার চিঠিপত্রের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করে যে পত্রিকা যতো গুরুত্ব সহকারে নির্বাচিত চিঠিগুলো দ্রুত প্রকাশ করে আসছে, সে পত্রিকা ততো পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছে। বিশেষ করে চিঠিপত্র প্রধান পত্রিকাগুলো প্রচারসংখ্যায় আরও বেশি এগিয়ে যাচ্ছে শুধু ওই বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করার কারণে। বস্তুত নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে বিশেষ করে সংবাদপত্রের পাতায় অনেকেই দেখতে চান। বহুল প্রচারিত দৈনিকসমূহে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে চিঠিপত্রসমূহকে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় এভাবে :

আবেদনভিত্তিক

আবেদনভিত্তিক চিঠিপত্র সংবাদপত্রে বেশি আসে। এ ধরনের চিঠিগুলো সাধারণত গ্রামীণ মানুষের লেখা। পত্রগুলোতে নিজ গ্রাম বা এলাকার আবেদন তুলে ধরে লেখা হয়। ওই চিঠিগুলোতে প্রধানত ডাকঘর চাই, বিদ্যুৎ চাই, ব্যাংকের শাখা, স্কুল-কলেজ, ব্রিজ-কালভার্ট চেয়ে আবেদন বা টেলিফোন চেয়ে আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখা হয়। ০৪ আগস্ট ১৯৯৯ একটি আবেদনভিত্তিক চিঠি একটি দৈনিকে ছাপা হয়েছে, তা এরকম:

"টেলিফোন চাই

আমরা দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন দাউদপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের এলাকাটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দু'টি ডিগ্রি কলেজ, একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, একটি হাইস্কুল, একটি

www.pathagar.com

গার্লস হাইস্কুল এবং তিনটি মাদ্রাসা রয়েছে। এখানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, দাখিল, আলিম প্রভৃতি পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে। বর্ডারের কাছাকাছি হওয়ায় এই এলাকাটি উন্নত ব্যবসা কেন্দ্রও বটে। টেলিফোন না থাকায় ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সুবিধা পাচ্ছে না। এখানকার প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি স্থানে অধ্যয়নরত। অতীব দুঃখের বিষয় যে, এই এলাকার ওপর দিয়ে পার্শ্ববর্তী অখ্যাত ভাদুরিয়ায় টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রাণের দাবি, অবিলম্বে দাউদপুরে টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হোক। এলাকাবাসীর পক্ষে–

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
দাউদপুর, দিনাজপুর। ”

সমস্যামূলক

সংবাদপত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব চিঠি আসে তার মধ্যে সমস্যামূলক বেশি। এই সমস্যামূলক চিঠির মধ্যে আবার দু'রকম চিঠি লক্ষণীয়। ক. গ্রামীণ সমস্যামূলক; খ. শহরকেন্দ্রিক সমস্যামূলক।

ক. গ্রামীণ সমস্যামূলক

প্রত্যন্ত পল্লী এলাকায় নানা সমস্যা বিরাজমান। এসব সমস্যার ধরন ও গতি-প্রকৃতিও আলাদা আলাদা। তার মধ্যে বেশিরভাগ সমস্যা হচ্ছে হাট-বাজারের সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, হাসপাতালের সমস্যা, রাস্তা সংস্কার প্রভৃতি। ৩০ জুলাই ১৯৯৯ একটি জাতীয় দৈনিকে উল্লেখিত সমস্যামূলক যে চিঠিটি ছাপানো হয়েছে তা এরকম :

“ দুই কিলোমিটার রাস্তা

সুনামগঞ্জ জেলায় জগন্নাথপুর থানার ৯নং পাইলগাঁও ইউনিয়নের অবহেলিত গ্রাম আলীপুর। ১৯৭১ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। এই গ্রামের মধ্যে একটি প্রাইমারি স্কুল আছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হবে ৫/৬শ'। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসতে পারছে না একমাত্র এই রাস্তার দরুন। আমরা যদিও জগন্নাথপুর থানায় বসবাস করি কিন্তু সর্বক্ষণ আমাদের যাতায়াত নবীগঞ্জ থানার ইনাতগঞ্জ বাজারে। এই রাস্তা দিয়ে দৈনিক হাজার হাজার লোকের বাজারে আসা-যাওয়া। এ ছাড়া ইনাতগঞ্জ হাইস্কুল, ইনাতগঞ্জ কলেজের শত শত ছাত্র-ছাত্রী আসা-যাওয়ার একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম এই রাস্তা। জালালপুর থেকে খানপুর, খানপুর থেকে আলীপুর, আলীপুর থেকে বিবিয়ানা নদীর পাড়। বর্তমানে রাস্তার অবস্থা করুণ। কয়েক জায়গা মরণ ফাঁদের সমান। এই রাস্তা কালের সাক্ষী

www.pathagar.com

হয়ে আছে। এক সঙ্গে দু'জন চলা যায় না। একজন দাঁড়িয়ে অন্যজনকে সাইড দিতে হয়। এই রাস্তাটুকু পুনঃনির্মাণ করে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি কামনা করছে।

তরুণ হালদার
গ্রাম-আলীপুর, ডাক-ইনাতগঞ্জ, জেলা-সুনামগঞ্জ।"

শহরকেন্দ্রিক সমস্যামূলক

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রমাগত শহুরে জীবনেও পরিবর্তন আসছে। অনৈতিকতা শহুরে সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। বিশেষ করে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, অপহরণ প্রভৃতির আশঙ্কা ছায়া ফেলছে সমাজজীবনে। বিদ্যুৎ সংকট, পানি সংকট, যানজট তো আছেই। তাছাড়া নানা ধরনের প্রতারণা লোকচক্ষুর সামনে ঘটছে। এসবের ভয়াবহতা সম্পর্কে নিত্যদিন চিঠি ছাপানো হচ্ছে। ১৬ মে ১৯৯৯ এই ভিন্নধর্মী সমস্যার কথা ছাপা হয়েছে একটি দৈনিকে :

"কেন এ বিদ্যুৎ অপচয়?

গত এক বছর হতে আমাদের গলির বিদ্যুৎ খুঁটির টিউবলাইটগুলো দিন-রাত জ্বলছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া বাল্বগুলো আবার পাল্টে দেয়া হচ্ছে। স্থানীয় ওয়ার্ড অফিসে অভিযোগ ও চট্টগ্রামের একটি দৈনিকে এ সম্পর্কে চিঠি মারফত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফলাফল কিছু হয়নি। দেশে চরম বিদ্যুৎ সংকটকালে কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ ঔদাসীন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। আশা করি, মাননীয় মেয়র সাহেব এ ব্যাপারে যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ইউসুফ সুলেমান
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।"

চলমান ঘটনা

যে ঘটনা সেই সময়ের জন্য জনমনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, মানব সমাজে খুশির জোয়ার বয়ে যায় কিংবা দুঃখ-বেদনায় মন ভরে যায়, চারদিকে শোকাতুর মানুষের বিলাপ শোনা যায় সেসব ঘটনাকে বিষয়বস্তু করে পত্রলেখকরা সচেষ্ট হন পত্র লেখার জন্য। কী হওয়া উচিত ছিল, কেন এমন ঘটল, আগেপিছে বিশ্লেষণ করে চিঠিপত্র বিভাগে পত্র আসে। যেমন, কোনো আন্তর্জাতিক খেলায় হয়তো দেশ জিতে এসেছে। মানুষ ভাসছে আনন্দের বন্যায়, কিংবা কোনো শহরে হয়তো কয়েক শ' লোক অ্যালকোহল পান করে বিষক্রিয়ায় মারা গেল বা ট্রেন দুর্ঘটনায় হয়তো অনেক হতাহত হলো, এমন আবেগঘন বিষয়ে সময়ে-সময়ে অনেক পাঠক লিখে থাকেন। গেল

www.pathagar.com

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলল। এ নিয়ে দেশে ছিল টান-টান উত্তেজনা। বহু লেখালেখিও হয়েছে। পাঠকরাও অনেক চিঠি লিখেছে। ৩০শে জুলাই ১৯৯৯-এ একটি দৈনিকের চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হয় একটি চিঠি "

" তাদের উৎসাহ দিন

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবারের বিশ্বকাপে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। অথচ সরকার এখন পর্যন্ত তাদের জন্য আলাদা মাঠের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বালিকণা যেমন মহাদেশ গড়ে তুলে তেমনি আমাদের ছেলেরাও দিনের আবর্তে একদিন বিশ্বকাপ জয় করে আনবে- এ কামনা সকলের। এখন ক্রিকেটে সাফল্য আনায়নের জন্য ক্রিকেট মাঠের পাশাপাশি যদি সরকার উদ্‌যোগী হয়ে এ সকল ক্রিকেটারের স্থায়ী কোনো চাকরির ব্যবস্থা করে তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম উৎসাহিত হয়ে দ্বিগুণ উদ্দীপনা নিয়ে ক্রিকেট খেলায় আত্মনিয়োগ করবে। আমাদের এই দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে অতি ক্ষুদ্র হলেও আমাদের ছেলেরা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছে 'বাংলাদেশ' নামের একটি সোনার দেশ আছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সকলেই যদি উদ্‌যোগী হয়ে এদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমাদের ছেলেরা চিন্তামুক্ত হবে এবং ক্রিকেট খেলায় জীবনকে আরও উৎসর্গ করতে পারবে।

ডা. শাহাদৎ হোসেন
ডা. হাবিবুর রহমান
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হেল্‌থ সেন্টার, ময়মনসিংহ। "

একান্ত ব্যক্তিগত

বক্তিগত পর্যায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু চিঠি পত্রিকা অফিসে আসে। যেহেতু ব্যক্তি থেকে সমাজ সেহেতু সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ব্যক্তিগত আক্রোশ ভেবে বা সংবাদপত্রকে ব্যবহার করে অন্যের ইমেজ নষ্ট করতে পারে- এরকম ভেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি সংবাদপত্রে ছাপা হয় না। যেমন, যদি কোনো লোক এলাকার প্রভাবশালী কর্তৃক দিনের পর দিন নির্যাতিত হয় এবং যদি এই চিত্র তুলে ধরে নাম গোপন করার ইচ্ছা পোষণ করে লেখা হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ছাপা হয় না। কারণ ধরে নেওয়া হয় ব্যক্তিগত আক্রোশ বা সামাজিক প্রতিপক্ষকে হয়তো শায়েস্তা করার জন্য লেখা হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার চিঠি

একটি জাতীয় দৈনিকের চিঠিপত্র বিভাগ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য পাঠকের কাছে প্রকাশ করার জন্য

www.pathagar.com

খুবই ক্ষুদ্রাকারে অর্থবহ আকর্ষণীয় সময় উপযোগী কিছু চিঠি ভিন্ন আঙ্গিকে ছাপায় যা পাঠকের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। একটি বা দুটি বাক্যে লেখা যুক্তিনির্ভর এ চিঠিগুলো পাঠককের সুপ্ত মনে প্রশ্ন জাগানোর মতো। ০১ আগস্ট ১৯৯৯ এরকম একটি চিঠি ছেপেছে একটি দৈনিক। বাংলাদেশে শুধু একটি দৈনিকই এই ক্ষুদ্রাকার চিঠিগুলো ছাপে। এই চিঠির আলাদা কোনো নাম থাকে না। ওই পত্রিকায় নির্ধারিত একটি নামে প্রায় সবদিনেই এ ধরনের চিঠি ছাপা হয়। চিঠিটা এরকম–

> "বর্তমান সরকার পানিচুক্তি ও পার্বত্য শান্তিচুক্তির মতো দু'টি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এখন বিদ্যুৎ সমস্যাটা সমাধান করে হ্যাট্টিক সম্মানটা পেতে তাদের বাধা কোথায়?
>
> শানুল ইসলাম টিপু
> পাজিলের ঘাট রোড
> থানা-দাগনভুঁঞা, ফেনী।"

বিষয়ভিত্তিক

কোনো কোনো দৈনিকে বিষয়ভিত্তিক চিঠি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব পত্রিকা আগে বিষয় নির্ধারণ করে ঘোষণা দিয়ে পাঠকের মতামত চেয়ে চিঠি আহবান করে। চিত্রচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা কোনো ঘটনার উপর পাঠকের মতামত চেয়ে যেহেতু চিঠি আহবান করা হয় সেহেতু ব্যাপকসংখ্যক পত্রলেখক এই লেখালেখিতে সাড়া দেয় এবং ছাপা হয় গুরুত্ব সহকারে। ০৬ আগস্ট ১৯৯৯ এমন একটি দৈনিকের চিঠিপত্র বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদকের ঘোষণা ছিল এরকম–

> " **বিরোধী নেত্রী সমীপে আমার প্রশ্ন**
>
> প্রিয় পাঠক, চিঠিপত্র বিভাগের একটি নিয়মিত আয়োজন 'আমার প্রশ্ন'। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী, সিটি কর্পোরেশনগুলোর মেয়রসহ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পাঠকদের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো এই আয়োজনের লক্ষ্য। ইতিমধ্যে আমরা "প্রধানমন্ত্রী সমীপে আমার প্রশ্ন" ছেপেছি। বিরোধী নেত্রীর সমীপে আমরা আপনাদের প্রশ্ন আহবান করেছিলাম। প্রচুর চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। স্থানাভাবে সবগুলো ছাপানো সম্ভব নয়। বাছাইকৃত চিঠিগুলোর এক অংশ আজ ছাপা হলো অবশিষ্ট আগামীকাল।"

সেদিনের পত্রিকায় ১২টি চিঠি ছাপা হয় একই বিষয়ে। যেমন :

> " **নিশ্চয়তা দিতে পারবেন কি?**
>
> এখানকার পানি-বিদ্যুৎ সংকটের জন্য আপনার দল আওয়ামী লীগ সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেছে। এবং এর জন্য হরতাল ডাকছে। ভবিষ্যতে বর্তমানে সরকারকে হটিয়ে আপনারা সরকার গঠন করতে

www.pathagar.com

পারলে উপরিউক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান হবে– এরকম কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবেন কি?

মোহাম্মদ শফিক উল্যা বাবলু
গ্রাম-কড়িহাটি, পোস্ট-কড়িহাটি
চাটখিল, নোয়াখালী। "

" কেন এই স্ববিরোধিতা?

আপনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় হরতালকে দেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাহলে এখন কেন আপনি একের পর এক হরতালের কর্মসূচি হাতে নিচ্ছেন?

আনোয়ার চৌধুরী
এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম। "

বিশেষ চিঠি

দেশ, জাতি, সমাজ বা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন কোনো কোনো বিষয়ের অনেক পত্রলেখক নিবন্ধ আকারে পত্র লেখেন যা পাঠকদের দৃষ্টিতে বিশেষ চিঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক পত্রিকায় এসব চিঠি অবশ্য তেমন প্রাধান্য দিয়ে ছাপা হয় না। ০৪ আগস্ট ১৯৯৯ একটি জাতীয় দৈনিকে 'বিশেষ চিঠি' চিহ্নিত করে এরকম একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠিটি এরকম :

" কারা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক?

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের ১০০ ভাগই সরকার থেকে দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকদের বহুদিনের এই অন্যতম দাবিটি অবশেষে পূরণ হচ্ছে জেনে হাজারও শিক্ষক-কর্মচারী কিছুটা আশ্বস্ত ও আনন্দিত। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকারকে ইতিমধ্যে অভিনন্দনও জানানো হয়েছে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে। কবে, কখন সরকারি এই ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটে– এই নিয়ে যখন শিক্ষকবৃন্দ সাগ্রহে প্রতীক্ষারত তখনই পত্রিকা মারফত বিস্তারিত অবগত হলাম সব শিক্ষককে বেতনের ১০০ ভাগ দেয়া হবে না, দেয়া হবে শুধু বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের। বর্তমানে ২০ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর সবাইকে ১০০ ভাগ বেতন দিতে অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। সম্ভবত এই জন্য সরকার কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। তাই এক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড দাঁড় করিয়ে যাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষককে বেতনের ১০০ ভাগ দেয়া যায়, সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা

www.pathagar.com

চলছে। বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের একটি প্রাথমিক সংজ্ঞাও নাকি ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে। শিক্ষকদের এই বিশেষ যোগ্যতার সংজ্ঞা কি? সাধারণ শিক্ষকরা এই বিষয়ে অবগত নয়। তবে হয়তো বা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি, শিক্ষা জীবনে পরীক্ষাসমূহে ভাল ফলাফল, চাকরির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা এগুলো বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংজ্ঞা নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই বলে এ অজুহাতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে শিক্ষকদের মাঝে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। তাদের আন্দোলনের মতো চরমতম পথেও ঠেলে দিতে পারে। ফলস্বরূপ শিক্ষকদের বেতনের ১০০ ভাগ প্রদানের সরকারি এই মহৎ উদ্‌যোগটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কাজেই অবহেলিত ও উপেক্ষিত সিংহভাগ শিক্ষক-কর্মচারীর প্রতি সদয় দৃষ্টি নিয়েই যেন বিশেষ যোগ্যতা নির্ণায়ক সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করা হয়। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে উদ্‌যোগী হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

সতীশ সরকার
সহকারী শিক্ষক, সাকাশ্বর হরকুমারী উচ্চ বিদ্যালয়
সাকাশ্বর, গাজীপুর।"

আইন-শৃঙ্খলা

আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক অনেক চিঠি সংবাদপত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, চোর, ডাকাতের উপদ্রব, সরকারি আইন লংঘন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, চোরাচালানিদের অপতৎপরতা, থানায় মামলা না নেয়া, বাদীকে মামলা তুলে নিতে আসামির হুমকি প্রভৃতি।

রাজনৈতিক

রাজনৈতিক বিরূপ চিত্রের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের রাজনীতিতে মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, দলীয় পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি, ওয়াদা ভঙ্গ, হিংসা-প্রতিহিংসা প্রভৃতি রয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক সন্ত্রাসে তো সর্বদাই শিক্ষাঙ্গন, শহর, জনপদ উত্তপ্ত থাকেই। এসব নিয়ে দলীয় কর্মীরা নিজেদের অবস্থান এবং দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে প্রকৃত ঘটনা বিশ্লেষণ করে মতামত দিয়ে পত্র লেখেন। এই পত্রগুলো চিঠিপত্র বিভাগে অনেক পত্রের ভিড়ে ছাপা হয় সাধারণ পত্রের মতো। ১৬ মে ১৯৯৯ একটি দৈনিকে এ ধরনের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠিটা এরকম –

www.pathagar.com

" কার জন্য এই হরতাল?

আর কতদিন আমরা এ ধরনের বীভৎস দৃশ্য দেখব? এ সরকার পর্যন্তই, নাকি ভবিষ্যতে যত সরকার আসবে ততদিন পর্যন্ত। গত ১৮ এপ্রিল হরতালে বিআরটিসি বাসের হেলপার আবদুস শহীদ পেট্রল বোমায় মারাত্মক আহত হয়। তার ডান হাতের কনুইয়ের ওপরের মাংস উড়ে যায়। তার ডান চোখ ও বাম হাতে আঘাত পায়। আমরা পত্রিকার মাধ্যমে সচিত্র প্রতিবেদন না দেখলে এর সঠিক উপলব্ধি করতে পারতাম না। আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম, শহীদ সিকবেডে কাতরাতে-কাতরাতে বলছে, 'আমাকে কিছু খাবার দিন, আমি সকাল থেকে না খেয়ে আছি।' আল্লাহ্ না করুন হয়তো সারা জীবন তাকে পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে। তখন সে এই সমাজের বোঝা হয়ে যাবে। তাকে ভিক্ষা করে জীবিকা চালাতে হবে, নয়তো সারা জীবন অন্যের ঘাড়ে বসে-বসে খেতে হবে। একজন সুস্থ, সবল, কর্মঠ মানুষের এই পরিণতি! ধরে নেই, সরকার পরিবর্তন হলো, দেশের উন্নয়ন ঘটল, সবার জীবন খুব সুখে চললো। কিন্তু সে কি এই সুখে নিজেকে জড়াতে পারবে? এই যদি পরিণতি হয় তাহলে আমাদের রাজনীতিবিদরা কার স্বার্থে হরতাল করছেন? আমরা চাই সর্বদলের রাজনীতিবিদরা সচেতনভাবে সুস্থ রাজনীতি করুক। ভবিষ্যতে আমাদের যেন রাজনীতিবিদের কারণে আর কারো জীবন নষ্ট না হয়।

দিদার

কিশোরগঞ্জ। "

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ

অভিমত

সংবাদপত্রে কখনো-কখনো পেশাভিত্তিক বা বিশেষ পর্যায়ের কিছু নিবন্ধ আকারের লেখা আসে। এসব লেখা খুবই গভীর প্রকৃতির। এ লেখাগুলো সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি বা পেশাজীবী শ্রেণীর মানুষরা লিখে থাকেন। যেমন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোনো বিষয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বা ওই পেশায় নিয়োজিতরা ভালো জানেন ভেতরে কী ঘটছে; একইভাবে শিক্ষাঙ্গনে কী ঘটছে, কী সমস্যা এ বিষয়ে একজন শিক্ষক বা ওই বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা ভালো জানেন। অথবা কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতি বিভাগের অভ্যন্তরে কী ঘটছে বা উন্নয়ন, সম্ভাবনা ও সমস্যা প্রভৃতি অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ওইসব সেক্টরের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা ভাল জানেন। অতএব তাঁরা যদি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সার্বিক চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদন লেখেন এইসব বিষয়ে তাহলে নিশ্চয় একজন সংবাদকর্মীর চেয়ে অধিক বিষয়ানুগ লেখা তৈরি করতে পারবেন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লেখা একটু সম্মানিত ধাঁচে পৃথক শিরোনাম দিয়ে কোনো কোনো পত্রিকা ছাপছে।

পত্রলেখকদের ভূমিকা

বর্তমানে বেশ কিছু গঠনমূলক ও পরিচ্ছন্ন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এসব পত্রিকায় সম্পাদকগণ নিজেরা ঘরোয়া সভার মাধ্যমে মতামত বিনিময় করে পত্রিকার লক্ষ্য ও গঠন-প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকেন। কেউ-কেউ চিঠিপত্র বিভাগকে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করছেন। ফলে দূর-দূরান্তের অনেক পত্রলেখক সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে অংশগ্রহণ করছেন। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে থেকেই অনেকে লেখক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছেন। কিছু নির্বাচিত পত্র লেখকদের নিয়ে একটি দৈনিক দু'টি সাপ্তাহিক প্রকাশনাও বের করছে। ওই প্রকাশনা দু'টির বেশির ভাগ লেখক দূর-দূরান্তের মফস্বল শহর থেকে লিখছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

চিঠিপত্র বিভাগে এমন কিছু লেখা আসে যা কোনোক্রমেই মুদ্রণযোগ্য নয়। ভাষাগত দুর্বলতা, বিষয় নির্বাচনে অনুপযুক্ততা, বাক্য গঠনে দুর্বলতা; এমনকি নাম-ঠিকানাবিহীন কিছু চিঠিও আসে যা কোনোদিন ছাপানো যাবে না। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পত্রের

www.pathagar.com

লেখকরাও আশায় দিন গোনেন হয়তো তাদের লেখা পত্র ছাপা হবে। পাঠকের এ অনুভূতিকে স্মরণে রেখে কোনো কোনো পত্রিকা শুধু পাঠকের নাম, ঠিকানা ও পত্রের বিষয় উল্লেখ করে প্রাপ্তি স্বীকার করে। এতে কিছুটা হলেও অপ্রকাশিত লেখার লেখকরা সান্ত্বনা পান।

এ সান্ত্বনামূলক প্রাপ্তি স্বীকারের নিয়ম কোনো কোনো পত্রিকায় চালু রয়েছে।

প্রথম পাতায় পাঠকের চিঠি

একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতার প্রতিটি কলামই অন্য পাতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের একটি মাত্র পত্রিকা গ্রামীণ মানুষের তত্ত্ব ও জীবনভিত্তিক লেখা চিঠির গুরুত্ব অনুধাবন করে ওই চিঠিকে একেবারে প্রথম পাতার প্রথম কলামে প্রকাশ করে। এভাবে প্রতিদিনই দু'টি করে চিঠি ওই পত্রিকার প্রথম পাতায় স্থান পায়।

চিঠির মাঝে সেরা চিঠি

চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত অজস্র চিঠির মাঝে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে একটি করে সেরা চিঠি নির্বাচন করে দেশের একটি জাতীয় দৈনিক। ওই চিঠিগুলো 'সপ্তাহের সেরা চিঠি' বা 'এ মাসের সেরা চিঠি' নামে অভিহিত করে চিঠিগুলো পুনরায় ছাপিয়ে পত্রলেখকদের উৎসাহিত ও সম্মানিত করা হয়। এতে একশ্রেণীর পত্রলেখককে সম্মানিত হতে দেখে অন্যান্য পত্রলেখক সেরা চিঠি লেখার উৎসাহ নিয়ে কলম ধরেন। আর সেরা চিঠি যখন ছাপা হয় তখন চিঠিটাকে বিশেষভাবে সম্পূর্ণ আলাদা আঙ্গিকে মেকআপ করা হয়, যাতে অনেক চিঠির ভিড়ে ওই চিঠি সগর্বে তার উপস্থিতি ঘোষণা করে।

পত্রলেখক থেকে বন্ধুলেখক

লেখনী শক্তির অধিকারী পাঠকদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলে তাদের লেখা নিয়েই সাপ্তাহিক পাতা বের করে আসছে দু'টি জাতীয় দৈনিক। ওই পাতাগুলো দেশের এক প্রান্তের পত্রলেখকরা অতি পরিচিতের মতো অন্য প্রান্তের বন্ধুদের রসালো ও আবেগী লেখার মাধ্যমে খোঁজখবর নেয়। ওই সাপ্তাহিক পাতায় লেখার মাধ্যমেই তারা অন্যের লেখার প্রশংসা করে; দুঃখ-বেদনা, প্রেম-ভালবাসা ও গভীর অনুভূতির কথা মিশিয়ে ছোট-ছোট ক্ষুরধার লেখা তৈরি করে। এভাবে আবেগঘন লেখার সমন্বয়ে ওই পাতার বিভাগীয় সম্পাদক সাজিয়ে তোলেন একেকটি সাপ্তাহিক আয়োজন। আসলে এ পদ্ধতিটা প্রতিভা অন্বেষণের একটা কৌশল। ফলে পত্রলেখক থেকে লেখক, লেখক থেকে বন্ধুলেখকে রূপান্তর হয় তারা। এভাবে বন্ধুলেখকদের সঙ্গে আরো শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে মাঝে-মধ্যে সভার আয়োজন করে বন্ধু বাড়ানো হয়। এভাবে

www.pathagar.com

একই বন্ধনে বাঁধা পড়েন পত্রলেখক, বন্ধুলেখক ও পাঠক।

শিশু-কিশোরদের চিঠিপত্র

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো শিশু-কিশোরদের একটা করে পাতা বের করে। অন্যান্য পাতার মতো শিশু-কিশোরদের পাতাও কিশোর মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়। শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন ছড়া-কবিতা-গল্প ছাপার অভাব না থাকলেও তাদের লেখা জীবনধর্মী সমস্যা কিংবা ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করার মতো কোনো চিঠিপত্র বিভাগ এ পর্যন্ত কোনো পত্রিকা চালু করেনি। বহুল প্রচারিত ঐতিহ্যবাহী জাতীয় পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক প্রতি সপ্তাহে শিশু-কিশোরদের পাতায় একটি করে চিঠি ছেপে থাকে। এই চিঠিগুলো সাধারণত সমস্যামূলক বা শিশু-কিশোরদের আবেগজড়িত লেখা। ছোটরা যখন সমস্যা-আক্রান্ত হয় তখন তাদের মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। যেসব কিশোর ওই সাপ্তাহিক পাতায় লেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে-মধ্যে সমস্যামূলক পত্রও লেখে। তখন ওই পত্রগুলোর উত্তরসহ পুরো চিঠিটা ছাপা হয়। এভাবে প্রতি সপ্তাহে কচিকাঁচার আসর পাতায় একটি করে চিঠি, সেই সঙ্গে পরামর্শধর্মী উত্তর ছাপা হয়ে থাকে। ০৬ অক্টোবর ১৯৯৯ এরকম একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। উত্তরসহ চিঠিটা এখানে হুবহু ছাপা হলো :

" **শ্রদ্ধেয় দাদাভাই,**

সালাম নিবেন। আমি কচিকাঁচার আসরের একজন নিয়মিত পাঠিকা। কচিকাঁচার আসরে এটাই আমার প্রথম চিঠি। আমি বর্তমান সমাজের একটা সমস্যার কথা তুলে ধরতে চাই। শহরের অলিতে-গলিতে আজকাল ছোট দোকানগুলোতে ভিডিও গেমের আয়োজন বেড়ে চলেছে। এসব দোকানগুলোতে স্কুলগামী ছাত্রদেরই বেশি দেখা যায়। তারা স্কুল ফাঁকি দিয়ে ভিডিও গেমস্ খেলায় মেতে ওঠে, এসব খেলা তাদের জীবন থেকে অনেক মূল্যবান সময় কেড়ে নিচ্ছে। তারা পড়াশুনা বাদ দিয়ে বাজে কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটি যাতে আর ছড়াতে না পারে সে জন্য এখন থেকে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। শুরু থেকে যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয় তবে তা আর ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তবে এতে ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ তাদের সচেতনতার ওপরই এর প্রতিকার নির্ভর করে। তারাই যদি এ খেলা থেকে বিরত থাকে তবে দেখা যাবে এসব দোকানের বিলুপ্তি ঘটবে। দাদাভাই, আমরা কি পারি না এসব সমস্যাকে সমাজ থেকে দূর করতে? অবশ্যই পারি।

www.pathagar.com

আর যারা এর বিস্তার ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ফাতেমা-তুজ জোহরা (মৌসুমী)
রায়পুর একরামুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা।

মৌসুমী : তোমার চিঠিটা পড়লাম। চিঠিতে যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছ তার সমাধানও তুমি নিজেই করে দিয়েছ। ছাত্র-ছাত্রীরা সচেতন হলে এই সমস্যা অনেকটা দূর হবে। তোমার চিঠিটা অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ফল হতে পারে।

– দাদাভাই ”

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ

সাক্ষাৎকার

সংবাদপত্রে যারা চিঠিপত্র সম্পাদনা করেন তারা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ববান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। চাকরিগত সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। খুবই চিন্তা-ভাবনা করে মতামত দিতে হয়েছে। অনেকে নানা অজুহাত দেখিয়ে মতামত দানে বিরত থেকেছেন। অনেকে আবার প্রাতিষ্ঠানিক চিঠিপত্র বিভাগীয় পলিসির কথা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তাদের মতামত পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া গেলে হয়তো এই নিবন্ধ আরও সমৃদ্ধ হতো। চিঠিপত্র বিভাগের লেখক, সম্পাদকরাও পেতেন প্রয়োজনীয় তথ্য, বিচিত্র ধরনের অজানা তথ্য। নীচে তিনজন চিঠিপত্র সম্পাদকের সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হলো :

সাক্ষাৎকার— এক.

টিপু খন্দকার। কলাম লেখক ও সাংবাদিক। 'বাংলাবাজার পত্রিকা'য় চিঠিপত্র বিভাগে কর্মরত। পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই তিনি বাংলাবাজার পত্রিকায় আছেন। সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগ সম্পর্কে আলাপচারিতায় অনেক কিছুই জানালেন তিনি।

❑ আচ্ছা, প্রতিদিন আপনাদের পত্রিকায় কী ধরনের বেশি চিঠি আসে?

● সমস্যামূলক।

❑ তারপর?

● আবেদনমূলক।

❑ আপনাদের চিঠিপত্র বিভাগের কি আলাদা কোনো নাম আছে?

● হ্যাঁ আছে, 'জনতার মঞ্চ'। বাংলাদেশের পত্রিকা জগতে অবাক করার মতো পাতা ছিল জনতার মঞ্চ। একমাত্র জনতার মঞ্চই হাজার পাঠকের সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজতে ছুটে গেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে এবং পাঠকের চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে ওই উত্তর ছাপানো হয়েছে।

❑ আচ্ছা এতে কি পাঠক কোনো উপকার পেতো?

● হ্যাঁ পেতো। যেমন ধরুন, কামরুল ইসলাম নামে এক লোক আদম ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে মালয়েশিয়া গিয়ে জেলে আটকা পড়ে। সেখান থেকে চিঠি লেখে 'জনতার মঞ্চে'। 'জনতার মঞ্চ' সেই ভুয়া রিক্রুটিং এজেন্টের সন্ধান করে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে তা জানাই এবং ওই চিঠিসহ তাদের মতামত ছাপায়। পরে সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

বিভাগ ওই আদম ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল করে দেয় এবং ওই পত্রলেখককে মালয়েশিয়া থেকে উদ্ধার করে আনে।

- ❑ পত্রলেখকদের চিঠির উত্তর খুঁজে দেয়ার যে পলিসি তা একমাত্র বাংলাবাজার পত্রিকাতেই ছিল। এটা প্রথম কে চালু করেন?
- ● মোস্তফা হোসেইন। তার কাছ থেকে আমরা এই আইডিয়াটা পাই।
- ❑ বর্তমানে এই উত্তর খুঁজে দেয়ার নিয়মটা বন্ধ রয়েছে কেন?
- ● বন্ধ নয়, অফিসিয়াল সমস্যার কারণে ওটা আপাতত চালু নেই। তবে আবার চালু হবে।
- ❑ আপনারা চিঠিপত্রের মাঝে বিশেষ চিঠি ছাপেন না কেন?
- ● আসলে সব পাঠকের সমস্যা সমান গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকের অনুভূতি সমান। এ কারণে আমরা পাঠকের মাঝে বৈষম্য যাতে তৈরি না হয় তাই চিঠিপত্র পরিবেশনায় কোনো বিশেষত্ব সৃষ্টি করি না।
- ❑ সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
- ● আপনাকেও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার– দুই.

ইউসুফ পাশা। দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক। চিঠিপত্র বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত। চিঠিপত্র বিভাগ নিয়ে তার কাছে অনেক কিছুই জানতে চাওয়া হয়েছে। এখানে তা তুলে ধরা হলো :

- ❑ আপনাদের পত্রিকায় প্রতিদিন 'গ্রামের চিঠি' ও 'দৃষ্টি আকর্ষণ' এ দু'টি শিরোনামে দু'টি করে প্রথম পাতায় চিঠি ছাপা হয়। এই বিশেষ চিঠি কি আপনারাই নির্বাচন করেন নাকি পাঠকদের পক্ষ থেকে চিঠি ছাপার অনুরোধ আসে?
- ● কখনো বাইরে থেকে অনুরোধ আসে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা চিঠি বাছাই করে নির্ধারণ করি।
- ❑ আপনারা প্রথম কখন থেকে প্রথম পাতায় চিঠি ছাপা শুরু করেন। পত্রিকার সূচনা থেকে কি?
- ● ধরুন, পত্রিকা শুরুর এক বছর পর থেকে।
- ❑ এ আইডিয়া প্রথমে কার কাছ থেকে আসে?
- ● আমাদের উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান সাহেব নিজেই এটার প্রথম ধারণা দেন।
- ❑ আপনাদের চিঠিপত্র বিভাগে প্রতিদিন অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় কম চিঠি ছাপা হয়, এর কারণ কি?
- ● আসলে আমাদের জায়গার একটু অভাব আছে, তাই।
- ❑ নাকি চিঠিপত্র কম আসে, মানসম্পন্ন চিঠিপত্র পান না?

www.pathagar.com

- মানসম্পন্ন চিঠি হাজার হাজার আসে, আসলে জায়গাই কম। আমরা এ জন্য শনিবারের দিন পুরো পাতা চিঠিপত্র ছাপি এবং সেদিন বিষয়ভিত্তিক চিঠি ছাপা হয়।

❑ চিঠির বিষয়টা কি আপনারা নির্ধারণ করে দেন?

- আমরা নির্ধারণ করে দেই না, চিঠি বাছাই করে আম্রা বিষয় নির্ধারণ করি। যেমন, আমাদের এ সপ্তাহে যাবে এরশাদ শিকদারের ওপর চিঠি।

❑ আচ্ছা, শনিবারের চিঠি কি আলাদা একটা পাতায় ছাপেন, নাকি সম্পাদকীয় পাতায়?

- সম্পাদকীয় পাতায় ছাপি, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ছাড়া।

❑ আপনারা তো পুরো পাতা ছাপান। এতে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো বাছাই করে পড়া কি পাঠকের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় না?

- না, তাতো হওয়ার কথা নয়। কারণ আমরা বিষয়ভিত্তিক চিঠি তো সপ্তাহে একদিনই ছাপি। তারপরে যে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো থাকে তা পরে ছেপে দেই।

❑ চিঠিপত্র বিভাগ নিয়ে আরও নতুন কোনো পরামর্শ বা পরিকল্পনা আছে কি?

- আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সুন্দর করার জন্য, তাছাড়া আমাদের পাঠক যে চিঠিগুলো পাঠায় তা সব সময় মানসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মানসম্পন্ন চিঠি যে আমরা পাই না তা নয়; কিন্তু এমন অনেক চিঠি আছে যেগুলো ছাপানোর উপযুক্তই নয়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে। ব্যক্তিগত আক্রোশ, বিদ্বেষ থাকে, এক কথায় নীতিমালা পরিপন্থী।

❑ প্রতিদিন কী পরিমাণ চিঠি আপনাদের ফেলে দিতে হয়।

- প্রতিদিন তো ফেলি না, প্রতিদিন যে চিঠি আসে তা বলতে পারি গড়ে প্রায় হাজারখানেক। নির্বাচন করার পরে বাকিগুলো ফেলে দেই।

❑ আমাদের সংবাদপত্রের পাঠকরা চিঠি পাঠানোর পরে অপেক্ষায় থাকে কখন তাদের চিঠি ছাপা হবে। বিভিন্ন কারণে তাদের চিঠিগুলো ছাপা হয়-না। কিন্তু চিঠি না ছাপানোর কারণগুলো তারা তো বুঝে না। কারণ তারা তো সাধারণ পাঠক। এই কারণে কোনো কোনো পত্রিকা প্রাপ্তি স্বীকার করে। এটা কেমন মনে করেন আপনি?

- এটা ভাল, এটা করা যায়। তবে এটার কারণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্পেস নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটা চিঠি ছাপাতে পারি। তাছাড়া আমরা প্রতি সপ্তাহে আরও যেটা করি তাহলো 'জিজ্ঞাসামূলক' চিঠি থাকে।

❑ এটা কতদিন থেকে চালু রয়েছে?

- এটা অনেক দিন হলো, প্রায় দু'বছর হলো। এটা ভেতরের পাতায় থাকে, শনিবারের দিন।

সাক্ষাৎকার— তিন

শামসুদ্দোহা শোয়েব। সহকারী সম্পাদক, দৈনিক মানবজমিন। সম্পাদকীয় পাতার চিঠিপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত। দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর চিঠিপত্র

www.pathagar.com

বিভাগ সম্পর্কে ও মানবজমিনের চিঠিপত্র বিভাগ নিয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছেন :

- ❑ আপনি এ পত্রিকায় কতদিন থেকে চিঠিপত্র সম্পাদনা করছেন?
- ● মানবজমিন বের হওয়ার শুরু থেকে।
- ❑ আপনি শুধু চিঠিপত্র সম্পাদনা করেন?
- ● না, এ সঙ্গে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়ও লিখতে হয়।
- ❑ অন্যান্য পত্রিকা প্রতিদিন চিঠিপত্র ছাপলেও আপনারা কেন সপ্তাহে মাত্র একদিন ছাপেন?
- ● প্রতিদিন চিঠিপত্র না ছাপানোর কারণ আমাদের একটাই, সেটি হলো স্থান সংকুলান অর্থাৎ স্পেসের অভাব। এ জন্য সপ্তাহে একদিনই নির্দিষ্ট করা হয়েছে চিঠিপত্রের জন্য।
- ❑ চিঠিপত্র বিভাগে বিষয়ভিত্তিক লেখা চিঠি ছবিসহ অন্যান্য পত্রিকা যখন ছাপছে তখন আপনারা পাঠককে সাধারণ চিঠিপত্র বিভাগ উপহার দিচ্ছেন, কেন?
- ● ঠিক যেভাবে বের হচ্ছে আপাতত আমরা সেভাবেই বের করবো। পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করে দেখা যাবে নতুন কিছু করা যায় কিনা।
- ❑ কোনো কোনো পত্রিকা সেরা পত্রলেখকদের প্রাইজবন্ড উপহার দিয়ে পত্র লেখায় উদ্বুদ্ধ করে– এ ব্যবস্থাটা কেমন?
- ● খারাপ নয়, সার্কুলেশনকে হয়তো প্রভাবিত করে।
- ❑ অন্যান্য পত্রিকা সম্পাদকীয় পাতায় বিশেষ করে চিঠিপত্র বিভাগে নানা ধরনের বৈচিত্র্য আনছে, আপনারা তা করেন না কেন?
- ● একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, আমাদের চিঠিপত্র বিভাগে স্কেচ, ইলাস্ট্রেশন, বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ছবি প্রভৃতি যাচ্ছে। আর বাংলাদেশে 'মানবজমিন'ই প্রথম যারা পাঠকের চিঠিপত্র বিভাগ এবং সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মেকআপে নতুনত্ব এনেছে। মোট কথা এ দু'টি বিভাগের ট্রাডিশন ভেঙে দিয়েছে মানবজমিন।
- ❑ চিঠিপত্র বিভাগ নিয়ে নতুন কোনো পরিকল্পনা আছে কি?
- ● হ্যাঁ, তবে একটু সময় নেবে। আসলে আইডিয়া ও প্ল্যান নিলে যে কোনো পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।
- ❑ তাৎক্ষণিক জনমতভিত্তিক চিঠি আহ্বান করে বিশেষ পাতা বের করার নিয়মটা কোনো কোনো পত্রিকা অনুসরণ করছে? এ ব্যবস্থাটা কেমন?
- ● বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এটা একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তবে পলিটিক্যাল মোটিভ থাকলে সেটা পত্রিকার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলবে।

এই নিবন্ধটি পিআইবি'র গবেষণা জার্নাল 'নিরীক্ষা'য় প্রকাশিত, সংখ্যা ৯৪-৯৫, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রথম ভাগ
জাতীয় দৈনিকে কার্টুন

একটা সংবাদপত্র হাজারো পাঠকের কাছে এমনি জনপ্রিয় হয় না। অগণিত পাঠকের ভালো লাগার প্রধান প্রধান উপকরণগুলো উপবেশন করে বা সেইসব উপকরণ দিয়ে একটি পত্রিকাকে পরিকল্পিতভাবে সাজালে তবেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পত্রিকাটি যেতে পারে। পাঠকপ্রিয় ওই সব উপকরণের মধ্যে বলা যায় কার্টুনও একটি বিশেষ উপকরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসের অধ্যাপক রফিকুন নবী'র 'কার্টুন' নামক নিবন্ধ মতে, আমেরিকার 'সাটারডে রিভিউ' যদিও ছিল আজকের মতোই সমীক্ষাধর্মী তবুও ব্যঙ্গচিত্রের ব্যবহারকে বিশিষ্ট অংশ হিসেবে পত্রিকাটিকে গণ্য করতে হয়েছিল। তার মতে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে কার্টুন ও কার্টুনিস্টদের জয়যাত্রা শুরু হলো এবং ব্যাপারটি পত্রিকার সম্মান এবং অঙ্গ-সৌষ্ঠবে পূর্ণতা আনলো তা আজও অব্যাহত আছে। সারা পৃথিবীতে কার্টুনবিহীন পত্র-পত্রিকা এখন আর কল্পনাই করা যায় না।" গণমাধ্যমবিদ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের 'কার্টুন ও আমাদের সংবাদপত্র' নিবন্ধ মতে, 'কার্টুন সমগ্র পৃথিবীর সংবাদপত্রে একটা আকর্ষণীয় উপাদান। স্বাধীন সংবাদপত্র মাত্রই কার্টুন নানাভাবে ব্যবহার করে আসছে। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের একটা কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কার্টুনের ব্যবহার স্বীকৃত।" এখন বোঝাই যাচ্ছে- সংবাদপত্রে কার্টুনের জনপ্রিয়তা কতটুকু? এর বাস্তবতা কার্টুনসমৃদ্ধ পত্রিকাগুলো নিয়মিত না পড়লে অনুভব করা যাবে না। যারা কার্টুনসমৃদ্ধ পত্রিকাগুলো নিয়মিত পড়ছেন তারা ঠিকই বুঝেছেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কার্টুন পাঠককে কতটা আকর্ষণ করে। বুদ্ধিসত্তাসম্পন্ন চিত্রশিল্পীর আঁকা সময়োপযোগী একটা কার্টুন প্রায় সময়ে অনেক গভীর অর্থ প্রকাশ করে। অংকিত কার্টুনে যে চিন্তার পরিধি ফুটে উঠে অনেক সময় একটা ফিচারের মধ্যেও তা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ পরিবেশনগত কৌশলের অভাবে কিংবা আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে অনেক সময় অনেক তথ্য ফিচারে লেখা বা প্রকাশ করা যায় না। তবে একজন দক্ষ কার্টুনিস্ট কিন্তু কৌশলে চিত্র ও ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে অনেক না-বলা কথা কার্টুনের মাধ্যমে ঠিকই ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে এডলফ হিটলারের সেই উক্তিটি স্মরণযোগ্য : "আমি চার্চিলের চেয়ে লন্ডন টাইমসের কার্টুনিস্টকে অনেক বেশি ভয় করি।" তৎকালীন বিশ্বের মহাশক্তিধর ওই ব্যক্তির উক্তিটি কার্টুনের বলিষ্ঠতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কার্টুনের অনুভূতি এমন একটি বিষয় যে, যে কোনো প্রেক্ষাপটে পাঠক দেখেই বোঝেন কার্টুনিস্ট কার্টুনচিত্রের

www.pathagar.com

মাধ্যমে কী বলছেন। বিশেষ করে সচেতন শ্রেণীর পাঠক কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারেন কোন চিত্রে, কী এঁকে, কী বলা হচ্ছে। অর্থাৎ চিত্রে উল্লেখ করা বিষয়বস্তু পক্ষে-বিপক্ষের সব ধরনের পাঠকই বুঝতে পারেন। সংবাদপত্রে কার্টুনিস্টদের বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশনা পাঠকসমাজ মুক্তচিত্তে উপভোগ করে।

অংকন-শিল্পের বিস্তার ও বুদ্ধিমত্তা

অংকন-শিল্প মানব সভ্যতায় যে বৈচিত্র্য এনেছে অন্যান্য শিল্প-শাখা ততোটা বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে কি-না সন্দেহ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংকন-শিল্পের স্বরূপ চির ভাস্বর হয়ে আছে। সেই তুলনায় হাতেগোনা কিছুসংখ্যক শিল্পী ছাড়া গণমাধ্যমে অংকন-শিল্পীরা ততোটা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হননি। যেমন, সংবাদপত্রের বিভিন্ন শাখায় সংবাদকর্মীরা গুরুত্বের সাথে কর্মরত রয়েছেন তদ্রূপ সংবাদপত্রের রূপ ও বৈচিত্র্য বর্ধনে অংকন শিল্পীদের একটা গুরুত্ব অনেক আগে থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

অনেক সংবাদপত্রে অংকন-শিল্পীরা লোগো, ডিজাইন তৈরি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গেটাপ-মেকাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। পত্রিকার অভ্যন্তরে অংকন-শিল্পীদের একটা বড় ভূমিকা থাকলেও কার্টুনে শিল্পীদের একটি যশস্বী ভূমিকা থাকতে পারে তা বোধহয় অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। বোধগম্য নয় একারণে বলতে হচ্ছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির দূরত্ব না থাকলে মেধার সংমিশ্রণে নতুন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন সাহিত্যে পড়ালেখা করলেই কবি বা লেখক হওয়া যায় না, তেমন সাংবাদিকতায় পড়ালেখা করলে পেশাদার সাংবাদিক হওয়া যায় না। এ জন্য চাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ ও চর্চা। চর্চার মাধ্যমে বিকশিত মেধাকে কাজে লাগানো সম্ভব। ঠিক সেই রকম আর্ট কলেজে লেখাপড়া করলে আর্টিস্ট হওয়া যায় বটে তবে সেই আর্টিস্টের মধ্যে 'সংবাদপত্রে অংকন-শিল্পীর চাহিদা'- সংক্রান্ত ধারণা এবং বিকশিত মেধার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে সংবাদপত্রে কার্টুনিস্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা যায় না। প্রতি বছর আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে অনেক শিল্পী শিক্ষা সনদ নিয়ে বের হচ্ছে কিন্তু মিডিয়াতে আগমন ঘটছে খুব কম। আর হাতেগোনা যে ক'জনার আগমন ঘটেছে মিডিয়াতে তার সিংহভাগই অভ্যন্তরীণ কাজে নিয়োজিত থাকে, কার্টুনিস্ট হিসেবে নয়। আর এর মধ্যে যারা পত্রিকাতে কার্টুন আঁকছেন তাদের মধ্যে একক নামে দেশজুড়ে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন মুষ্টিমেয় ক'জন। আর বাকিদের সারাদেশের পাঠকমহল খুব কমই চেনেন।

কার্টুনের বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও সার্থকতা

অধ্যাপক রফিকুন নবীর 'কার্টুন' নামক নিবন্ধ মতে, "মানুষের ঘটনা বহুল জীবনের উপলব্ধি আর অনুভূতিগুলোকে গ্রাহ্য করার ব্যাপারটিও কার্টুনের প্রধান লক্ষ্য। তা না হলে কার্টুন সম্পন্ন হতে পারে না। সমাজ-সংসারে দৈনন্দিন যা ঘটছে আর সবার

www.pathagar.com

জীবনের সাথে জড়িয়ে সৃষ্টি করছে নানাবিধ সমস্যা অথবা সুখের ঘটনা এবং সে সবকে নিয়ে সমাজ-সংসারে সবাই ভাবছে, চিন্তা করছে– সেগুলোকে রসগ্রাহী করে উপস্থিত করাই কার্টুনের লক্ষ্য। এই চিন্তা-ভাবনাগুলোকে শাণিয়ে দেওয়াই কার্টুনের কাজ, কখনো কখনো চিন্তা-চেতনার সুপ্ত আগুনকে উস্কে দেওয়াও বলা যেতে পারে।...

একই নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন : সৃষ্টিশীলতায় ভরিয়ে বক্তব্যটি পাঠকের বা দর্শকের মনে লুকিয়ে রাখা হাসির অজানা ভাণ্ডটিকে প্রচ্ছন্ন অথচ মোক্ষম টোকাটি দিয়ে বা ঢিল ছুঁড়ে মৃদু একটি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই কার্টুনের সার্থকতা। কারণ কার্টুন ওইভাবে হাসির আড়ালে পাঠককে একটি অর্থবহ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে ইঙ্গিত দেয়।...

মোট কথা কার্টুন সমাজ-সংসারের কিছু কথা বলার দায়িত্ব বহন করে। প্রয়োজন আর উচিত-অনুচিতের কথা, সমস্যার কথাকে লঘু করে দেখিয়ে পাঠককে গুরু করে ধরিয়ে দেবার দায়িত্বটি পালন করতে হয় কার্টুনকে।"

এ ছাড়া কার্টুনের যে দিকটা পাঠককে প্রবল আকর্ষণ করে তাহলো স্বাভাবিকের মধ্যে অস্বাভাবিকতা। অর্থাৎ জগত-সংসারে অনেক ঘটনা ঘটছে যা অতি স্বাভাবিক কিন্তু কার্টুনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা চিত্রের পারিপার্শ্বিকতা অস্বাভাবিক। যেমন– মানুষের কান আছে, চোখ আছে, নাক আছে, আছে ঠোঁট। কিন্তু কার্টুনে যে নাক, কান, ঠোঁট, চোখ চিত্রিত হয় তা বাস্তবতায় নেই– এটা কেবল অংকন শিল্পীর হাতের তুলিতেই সম্ভব। যেমন–ঠোঁটের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মুখমণ্ডলের চেয়ে দ্বিগুণ, চোখ যেন নেমে পড়েছে ঠোঁটের কাছাকাছি, নাকের ফুটো যেন মুখের চেয়েও বেশি প্রসারিত ইত্যাদি।

কার্টুনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য মানুষকে আকর্ষণ করে তা হলো– বেদনার্ত মানুষের আর্তচিৎকারের ছবি, বিমর্ষ পাগলের অংকিত প্রতিকৃতি, অস্বাভাবিক ভুতুড়ে চেহারা– এমনি সব আজগুবি চিত্রমালা। এ কারণে কার্টুনসমৃদ্ধ সংবাদপত্র পাঠকের মনে আলাদা একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ

কতিপয় লক্ষণীয় দিক

প্রসঙ্গ অনুযায়ী শুধু কার্টুন আঁকলেই হয় না। কার্টুন আঁকার আগে বা পরে বিভাগীয় সম্পাদক ও কার্টুনিস্টকে আরো কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কী কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে একটি পত্রিকার জন্য কার্টুনের সব ধরনের পরিপূর্ণতা স্থিতি অবস্থায় রাখা সম্ভব তা প্রসঙ্গ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে অনেকটা এরকম চিত্র বেরিয়ে আসে।

কার্টুনের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক তবে হাতে নেওয়ার মতো পরিচ্ছন্ন সংবাদপত্রের সংখ্যা খুবই কম। তেমনই কার্টুনসমৃদ্ধ সংবাদপত্র বেশকিছু প্রকাশিত হলেও সংবাদপত্রে পরিচ্ছন্ন কার্টুন খুব কমই দেখা যাচ্ছে। কার্টুনের পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে কার্টুনিস্টের অংকন প্রতিভার উপর। একজন কার্টুনিস্টের কার্টুন দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ না করলে মেধার বিষয়টা স্পষ্ট হয় না। আবার সব সময় সব কার্টুনিস্টের কাছে মানসম্পন্ন পরিচ্ছন্ন কার্টুন আশা করাও যায় না। পরিচ্ছন্ন কার্টুন যেমন একটি সংবাদপত্রকে পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যেতে অনেকখানি সহায়ক ভূমিকা পালন করে তেমন প্রকাশিত অপরিচ্ছন্ন কার্টুন পাঠকের মনে উল্টো বিরক্তিও সৃষ্টি করে। কার্টুন সম্পাদনার আগে অবশ্যই কার্টুনের বিষয় ও পরিচ্ছন্নতার দিকটি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তবে এটাও ঠিক যে, সব সময় শিল্পীর এঁকে দেওয়া কার্টুন পরিচ্ছন্ন হয় না। তবে কার্টুন পরিচ্ছন্ন না হলে প্রকাশের জন্য সম্পাদনা করার আগে কম্পিউটারের স্কিনে নিজ উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা আনার চেষ্টা করা যেতে পারে। অপরিচ্ছন্ন কার্টুন সংবাদপত্রের প্রতি সৃষ্টি হওয়া পাঠকের যে আকর্ষণ– তা নষ্ট করতে পারে।

অন্যদিকে প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্টুন সব সময় পাওয়া না গেলে পত্রিকার কাঠামোগত স্বার্থে বাধ্য হয়ে হাতের কাছে পাওয়া অপরিচ্ছন্ন কার্টুনই ছাপতে হয়– পারত পক্ষে কিছুটা মানসম্পন্ন করে। তবে শিল্পীদের নির্দেশনা দিলে হয়তো পরিচ্ছন্ন কার্টুন পাওয়া খুব দুষ্কর হবে না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পরিচ্ছন্ন কার্টুনের বৈশিষ্ট্য কী? বা কার্টুনের পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বুঝায়? সংবাদপত্রে কার্টুন হচ্ছে এমন এক শিল্প, যা শিল্পী হাতে এঁকে বাস্তবতাকে তুলে ধরে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে।

এবড়ো-থেবড়োভাবে যথাতথা যা-তা করে আঁকিবুকি করলেই মানসম্পন্ন কার্টুন হয় না। আঁকার সময় কার্টুনের বাহ্যিক প্রকৃতি স্পষ্ট করতে হবে। এমন কার্টুন ছাপার জন্য

www.pathagar.com

নির্বাচন করা ঠিক না, যে কার্টুনকে অশৈল্পিকতা আঁকড়ে থাকে, সূক্ষ্ম রুচির মানুষ দেখলে মুখ ফেরাই। কার্টুন আঁকার সময় যে মাপে কার্টুন ছাপা হয় তার চেয়ে কিছুটা বড় মাপে কার্টুন আঁকা উত্তম। যেমন ধরা যাক, কার্টুনটা জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতার জন্য আঁকা হচ্ছে বা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ কার্টুন হবে। মাপ ডবল কলাম। এই কার্টুনকে যদি চার কলাম মাপে আঁকা হয় তাহলে কার্টুনের পরিধিটা বাড়বে তখন শিল্পী কার্টুনের প্রয়োজনীয় অংশে পেন্সিলের তীক্ষ্ণ আগার সংস্পর্শে তৈরি চিকন রেখা দিয়ে সহজে অঙ্গবিন্যাস করতে পারবে। এর ফলে কম্পিউটার স্ক্যানিং-এ কার্টুন ছোট আকারে অর্থাৎ ডবল কলাম করার সময় আরো পরিচ্ছন্ন রূপ ধারণ করবে। কার্টুনের অঙ্গের রেখাগুলো আরো সূক্ষ্ম দেখাবে। পাঠককে দেখতে সুন্দর লাগবে। এই জন্য নবাগত শিল্পীদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া দরকার। যেমন- ধরুন, দেশের কোনো এক আলোচিত ব্যক্তিকে এঁকে সংবাদপত্রে তুলে ধরা হলো স্বাতন্ত্র্যের পথ অনুসরণ করে যদিও এটা ছবি তুলে ক্যামেরার সাহায্যে করা যেতো। কিন্তু তা না করে কার্টুনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। এতে যা আঁকা হলো তা দেখে পাঠক সত্যিকার ব্যক্তিকে অনুমান করতে পারবে। এসব ক্ষেত্রে কার্টুনের পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভরশীল হয়ে এ স্বতন্ত্র পথটি বেছে নেওয়া হয়।

কার্টুন অংকনে স্বাতন্ত্র্য পন্থা

কার্টুন অংকনে বর্তমানে দুই রকম পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে যথাসম্ভব প্রতীকী চিহ্নের সাহায্যে অর্থাৎ স্বল্প রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রকাশ করে। আর অন্য মাধ্যমটা হচ্ছে, স্পষ্ট অবয়ব এঁকে অর্থাৎ কার্টুনের বাস্তবতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। যেখানে একটি রেখার মাধ্যমে হাত, আরেকটি রেখার মাধ্যমে পা, আরেকটি

চিত্র- ১ : স্পষ্ট অবয়ব এঁকে প্রকাশ করা কার্টুন

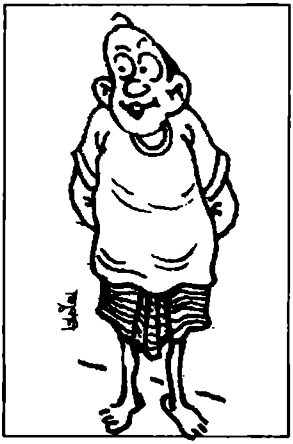

চিত্র- ২ : প্রতীকী চিহ্নের সাহায্যে স্বল্প রেখাচিত্রের মাধ্যমে আঁকা কার্টুন

www.pathagar.com

বক্ররেখার মাধ্যমে গোলাকৃতি মুখমণ্ডল, আরেকটি বিন্দু দিয়ে চোখ আঁকা যায়, সেখানে প্রথমোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন না করে পরিপূর্ণভাবে হাত-পা এঁকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অবলম্বন করা। সংবাদপত্র জগতে এ দু'টি পদ্ধতিই পাঠকপ্রিয়।

কিন্তু এখন সময় পাল্টে যাচ্ছে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সবকিছুর পরিবর্তনের সাথে সাথে কার্টুনেও যে নীরবে পরিবর্তন আসছে তা অনেকের কাছে লক্ষণীয়। মেধাবী শিল্পীরা আলোচিত দুই পদ্ধতির মাঝামাঝি অবস্থানে থেকেও অনেকেই কার্টুন আঁকছেন। বর্তমান সময়ে স্বল্পরেখা দিয়ে তো কার্টুন আঁকা হচ্ছেই সেই সাথে পরিপূর্ণভাবে সোজাসোজি অবয়বও আঁকা হচ্ছে। এছাড়া শিল্পীর নিজস্বতা অক্ষুণ্ন রেখে যতদূর সম্ভব স্বল্পরেখার মাধ্যমে হস্ত চালনার মধ্যদিয়ে অতি সূক্ষ্ম রেখাচিত্রের সাহায্যে

চিত্র- ৩ : স্বল্প রেখাচিত্রের মাধ্যমে পরিপূর্ণ অবয়বে মধ্যপন্থায় আঁকা কার্টুন

www.pathagar.com

কার্টুন আঁকাও হচ্ছে। অর্থাৎ যে পা-টি আঁকা হলো তার আঙুলের অগ্রভাগের নখের প্রকৃত রূপ, যদি লোকটি গ্রামীণ হয় তাহলে তার পা ফেটে গেছে এমন চিত্র, পায়ের চামড়ার ভাঁজ প্রভৃতি যা দেখামাত্র পাঠক বাস্তবতা অনুভব করবে এবং শৈল্পিক সৌন্দর্যের সাথে অতি সূক্ষ্মভাবে কার্টুনের বিষয়বস্তু পরিষ্কার বা স্পষ্ট থাকবে।

এ মধ্যপন্থাটিকে শিল্পীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলাই শ্রেয়। যে শিল্পী অংকনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে যতো যত্নবান তার অংকন ততো শিল্পমানসম্পন্ন।

কার্টুনের অবয়ব যতো সংক্ষিপ্ত সম্ভব কম রেখা দিয়ে স্বচ্ছভাবে স্পষ্ট করে আঁকা উত্তম। প্রয়োজনে কার্টুনের রেখাগুলো কোথাও সরু, কোথায় মোটা, কোথাও বাঁকা, আবার কোথাও বা সোজা হবে। কিন্তু যত্রতত্র অতিরিক্ত চাপাচাপি রেখাচিহ্নের ব্যবহার যেন কার্টুনের ক্ষেত্রেটিকে বিরক্তিকর, অপরিচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য করে না তোলে সেই দিকটির বিষয়ে কার্টুনিস্টকে সচেতন থাকতে হবে। বরং অতিরিক্ত রেখাচিহ্নের ব্যবহার রোধ করে ওই পরিমাণ রেখাচিহ্ন দিয়ে কার্টুনের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ক্ষেত্রের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও উপ-বিষয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে এঁকে তুলে ধরলে একই কার্টুনে পাঠকের চিন্তার পরিধি বহুগুণ বিস্তৃতি লাভ করে। এতে ওই কার্টুনে গভীর চিন্তাশীলতার যে বিষয়টি– তা আরও স্পষ্ট হয়। এবং পাঠক মুগ্ধ হয়ে কার্টুনটিকে পুনঃ পুনঃ উপভোগ করে।

কার্টুনে রঙের ব্যবহার

অনেক আগে সারা বিশ্বে চাররঙা সংবাদপত্র প্রকাশের এক নবযুগের সূচনা হয়েছে, সেই সাথে কার্টুনেও শুরু হয়েছে রঙের ব্যবহার। একরঙা কালো কার্টুনের চেয়ে রঙিন কার্টুন তো বৈচিত্র্য আনবেই। এখন প্রায় সব পত্রিকাতেই বিশেষ করে যেসব পত্রিকা রঙিন সেগুলোতে গুরুত্ব দিয়েই রঙিন কার্টুন ছাপা হচ্ছে। রঙিন কার্টুনে সুবিধাটা হচ্ছে– কার্টুন আঁকার সময়ে একটা মানুষের প্রতিকৃতির বা পোশাক-আশাকের জন্য শিল্পীকে আলাদাভাবে যে কালো কালির কারুকার্য করতে হয় রঙিন কার্টুনে সেটার দরকার হয় না। সেক্ষেত্রে শুধু রঙের ব্যবহার করলেই হয়। যেমন, জামার রঙ এক রকম, চুল ও মুখমণ্ডলে আলাদা আলাদা রঙ, কাঁধের ঝুলিতে আরেক রকম রঙ ইত্যাদি। এই রঙ-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ কার্টুন এখন রঙিন সংবাদপত্রের নতুন ফ্যাশন।

দুই রঙা কার্টুন

মুদ্রণজনিত কারণে যে সংবাদপত্রে চাররঙা কার্টুন করার সুযোগ নেই কিন্তু দুই রঙা করার সুযোগ আছে সেখানে আবার আছে আলাদা বৈচিত্র্য। যদি লাল ও কালো রঙকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে মেশানো যায় তাহলে নতুন রঙটা হয় অনেকটা বাদামি ধরনের। এসব ক্ষেত্রে যে কোনো দু'টি রঙ মিশিয়ে আরেকটি নুতন রঙ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

অর্থাৎ দুই=তিন। এমনিভাবে ওই দুই রঙের মিশ্রণের পারসেন্টেজ কম-বেশি করে অপেক্ষাকৃত গাঢ়ো কিংবা অপেক্ষাকৃত হালকা রঙ করা যায়। আবার দু'টি রঙ পৃথক পৃথকভাবে পারসেন্টেজ কমিয়েও অপেক্ষাকৃত হালকা রঙ করা যায়। দুই রঙের এই মিশ্রণের পদ্ধতিটা কার্টুনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিতে দুই রঙ থেকে কয়েক রকম রঙ তৈরি করে কার্টুনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

কোনো কোনো পত্রিকায় অনেক সময় ব্যয়ভারের কারণে দুই রঙের ওপরে অধিক রঙ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। তখন এই দুই রঙ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে কয়েক রকম রঙের বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। কার্টুনের জন্য এটাও একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী পথ। তবে এক সাথে দু'টি রঙ ব্যবহার করার সুযোগ থাকলেও শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে অধিকাংশ পত্রিকাই এই পদ্ধতি অবলম্বন থেকে অনেক দূরে।

তুলির ছোঁয়ায় রঙের ব্যবহার

কার্টুনে রঙের ব্যবহার দুই রকম পদ্ধতিতে হচ্ছে। এক. শিল্পীর আঁকা কার্টুনে কম্পিউটারাইজ করে যেখানে যতটুকু দরকার কম্পিউটারের রঙের প্রোগ্রাম থেকে রঙ নিয়ে ব্যবহার করা। আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে শিল্পী কার্টুন এঁকে নিজে তুলিতে রঙ নিয়ে যেখানে যতটুকু দরকার কিংবা কোথাও হালকা, কোথাও গাঢ়ো বা কোথায় কী রঙ ব্যবহার করা দরকার তা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবহার করেন। পরে কম্পিউটারে স্ক্যানিং করে ট্রেসিং আউট করলেই ছাপানোর উপযোগী হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে নিজ হাতে তুলিতে রঙের ব্যবহার করে কার্টুনিস্ট নিজেই কার্টুনকে নান্দনিক করে তুলেন। আর অন্যদিকে কার্টুন কম্পিউটারাইজ করার সময় যে রঙের ব্যবহার করা হয় সেখানে হয় একজন পত্রিকা অফিসের শিল্পকলা বিভাগের শিল্পী অথবা ওই পদে কেউ কর্মরত না থাকলে বিভাগীয় সম্পাদক নিজে কার্টুনে রঙ ব্যবহারের নির্দেশনা দেন। এই সব রঙিন কার্টুন দুইভাবেই রঙ ব্যবহারে সুন্দর হয়। বলা যেতে পারে শুধু পদ্ধতিটা আলাদা।

কার্টুনে স্ক্রিনের ব্যবহার

পত্রিকার যেসব পাতায় একের অধিক রঙ ব্যবহার করার সুযোগ নেই, প্রিন্টিং-এর কালো কালি একমাত্র ভরসা, সেখানে কার্টুনে স্ক্রিনের ব্যবহার করে বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে।

এখন কম্পিউটারের যুগ। মুদ্রণ জগতে কম্পিউটার অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেক্ষেত্রে স্ক্রিনের ব্যবহার একটা আশ্চর্য বিষয়। একটি কার্টুনে স্ক্রিনের মাত্রা বা শতাংশ কম বেশি করে কালো রঙ থেকে কয়েকটা রঙ করা যায়। যেমন কালো, হালকা কালো, তার চেয়ে একটু হালকা– এভাবে কালো থেকে সৃষ্ট কয়েকটি কালো রঙ-এর

www.pathagar.com

পরিবর্তিত রূপ। ধরুন, একজন শ্রমজীবী মানুষের কার্টুন আঁকা হলো; তার গেঞ্জিটা হলো ২০ শতাংশ কালো রঙে, মাথার চুল পরিপূর্ণ কালো মানে ১০০ শতাংশ, পরনের লুঙ্গি অপেক্ষাকৃত কম ৪০ শতাংশ- এভাবে স্ক্রিনের মাধ্যমে কার্টুনে বৈচিত্র্য আনা সহজ। শুধু কার্টুন প্রসেসিং-এর সময় বিভাগীয় সম্পাদক বিষয়টি স্মরণে রেখে উদ্যোগ নিলেই হলো।

কার্টুন বিষয়ে পূর্ব-পরামর্শ

পরামর্শমূলক কার্টুনের অবস্থান কোথাও নির্দিষ্ট করা নেই। এগুলো মৌলিক কার্টুনেও থাকতে পারে, আবার অবস্থান ভিত্তিকও হতে পারে। অর্থাৎ মৌলিক ও অবস্থানভিত্তিক উভয় ধরনের কার্টুনের মধ্যে এর উপস্থিতি থাকতে পারে। যে কোনো কার্টুন গঠনমূলক চিন্তা প্রবাহের পরামর্শ অনুযায়ী সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য এর নির্দিষ্ট রূপ থাকলেও কোনোখানে স্থিতি অবস্থায় নেই এবং যে কোনো কার্টুনের মধ্যে এর অবস্থান থাকতে পারে।

অনেক কার্টুনকেই পরামর্শমূলক কার্টুন বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এই দৃষ্টিকোণ থেকে কার্টুনকে শ্রেণী বিভাগ করলে সব শ্রেণীর কার্টুনকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। এক. শিল্পীর নিজস্ব চিন্তা থেকে আঁকা কার্টুন, দুই. পরামর্শমূলক কার্টুন। তবে সৃজনশীল বা পরিকল্পিত ধারার পত্রিকাগুলোতে বেশিরভাগ কার্টুনই পরামর্শমূলক।

সংবাদপত্রে যে কার্টুনের প্রয়োজনীয়তা- কোনো কোনো পত্রিকা এখনো তা পুরোপুরি অনুভব করছে বলে মনে হয় না। আর যেসব পত্রিকা কার্টুনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছে, সেসব সংবাদপত্রের মধ্যেই কোনো কোনো সংবাদপত্র বিষয়টা অংকন শিল্পীদের উপরই ছেড়ে দিয়েছে। কার্টুনিস্টরা যখন যা এঁকে দেন তাই প্রথমত ছাপিয়ে যাওয়ার রীতি কোনো কোনো পত্রিকা অবলম্বন করছে। কিন্তু পরিকল্পিত ধারার পত্রিকাগুলো রীতিমতো পরামর্শ দিয়ে কখন, কোথায়, কী রকম কার্টুন দেওয়া দরকার তার নির্দেশনা দেয়। পত্রিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীলরা কার্টুনিস্টদের পরামর্শ দিয়ে যে কার্টুনগুলো আঁকিয়ে নেন তাকেই পরামর্শমূলক কার্টুন বলা যেতে পারে। বর্তমান সময়ের কার্টুনসমৃদ্ধ পত্রিকাগুলোতে এ ধরনের কার্টুন বেশ পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ

কার্টুনের শ্রেণী বিভাগ

সংবাদপত্রগুলো পর্যালোচনা বা অনুসন্ধান করে বিভিন্ন ধরনের কার্টুন চোখে পড়ে। এসব কার্টুনের পরিবেশনা কৌশলও চোখে পড়ার মতো। আবার অন্যদিকে অন্য পত্রিকায় কার্টুনের প্রভাব দেখে গুরুত্বহীন কিছু কার্টুনও ছাপছে কোনো কোনো পত্রিকা। এতে অনেক পাঠক খুশি হওয়ার পরিবর্তে বিরক্ত হয় বেশি। তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক বাংলার প্রধান শিল্পী কামাল মাহমুদ তিতুর মতে, "কার্টুন প্রধানত দুই প্রকার। এক. রাজনৈতিক কার্টুন, (তীর্যক সমালোচনা বা বিদ্রূপ), দুই. সামাজিক কার্টুন (নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি)।" কিন্তু বর্তমান সময়ে কার্টুনের এই দু'টি শ্রেণী বিভাগ বিদ্যমান থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান করে কিছু কিছু পত্রিকায় জনপ্রিয় বিভিন্ন ধরনের কয়েক রকম কার্টুনের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে কার্টুনগুলোকে প্রথমত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা–মৌলিক কার্টুন, অবস্থানভিত্তিক কার্টুন ও কোলাজ কার্টুন। ছকচিত্রের সাহায্যে তা তুলে ধরা হলো–

ছকচিত্রে কার্টুনের শ্রেণীবিন্যাস

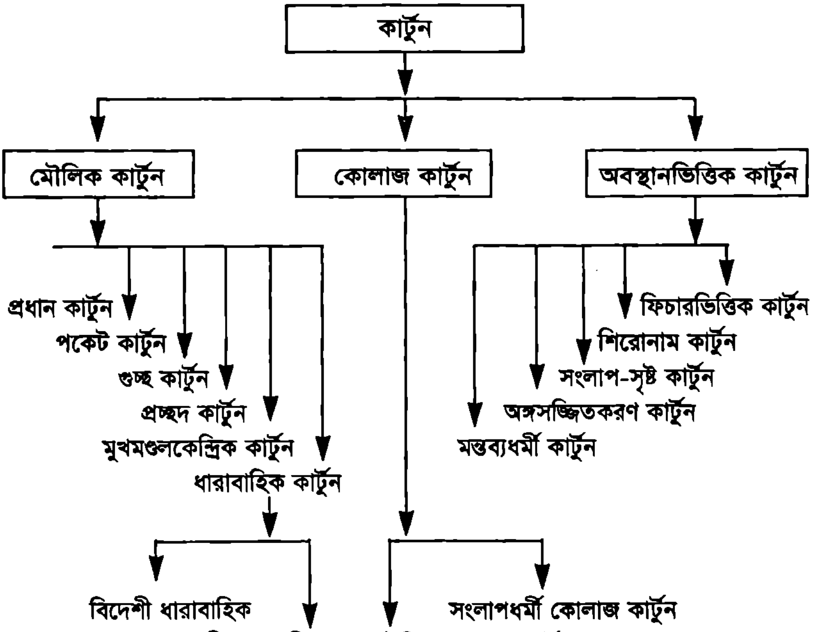

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা

মৌলিক কার্টুন

যেসব কার্টুন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়া নির্দিষ্ট রূপরেখায় প্রকাশিত হচ্ছে, সেসব কার্টুনকে মৌলিক কার্টুন আখ্যা দেওয়া যায়। এ কার্টুনগুলোর নিজস্ব রূপ অক্ষুণ্ন রেখে কার্টুনিস্টরা সংবাদপত্রে পাঠকের চাহিদা মিটাচ্ছেন। এ দেশের প্রায় পত্রিকায় এ ধরনের কার্টুন সচরাচর চোখে পড়ে। নিম্নে ছয় প্রকার মৌলিক কার্টুনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হলো।

১.

প্রধান কার্টুন (Main cartoon)

বর্তমান সময়ে পাঠকের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত দুই বা তিন কলামের ঢাউস সাইজের কার্টুনগুলো। সংবাদপত্রে এগুলোই প্রধান কার্টুন বা Main cartoon। এসব কার্টুনে কার্টুনিস্টরা চলমান সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় পর্যায়ের ঘটনাগুলো বেশি তুলে ধরেন।

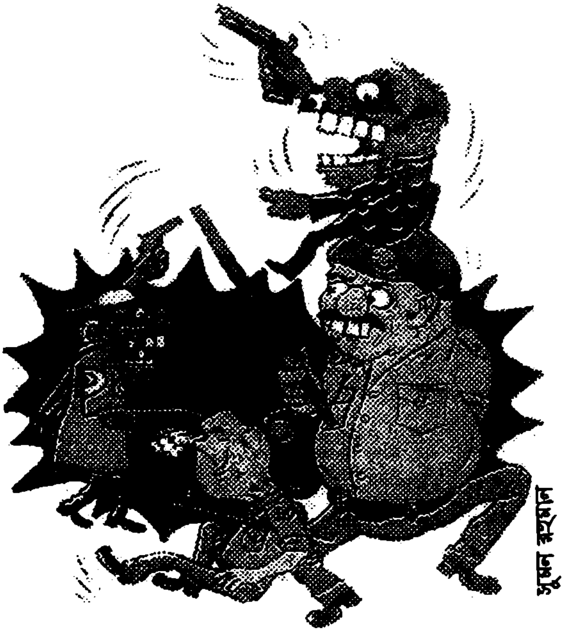

চিত্র-৪ : জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি প্রধান কার্টুন

www.pathagar.com

চাঞ্চল্যকর কোনো ঘটনা যখন জনমনে নানা জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি করে, কার্টুনিস্টরা তখন সেই বিষয়বস্তুর উপর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে মিষ্টি সংলাপসমৃদ্ধ কার্টুন সংবাদপত্রে উপস্থাপন করেন। সেগুলো পাঠক লুফে নেয় সহজেই। এভাবে ওই পত্রিকায় যেসব পাঠক কার্টুন দেখে অভ্যস্ত, সেই পত্রিকায় তারা সমকালীন ঘটনার ওপর কার্টুন পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। এভাবে একজন কার্টুনিস্ট সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাঠকের কাছে প্রিয় হয়ে যায়। আর সংবাদপত্রও পাঠকপ্রিয়তা পায় কার্টুনের জন্য।

২.
পকেট কার্টুন (Pocket cartoon)

সংবাদপত্রগুলোতে বেশ কয়েক রকম সংলাপসমৃদ্ধ কার্টুন লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে প্রথম পাতায় সিঙ্গেল কলামে সংলাপধর্মী পকেট কার্টুন (Pocket cartoon) বেশির ভাগ পত্রিকাতেই বিদ্যমান। এসব কার্টুনে সমকালীন সমস্যা, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম প্রভৃতির ছবি তীর্যক মন্তব্যসহ ছাপা হয়। তবে বেশিরভাগ পত্রিকা কার্টুন ও সংলাপের আগে ঘটনা সম্পর্কে একটা খবর জুড়ে দিয়ে কার্টুনের সূচনা ঘটায়।

চিত্র– ৫ : জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি পকেট কার্টুন

www.pathagar.com

একজন কার্টুনিস্টের মধ্যে শুধু ভালো আঁকিয়ের গুণ থাকলেই হয় না, পাশাপাশি সমকালীন সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ, বিশেষ করে বিতর্কিত, অভিনব এবং হাস্যরস সৃষ্টিকারী বিশেষ সংবাদের প্রতি নজর রেখে সেই সংবাদের আলোকে রস-সমৃদ্ধ সংলাপ রচনা করার দক্ষতা থাকতে হবে। বিশেষ করে এই গুণাগুণটা পকেট কার্টুনের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য।

৩.
গুচ্ছ কার্টুন

কোনো কোনো পত্রিকার সাপ্তাহিক আয়োজন বা বিদ্রূপ ম্যাগাজিনে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি করে গুচ্ছ কার্টুন ছাপা হচ্ছে সপ্তাহের নির্ধারিত বিষয়ের ওপর ইস্যু করে। এক সাথে পরস্পর সামঞ্জস্যমূলক বিষয়ে বেশক'টি কার্টুন সম্বন্ধযুক্ত থাকে বলে এগুলোকে গুচ্ছ কার্টুন বলা যায়। সপ্তাহের নির্ধারিত ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে গুচ্ছ কার্টুন ছাপা হয়। জাতীয় দৈনিকে সাপ্তাহিক আয়োজনের পাতার যে কোনো অংশ অথবা ম্যাগাজিন সাইজের বিদ্রুপধর্মী পত্রিকাগুলোর এক পৃষ্ঠা সাধারণত এই গুচ্ছ কার্টুনের জন্য বরাদ্দ থাকে। এ কার্টুনগুলোর বিস্তৃতি সেদিনই সেই ইস্যুতেই সীমাবদ্ধ।

৪.
ধারাবাহিক কার্টুন (Series cartoon)

বর্তমানে দেশী-বিদেশী অনেক পত্রিকাতেই রকমারি কার্টুন ছাপা হচ্ছে। আর তার মধ্যে ধারাবাহিক কার্টুন বা Series cartoon বা Serial কার্টুনও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপন আসন করে নিয়েছে একশ্রেণীর পাঠকের মাঝে। ধারাবাহিক কার্টুনগুলো দুই রকম উৎসের প্রকৃতি নিয়ে সংবাদপত্রে অবস্থান করছে।

ক. বিদেশী ধারাবাহিক;

খ. স্বদেশী ধারাবাহিক কার্টুন।

ক. বিদেশী ধারাবাহিক

বিদেশী পত্রিকা থেকে অনূদিত কার্টুন ছাপার রেওয়াজ অতি পরিচিত। বিদেশের অনেক বিখ্যাত ধারাবাহিক কার্টুন সে দেশের মতো সারা বিশ্বের পত্রিকা পাঠকদের কাছে অনুবাদ সংলাপের মাধ্যমে প্রিয় হয়ে যাচ্ছে। টারজান কার্টুন অনেক আগে থেকে আমাদের দেশীয় পত্রিকায় অনুবাদ হয়ে ছাপা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগে ওয়েবসাইট থেকেও বিদেশী ধারাবাহিক কার্টুন পাওয়া যায়। এমনি আরো কিছু ধারাবাহিক কার্টুন বর্তমান সময়ে ছাপা হচ্ছে। এ কার্টুনগুলো একই বিষয়ের ধারাবাহিকতা নিয়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলতে থাকে।

www.pathagar.com

চিত্র–৬ : কয়েকটি চিত্রেযুক্ত একটি বিদেশী ধারাবাহিক কার্টুন

www.pathagar.com

খ. স্বদেশী ধারাবাহিক কার্টুন

ছোটদের মেধা বিকাশের জন্য প্রায় সব পত্রিকাতেই সাপ্তাহিক পাতা থাকছে। এতে সব বিষয়গুলোই ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করা। এসব পাতায় দেশীয় চিন্তা-চেতনায় হাস্যরসসম্পন্ন একশ্রেণীর কার্টুন ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে। আয়োজক পত্রিকাগুলো সপ্তাহে একদিন বা সাপ্তাহিক পাতায় মাঝে মাঝে একই ধারাবাহিকতায় সাত-আটটি কার্টুনকে একই বিষয়ভুক্ত করে মজার মজার চিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে সংযুক্ত করে ছাপছে। শিশু-কিশোর মহলে এ ধরনের কার্টুন বেশ জনপ্রিয়।

www.pathagar.com

চিত্র–৭ : কয়েকটি স্বদেশী ধারাবাহিক কার্টুন

ধারাবাহিক কার্টুনপিপাসু পাঠক যখন কোনো পত্রিকায় ওই ধরনের কার্টুনের সন্ধান পায় তখন নিয়মিত তারা ওই পত্রিকায় ধারাবাহিক কার্টুন দেখা ও সংলাপ পড়ার অপেক্ষায় থাকে। এভাবে অন্যান্য আইটেমের সাথে ধারাবাহিক কার্টুন আইটেম পড়ে পাঠকের দিন-মাস-বছর যায়। আর এমনি করেই পাঠকের কাছে স্থায়ীভাবে প্রিয় হয়ে যায় ধারাবাহিক কার্টুন।

৪.
প্রচ্ছদ কার্টুন (Cover cartoon)

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে তো প্রচ্ছদে কার্টুন শোভা বর্ধন করেই, সেই সাথে বর্তমানে কিছু জাতীয় দৈনিকের সপ্তাহের বিশেষ দিনের সাময়িকীতে (সাইজে অনেকটা সাপ্তাহিক পত্রিকার মতো সাময়িকীগুলোয়) এখন প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হচ্ছে। এ ধরনের ব্যঙ্গচিত্রগুলোকে Cover cartoon বা প্রচ্ছদ কার্টুন বলা হয়। সাধারণত সপ্তাহের যে বিষয়টিকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন সাময়িকীতে ছাপা হয়, সেই দিন ওই বিষয়ের উপর একটা মজার কার্টুন ছাপা হয় সাময়িকীগুলোর প্রচ্ছদে। বলা যায় দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে এ এক নতুন ধারার সংযোজন। এ ধারা সংবাদপত্রে আরো নতুনত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এনেছে। এখন এইসব দৈনিকের মধ্যে পাঠক একই সাথে সাপ্তাহিক পত্রিকার স্বাদও পাচ্ছে।

www.pathagar.com

চিত্র–৮ : একটি প্রচ্ছদ কার্টুন

www.pathagar.com

৫.
মুখমণ্ডলকেন্দ্রিক কার্টুন (Facial cartoon)

সমাজজীবনে অগণিত মানুষের মধ্যে কেউ কেউ কোনো-না-কোনো কারণে কুখ্যাত অথবা বিখ্যাত হয়ে যায়। স্বনামে খ্যাত ওই সব আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তি বার-বার সংবাদ হয়ে সংবাদপত্রের পাতায় আসেন। তাদের ছবি (Mug shot) সচরাচর ক্যামেরায় ধারণ করে পত্রিকাগুলো ছেপে থাকে। তবে কোনো-কোনো পত্রিকা তার নিজস্বতায় আরো স্বাতন্ত্র্য আনায়নের জন্য শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলিতে আঁকা ওইসব ব্যক্তির মুখমণ্ডলকেন্দ্রিক ব্যঙ্গচিত্র ছাপায়।

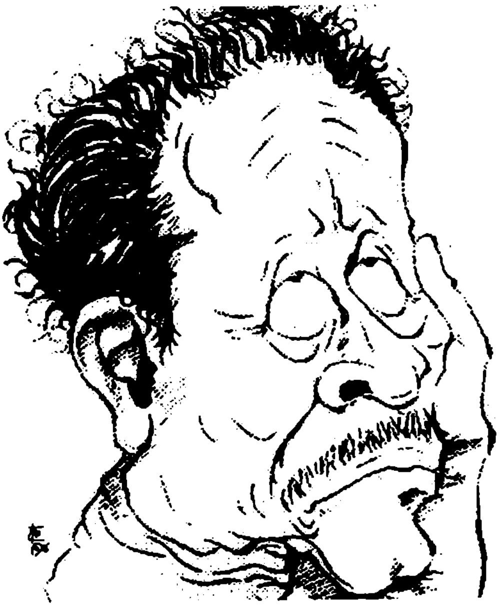

চিত্র– ৯ : একটি মুখমণ্ডলকেন্দ্রিক কার্টুন

এসব কার্টুনধর্মী ছবিতে চেহারার মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রেখে কিছুটা পরিবর্তন এনে পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দেওয়ার জন্য কার্টুনিস্ট সচেষ্ট থাকেন। বর্ষ শুরু সংখ্যায় সাধারণত এ ধরনের বিখ্যাত-কুখ্যাত ব্যক্তিদের মুখমণ্ডলকেন্দ্রিক কার্টুন এদেশে ছাপা হয়। এতে পাঠক ওই পত্রিকাটিকে স্বাতন্ত্র্যের বাহক হিসেবে জানতে শেখে। এভাবে একটি পত্রিকাকে পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে নেওয়ার জন্য মুখমণ্ডলকেন্দ্রিক কার্টুন বা Facial cartoon বা Mug shot cartoon ব্যবহার করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

চতুর্থ ভাগ

অবস্থান ভিত্তিক কার্টুন

'তৃতীয় ভাগে' উল্লেখিত কার্টুনের শ্রেণীবিন্যাস ছাড়া বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও বিষয়গত সূত্রে সৃষ্টির পার্থক্যের কারণে আরো কয়েক রকম বিভাজন লক্ষণীয়। প্রাসঙ্গিক বিচারে পাওয়া কার্টুনকে আরো পাঁচ শ্রেণীতে বিভাজন করা হলো।

যেসব কার্টুন অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত ধারায় সৃষ্টি হয় এবং ব্যবহারও হয় নির্দিষ্ট অবস্থানে সেসব কার্টুনকে অবস্থানভিত্তিক কার্টুন আখ্যা দেওয়া যায়। সংবাদপত্রে এ ধরনের কার্টুনের নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। তবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে ছয় প্রকার অবস্থানভিত্তিক কার্টুনের স্বরূপ তুলে ধরা হলো।

১.

ফিচারভিত্তিক কার্টুন

ফিচারভিত্তিক কার্টুন সাধারণত ফিচারের মাঝে ছাপা হয়। বিদ্রূপ ম্যাগাজিনে যেসব ব্যঙ্গধর্মী ফিচার ছাপা হয়, সেসব ফিচারের প্রতি সঙ্গতি রেখে কার্টুনিস্টদের ধারণা দিয়ে কার্টুন আঁকিয়ে নেওয়া হয়। এসব কার্টুন ফিচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় অনেক সময় পাঠক আগে কার্টুনে আকৃষ্ট হয়ে পরে ফিচার পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এ জন্য ফিচারের সাথে কার্টুন সম্পর্কিত। আর প্রধান ফিচার বা বিশেষ ফিচারে কার্টুন সংযোজিত হওয়ায় এ কার্টুনগুলো কিছুটা বড় আকারে ছাপা হয়। যা সহজে পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে। শুধু প্রধান ফিচার, বিশেষ ফিচার নয়, অনেক সময় ছোট ছোট ফিচারের বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করেও কার্টুন আঁকিয়ে নেওয়া হয়। দৈনিকের সাপ্তাহিক আয়োজনগুলোতে বিষয় সম্পর্কিত এতো বেশি কার্টুন ছাপা হয় যে, অনেক সময় এ জন্য বিদ্রূপ ম্যাগাজিনগুলোকে দেখে কার্টুন ম্যাগাজিনও মনে হতে পারে। ছোট ছোট ফিচারের সাথে ছোট ছোট কার্টুন থাকলে একই সময় কার্টুন ও ফিচার দুই-ই পাঠকের মনে সমান আনন্দ সৃষ্টি করে। তখন যতটা ফিচার পড়ে পাঠক সন্তুষ্ট হয় ততটা কার্টুন দেখেও সন্তুষ্ট হতে পারে।

আবার এমনও দেখা যায়, একজন প্রদায়ক হয়তো ভালো একটি ফিচার লিখেছেন, সেই ফিচারকে অবলম্বন করে সেখান থেকে আইডিয়া নিয়ে একজন কার্টুনিস্ট ভালো একটা কার্টুন সংবাদপত্রকে তথা বিদ্রূপ ম্যাগাজিনের পাঠককে উপহার দিতে পারছেন। ভালো কার্টুন পাওয়ার এই যে ধারাটা– এটা কেবল নতুন ধারার পত্রিকাগুলোতে বহাল। ফিচারভিত্তিক কার্টুন শুধু বিদ্রূপ মাগাজিনে নয় সংবাদপত্রের বিভিন্ন পাতায় বহু আগে থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। এগুলোকে বলা হয় 'স্কেচ' (Skech)। সাধারণত সাহিত্য সাময়িকীতে বিভিন্ন গল্পে এ স্কেচ ব্যবহার হয়।

www.pathagar.com

চিত্র-১০ : ফিচারভিত্তিক কার্টুন

২. অলঙ্করণ বা অঙ্গ-সজ্জিতকরণ কার্টুন

সংবাদপত্রে বিভিন্ন ফিচার, ছড়া, গল্প, প্রভৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে যেসব কার্টুন ছাপা হয় সেসব কার্টুনকে অঙ্গ-সজ্জিতকরণ কার্টুন বলা হয়।

চিত্র-১১ : একটি অঙ্গ-সজ্জিতকরণ কার্টুন

www.pathagar.com

বিদ্রূপ ম্যাগাজিনগুলোতে বেশি বেশি কার্টুন ছাপানোর প্রবণতা লক্ষণীয়। ব্যঙ্গাত্মক ছড়া কিংবা কৌতুকের পাশে অনেক সময় ফাঁকা জায়গা থাকে। এই জায়গাগুলো কখনো কখনো ওই ছড়া বা কৌতুকের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্টুন এঁকে সেঁটে দেওয়া হয়। এসব কার্টুনকে অঙ্গ-সজ্জিতকরণ কার্টুন বা ইলাস্ট্রেশন (Illustration) বলা হয়। এসব অঙ্গ-সজ্জিতকরণ কার্টুন শুধু যে বিদ্রূপ ম্যাগাজিনে ছাপা হয় তা নয় পত্রপত্রিকার অন্যান্য বিভাগেও বিশেষ করে ছোটদের জন্য আয়োজিত পাতাগুলোয় প্রকাশিত গল্প, ছড়া বা নিবন্ধের বিষয়বস্তুর সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রকৃতি, মেঘ, নদী, পাখি ইত্যাদি অংকন করে অঙ্গ-সজ্জিতকরণ করা হয়। এ ধরনের কার্টুন প্রায় সব পত্রিকাতেই বিদ্যমান।

৩.
সংলাপ-সৃষ্ট কার্টুন

প্রসঙ্গক্রমে সরস সংলাপ সৃষ্টির পর ওই সংলাপের উপর ভিত্তি করে যে কার্টুন আঁকিয়ে নেওয়া হয় তাকে সংলাপ-সৃষ্ট কার্টুন আখ্যা দেওয়া যায়। অর্থাৎ সৃষ্ট সংলাপের মধ্যে যখন কার্টুন সৃষ্টির আবেদন তৈরি হয়ে যায় তখন সংলাপের উপর নির্ভর করে কার্টুনের জন্ম হয়।

চিত্র–১২ : বিদ্রূপ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি সংলাপ-সৃষ্ট কার্টুন (আংশিক)

মানসম্পন্ন কার্টুনের দু'টি বৈশিষ্ট্য– একটা হচ্ছে সংলাপ, অন্যটা হচ্ছে কার্টুনের পরিচ্ছন্ন চেহারা। এ দু'টি বিষয় একটি অপরটিকে ছাড়া অচল। বলা যেতে পারে মিষ্টি আকর্ষণীয় সংলাপ ছাড়া কার্টুন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণহীন। এ কারণে বলিষ্ঠ সংলাপকে কার্টুনের প্রাণ বলা যেতে পারে। সংলাপ-সৃষ্ট কার্টুনের রূপ সব সময় বোঝা

www.pathagar.com

যায় না। কার্টুন দেখে ও সংলাপ পড়ে বোঝার উপায় থাকে না যে, কার্টুন আগে না সংলাপ আগে সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রে কার্টুন সৃষ্টির প্রাথমিক রহস্যটা অজানাই থেকে যায়।

অনেক বিদ্রূপধর্মী নিবন্ধের লেখক আছেন যারা আবার ভালো সংলাপ রচনা করতে পারেন। তাদের রচনা করা সংলাপকে ভিত্তি করে অনেক সময় ভালো কার্টুন আঁকিয়ে নেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ সংলাপই ভালো কার্টুন অংকনে সহায়ক হয়। কার্টুনের চেয়ে রসাত্মক সংলাপই পাঠকমনে বেশি আনন্দের সঞ্চার করে। এই জন্য এ কার্টুনগুলোকে সংলাপ-সৃষ্ট কার্টুন বলাই উত্তম।

৪.
কলাম কার্টুন (Column cartoon)

কলাম বা শিরোনামের সৌন্দর্য বা আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য যে কার্টুন ব্যবহার হয় তাকে কলাম কার্টুন বলা যায়। বিদ্রূপ ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় কার্টুনের সমারোহ। বিদ্রূপ ম্যাগাজিন যেন কার্টুনেরই ম্যাগাজিন। এই ধরনের ম্যাগাজিনগুলোতে আরো একশ্রেণীর পরিচিত কার্টুন দেখা যায়। বিদ্রূপ ম্যাগাজিন ছোট ছোট আকৃতির অনেক কলামে সজ্জিত। প্রায় প্রতিটি কলামে বিভিন্নভাবে কার্টুন থাকেই। কলাম কার্টুন (Column cartoon) এমনি এক ধরনের কার্টুন যা শিরোনামকে আকর্ষণীয় করার জন্য অংকিত। কার্টুনিস্টদের আঁকা ভালো কার্টুন বিদ্রূপ ম্যাগাজিন সম্পাদকের দৃষ্টিতে পছন্দসই হলে তা এক সময় কলাম কার্টুনের সারিতে এসে স্থায়ী রূপ পায়। প্রতি সংখ্যায় নির্দিষ্ট ছোট ছোট কলামগুলোতে এই কার্টুন বার বার ফিরে আসে। এই রকম পরিচিত কার্টুন এক সময় ম্যাগাজিনের স্থায়ী সৌন্দর্যের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

চিত্র–১৩ : বিদ্রূপ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি কলাম কার্টুন

জাতীয় দৈনিকের সাপ্তাহিক আয়োজন বিদ্রূপ ম্যাগাজিনগুলো পাঠক আকৃষ্ট করার জন্য নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে লেখার ধরন অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে কলাম আকারে বিভক্ত করে ছাপা হয়। কলামের গঠনগত চাহিদার বিপরীতে কিছু আকর্ষণীয় কার্টুনও অঙ্গীভূত করা হয়। ওইগুলোই হচ্ছে কলাম কার্টুন (Column cartoon) বা শিরোনাম কার্টুন।

www.pathagar.com

৫.
মন্তব্যধর্মী কার্টুন

বিদ্রূপ ম্যাগাজিন সব সময় বিদ্রূপধর্মী লেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা নয়। এসব লেখার মাঝে থাকে নানারকম রসিকতাপূর্ণ সংলাপ ও মন্তব্য। এইসব মন্তব্য ও সংলাপ পাঠকের মনে নানাভাবে হাসি ও রসবোধের জন্ম দেয়। পাঠকের অনুভূতিকে এই রকম রসসমৃদ্ধ মন্তব্য পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে উস্কে দেওয়া হয়। তার দ্বারা পাঠকের মনে কার্টুনের মাধ্যমে খোঁচা মেরে রসবোধ জাগ্রত করে সুন্দর সুন্দর মন্তব্য ও সংলাপ আদায় করা যায়। এতে অগণিত রসিক পাঠকের পাঠানো সংলাপের মধ্যে বাছাইকৃত মন্তব্যগুলো ছাপিয়ে বিদ্রূপ ম্যাগাজিনের মান আরো উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। যেমন– ধরুন একটি ম্যাগাজিনের এক সংখ্যায় মন্তব্য পাওয়ার জন্য কার্টুন ছাপা হলো এরকম– 'একজন নেতা গোচের লোক পাঞ্জাবি পরে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে'– এমনি একটি কার্টুন ছেপে পাঠককে মন্তব্য করে পাঠাতে বলা হলো। ধরুন নিম্ন রূপ মন্তব্যগুলো আসলো–

১. লোকটি বউকে ভীষণ ভয় পায়। রাত করে বাড়ি ফিরেছে তো তাই ভয়ে দরজা খুলতে বলার সাহস পাচ্ছে না।
২. লোকটি একজন প্রার্থী, ভোটের সময় তাই ভোট চাইতে এসেছে।
৩. লোকটি এলাকার গডফাদার, নির্বাচন মৌসুমে প্রার্থী হয়ে দ্বারে দ্বারে দোয়া চেয়ে বেড়াচ্ছে।
৪. লোকটি বোধ হয় ক্ষুধার্ত, কিছু খাদ্যের আশায় মানুষের দরজায় দাঁড়িয়েছে।
৫. লোকটির মতলব ভালো না, কোনো কিছু ঘটানোর সুযোগ খুঁজছে।

তবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা মেধাবী পাঠকের পাঠানো মন্তব্যগুলো আরো সরস হয়।

পাঠকের মন্তব্য পাওয়ার অভিপ্রায়ে যেসব কার্টুন পত্রিকায় আঁকা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ডাকযোগে পাঠকের মন্তব্য অনেকটা এরকমই আসে।

এসব মন্তব্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থাৎ যাতে মন্তব্যগুলো সর্বস্তরের পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়– এমনি সব মন্তব্য বাছাই করে তারপর ছাপানো হয়। অবশ্যই মন্তব্যগুলোতে শালীনতা, সংলাপ রচনায় শৈল্পিক মাধুর্য এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয় যাতে হয়– এসব লক্ষ্য রেখে বিভাগীয় সম্পাদক মন্তব্যগুলো নির্বাচন করেন। আর যেহেতু মন্তব্যগুলো দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসে, সেহেতু পরবর্তী সময়ের প্রতিযোগিতায় মফস্বলের অনেক পাঠককে ছাপানো ঠিকানা দেখে মন্তব্য পাঠাতে উৎসাহিত করে। এবং পত্রিকার প্রতিও পাঠকের সহানুভূতির দৃষ্টি পড়ে, সার্কুলেশনকেও প্রভাবিত করে।

www.pathagar.com

কোলাজ কার্টুন

Collage একটি বিদেশী শব্দ। বাংলা ভাষাতে সরাসরি এর কোনো আভিধানিক অর্থ নেই। কোলাজ বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে- কাগজ, কাপড়, আলোকচিত্র, ধাতু ইত্যাদির টুকরো জোড়া দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের চিত্র। বিদেশী ভাষা থেকে এ শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে আমাদের ভাষাতে, বিশেষ করে পত্রিকা জগতে। পত্রিকাতে Collage শব্দটির ভাব-অর্থ ব্যবহার করে 'কোলাজ কার্টুন' নামে এক ধরনের কার্টুনের প্রচলন শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকে। আসলে Collage বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা কিন্তু কার্টুনে অস্তিত্বহীন। তবে জোড়াতালি দেওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান- এ কারণে কোলাজ কার্টুন বলা হচ্ছে। যেহেতু 'জোড়াতালি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের'- বৈশিষ্ট্যটা কার্টুনে ফুটে উঠেছে সেহেতু এসব কার্টুনকে কোলাজ কার্টুন বলাই যুক্তিযুক্ত। নীচে এরকম দুই ধরনের কার্টুনের স্বরূপ নিয়ে পর্যালোচনা করা হলো।

১.
সংলাপধর্মী কোলাজ কার্টুন

অনেক সময় স্বাভাবিক পরিবেশে কয়েকজনের দলবদ্ধভাবে বিশেষ ভঙ্গিতে উঠে যাওয়া ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর তা দেখে অনেক রসিকজনের মনের কোণে বিদ্রুপাত্মক মতামতের জন্ম হয়। সেটাই সংলাপ আকারে বেরিয়ে আসে। সে সব রসিকজনের বিরূপ মন্তব্য সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি স্মরণে রেখে গ্রুপ ছবিকে কোলাজ কার্টুনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে, সংলাপ সংযোজন করে, পুনরায় পত্রিকায় উপস্থাপন করে। যেসব পাঠক ওই ধরনের কোলাজ কার্টুন ও সংলাপ উপভোগ করে, তারাও বাস্তব সত্যটা অবগত যে, আসলে ছবিটা ভিন্ন প্রসঙ্গের; সংলাপ রচয়িতার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার মাধ্যমে ছবির বাস্তবতায় কাল্পনিক সংলাপ সংযুক্ত করে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এনে পাঠকের মাঝে দলবদ্ধ ছবিটির নতুন করে অবস্থান সৃষ্টি করেছে। এতে ছবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মজার বিদ্রূপ সংলাপ সংযোজিত হয়ে পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করে। এসব কার্টুনের বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে সংলাপের ভূমিকাটাই পাঠকের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। সংলাপগুলো প্রতিটি ছবির কাছাকাছি ডানে, বামে, কিংবা মাথার উপরে কম্পিউটারাইজ করার সময় স্ক্যানিং করে, জায়গা সাদা করে, সেখানে গোল ও ডিম্বাকৃতির আসন তৈরি করে, কম্পিউটারের সাহায্যে সংলাপ সংযোজন করা হয়।

www.pathagar.com

চিত্র-১৪ : একটি সংলাপধর্মী কোলাজ কার্টুনের আংশিক ছবি

কার্টুনের বৈশিষ্ট্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত অর্থে কোলাজ কার্টুনকে কার্টুনের গোত্রভুক্ত করা যায় না। কার্টুন বলতে হলে কার্টুনিস্টের হাতে অংকিত বিধিবদ্ধ বিষয়টি অবশ্যই চলে আসে। কিন্তু সংলাপধর্মী কোলাজ কার্টুনে সংলাপ ছাড়া কার্টুনের মতো আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, পুরো ছবিটাই ক্যামেরার মাধ্যমে (অন্যত্র থেকে কেটে আনা) তোলা। তারপরও যেহেতু কার্টুনের মতো সংলাপসমৃদ্ধ ও পাঠক মনে আনন্দ সৃষ্টিকারী সেহেতু কার্টুনের দলভুক্ত না করে গত্যন্তর নেই। আর যেহেতু অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি থেকে কেটে এনে ও সংলাপ সংযোজন করে তৈরি সেহেতু এগুলোকে কোলাজ কার্টুন বলাই উত্তম।

www.pathagar.com

২.
মৌলিক কোলাজ কার্টুন

কোলাজ কার্টুনের যথার্থ মৌলিক রূপ ফুটে উঠেছে 'মৌলিক কোলাজ কার্টুন'-এ। এ কার্টুনে তিনটি উপকরণের জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে। হাতে আঁকা কার্টুন, ছবির কিয়দংশ ও সংলাপ। এজন্যই মৌলিক কোলাজ কার্টুনকে প্রকৃত কোলাজ বলাই উত্তম। এ ধরনের কার্টুনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ কার্টুনিস্টের হাতে আঁকা। যে ব্যক্তির প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে নিবন্ধ ছাপা হচ্ছে, সেই ব্যক্তির মুখমণ্ডলটি ক্যামেরায় তোলা ছবি থেকে কম্পিউটারে স্ক্যানিং করে কেটে এনে হাতে আঁকা কার্টুনের মুখমণ্ডলের অবস্থানে স্থাপন করে দেওয়া হয়। এসব কার্টুনের সঙ্গে বাস্তব ছবি জোড়া দেওয়ার বিষয়টি পাঠককে আনন্দ দেয় বেশি। এ ধরনের কার্টুনের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ কার্টুনগুলো জীবনভিত্তিক ফিচারে ব্যবহার হয়। সংবাদপত্রের বিনোদন পাতায় কিংবা বিদ্রূপ ম্যাগাজিনে এ ধরনের কোলাজ কার্টুন কোনো কোনো সময় দেখা যায়। এসব কার্টুন মাসে দুই একবার ছাপার নিয়ম করা হলে পাঠক মাঝে মাঝে স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পায়।

চিত্র–১৫ : একটি মৌলিক কোলাজ কার্টুন

www.pathagar.com

শেষ কথা

একজন কার্টুনিস্ট তার অংকন কর্মের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের একজন পাঠককে ক্ষণিকের জন্য বহু পথ-পরিক্রমা পেরিয়ে চিন্তার নতুন জগতে নিয়ে যায়- এটাও এক ধরনের চিত্ত-বিনোদন। আর এ বিনোদনের জন্য হাজার হাজার শব্দের প্রতিবেদনে পাঠককে হাবুডুবু খেয়ে সাঁতার দিতে হয় না- শুধু ক্ষণিকের জন্য চোখ বুলালেই হলো; ভালো লাগলে আবার, তারপর বার-বার। এভাবে পাঠক উপভোগ করে কার্টুন।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থসমূহ-

১. সংবাদের মেকাপ, সাখাওয়াত আলী খান, নিরীক্ষা, সংখ্যা-২, বর্ষ-১, নভেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮০, পৃ. ৫০-৫২।

২. চিঠিপত্র বিভাগ ও পত্রলেখকের ভূমিকা, মোবারক হোসেন, নিরীক্ষা সংখ্যা ৯৪-৯৫, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

৩. কার্টুন, রফিকুন নবী, নিরীক্ষা, উনবিংশ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

৪. কার্টুন ও আমাদের সংবাদপত্র, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, উনবিংশ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

৫. সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা কৌশল, টমসন ফাউন্ডেশনের ভাষ্য, নিরীক্ষা, সংখ্যা-১, বর্ষ-১, সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

৬. সম্পাদকীয় পাতা, খন্দকার আলী আশরাফ, নিরীক্ষা, সংখ্যা-৫৭, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯২।

৭. সম্পাদকীয় নিবন্ধ : বিষয় নির্বাচনে সমস্যা, আব্দুস সালাম, নিরীক্ষা, সংখ্যা-১, বর্ষ-১, সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

৮. সম্পাদকীয় নিবন্ধের ভাষা ও উপস্থাপনা, ওবায়েদ-উল হক, নিরীক্ষা, বর্ষ-১, সংখ্যা-৩, ডিসেম্বর, ১৯৮০।

৯. সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় : ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ, পিআইবির গবেষণাপত্র, গবেষক সীমা মোসলেম।

১০. আজকের কাগজ : ১৯ জুলাই ২০০১, ২১ জুলাই ২০০১, ২২ জুলাই ২০০১, ৪ আগস্ট ২০০১, ৩১ আগস্ট ২০০১।

১১. প্রথম আলো : ১ জানুয়ারি ২০০১, ৭ জুলাই ২০০১, ১২ নভেম্বর ২০০১, ২ জানুয়ারি ২০০২।

১২. যুগান্তর : ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১, ২৮ আগস্ট ২০০১।

১৩. দৈনিক জনকণ্ঠ : ২৭ ডিসেম্বর ২০০১, ২৯ ডিসেম্বর ২০০১।

১৪. দৈনিক ইনকিলাব : ৯ নভেম্বর ২০০১।

১৫. দৈনিক মানবজমিন : ২৫ ডিসেম্বর ২০০১।

www.pathagar.com

১৬. ভোরের কাগজ : ৬ জানুয়ারি ২০০২।
১৭. বাংলাবাজার পত্রিকা : ৪ ডিসেম্বর ২০০১।
১৮. পাক্ষিক বাংলার সংবাদ : ১৬ মে ২০০১।
১৯. সাংবাদিকতা প্রথম পাঠ, খ আলী আর রাজী, মঞ্জুরুল ইসলাম, নাঈমুল ইসলাম খান, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, বিসিডিজেসি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
২০. সংবাপত্রের রূপরেখা, শেখ এনামুল হক, বার্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
২১. News gathering by Daniel R Williamson. New york-10066. p-92.
২২. News gathering by Ken Metzler. Printice-Halt, INC Englewood Clifs, New Jersey, U.S.A. p-113.
২৩. News Room by F. Burton. p-33.
২৪. টোকাই, (এক.), রফিকুন নবী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
২৫. নির্বাচিত কার্টুন, এম এ কুদ্দুস, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, লালন প্রকাশনী, ঢাকা।

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

- সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্য ১ম খণ্ড (গবেষণামূলক)
- সংবাদপত্রে গোল টেবিল বৈঠক ও সমগোত্রীয় নিবন্ধ (গবেষণামূলক)

প্রকাশের অপেক্ষায়

- সংবাদপত্রের গঠন-বৈচিত্র্য ২য় খণ্ড (গবেষণামূলক)
- রেডিও-টিভির অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য (গবেষণামূলক)
- তৃতীয় বিশ্বে সংবাদচক্র (উপন্যাস)
- তিন হুজুরের স্কুলে (উপন্যাস)
- নিষিদ্ধ (উপন্যাস)
- গবেষণা বিড়ম্বনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com